চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 102 Tuesday, 14 March, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ১০২ সংখ্যা ❋ ২৯ ফাল্গুন, ১৪২৯, মঙ্গলবার, ১৪ মার্চ, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

স্পিকারের বার্তা

‘বিধায়কদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় এজেন্সি পদক্ষেপ করলে আগে জানাতে হবে’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ মার্চঃ বিধানসভার সদস্যদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় এজেন্সি যদি কোনও পদক্ষেপ করে, তার আগে স্পিকারকে জানাতে হবে। সোমবার বাজেট অধিবেশনের শেষ লগ্নে এমনটাই জানালেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি সিবিআই, ইডি-র তৎপরতা নিয়ে এদিন একটি প্রস্তাবও বিধানসভায় নিয়ে আসেন স্পিকার। যদিও এই প্রস্তাব পেশের সময় বিজেপির তরফে কেউ অধিবেশন কক্ষে উপস্থিত ছিলেন না। বিধানসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন কেন্দ্রীয় এজেন্সি, সিবিআই, ইডি-র তৎপরতা নিয়ে ১৮৫ নম্বর ধারায় একটি প্রস্তাব আনেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বিধানসভায় দাঁড়িয়ে স্পষ্টত জানান, ‘‘আমার সদস্যদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় এজেন্সি যদি কোনও পদক্ষেপ করে, তার আগে আমাকে যেন জানানো হয়।’’

যদিও স্পিকারের এই প্রস্তাব পেশের সময় বিজেপির কোনও সদস্য অধিবেশন কক্ষে উপস্থিত ছিলেন না। বরং এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে সেই সময় অধিবেশন কক্ষের বাইরে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ দেখান শুভেন্দু অধিকারী সহ বিজেপি বিধায়করা। হাইকোর্টের নির্দেশে শাসকদলের নেতা থেকে জনপ্রতিনিধিদের যে সমস্ত আত্মীয়ের গ্রুপ-সি পদের চাকরি বাতিল হয়েছে, তাঁদের ছবি প্রদর্শন করে বিক্ষোভ দেখান শুভেন্দু অধিকারী। কেন্দ্রীয় এজেন্সির তৎপরতার বিরুদ্ধে শাসকদলের প্রস্তাব প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘‘চোরেদের বাঁচাতে কোনও আলোচনায় অংশ নেব না।’’ এদিন বিধানসভার সদস্যদের জন্যও বিশেষ কিছু অলিখিত নির্দেশিকা জারি করেন স্পিকার। অনেক সময়ই দেখা যায়, বিধানসভার সদস্যদের অনেকে তাঁদের প্রশ্ন লিখিত আকারে জমা দিয়েছেন। অথচ, সেই প্রশ্ন আলোচনার সময় তাঁদের নাম ধরে ডাকলেও তাঁদের সাড়া পাওয়া যায় না। গরহাজির থাকেন বিধানসভায়। এবার থেকে সেরকম ঘটনা ঘটলে ওই প্রশ্ন নিয়ে আর আলোচনা হবে না, সেটি বাতিল করা হবে বলে স্পষ্টত জানিয়েছেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যদিকে, অনেক সময়ই অধ্যক্ষ অধিবেশন কক্ষে চলে এলেও বিধায়করা তখনও হাজির হন না। স্পিকারের পরে অনেকেই অধিবেশন কক্ষে প্রবেশ করেন। এদিন সে ব্যাপারেও কড়া পদক্ষেপ করেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। কড়া বার্তা দিয়ে তিনি বলেন, ‘‘পরিষদীয় মন্ত্রী ও দুই দলের মুখ্য সচেতকদের বলব ১৫ মিনিট আগে আপনাদের সদস্যদের আসতে বলবেন। কারণ আমি ঢোকার পরে দেখি সব আসন ফাঁকা। বুঝতে পারি না, সভা শুরু করা ঠিক হবে কি না।’’ বলা যায়, বিধায়কদের অধিবেশন কক্ষে যথাসময়ে হাজির থাকার ব্যাপারে অলিখিত নির্দেশ দিলেন স্পিকার।

মমতা-অখিলেশ কলকাতায় বৈঠক শুক্রবার

কথা হবে ২৪-এর ভোট নিয়ে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ মার্চঃ আগামী শুক্রবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়িতে যাবেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। সন্ধ্যায় দু’জনের বৈঠক হওয়ার কথা। বৈঠকে তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও উপস্থিত থাকতে পারেন। অখিলেশ শুক্রবার দুপুরে কলকাতায় পৌঁছবেন। ওই দিন থেকেই শহরে শুরু হবে সমাজবাদী পার্টির জাতীয় কর্মসমিতির তিনদিনের বৈঠক। উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশের সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পর্ক অত্যন্ত ভাল। বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে রাজনীতির অভিভাবক মনে করেন অখিলেশ। জাতীয় রাজনীতিতেও দু’জনে এক শিবিরে আছেন বহুদিন। বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর মতো অখিলেশও মনে করেন বিজেপির মোকাবিলায় কংগ্রেস যথেষ্ট আন্তরিক নয়। এই প্রেক্ষাপটে আগামী লোকসভা নির্বাচনে বিরোধী শিবিরের কৌশল নিয়ে মমতা-অখিলেশের বৈঠকে কথা হবে বলে সমাজবাদী পার্টির সর্ব ভারতীয় সহ-সভাপতি কিরণময় নন্দ জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত, গত বছর উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার নির্বাচনে সমাজবাদী পার্টির হয়ে বারাণসীতে প্রচারে গিয়েছিলেন তৃণমূল নেত্রী। বারাণসীতে দু’জনে সভাও করেন। তার আগের বছর বাংলার বিধানসভা নির্বাচনে সমাজবাদী পার্টির হয়ে এ রাজ্যে প্রচার করে যান অভিনেত্রী তথা অখিলেশের দলের রাজ্যসভার সদস্য জয়া বচ্চন।

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য একগুচ্ছ নির্দেশ সংসদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ মার্চঃ আগামীকাল অর্থাৎ মঙ্গলবার থেকে শুরু হচ্ছে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। তার আগে সংসদের তরফ থেকে বেশ কিছু নিয়মের কথা জানানো হয়েছে পরীক্ষার্থীদের জন্য। কিছু নিয়ম আগেও ছিল, তবে এবার উত্তরপত্র জমা দেওয়ার বিষয়ে কড়াকড়ি করেছে সংসদ। জানানো হয়েছে, পরীক্ষার্থীরা পৌনে তিন ঘণ্টার আগে উত্তরপত্র জমা দিতে পারবে না। অর্থাৎ পরীক্ষা শেষ হওয়ার ১৫ মিনিট আগে থেকেই খাতা জমা নেওয়া হবে। শিক্ষক মহলের কথায়, অনেক পরীক্ষার্থীদের মধ্যেই তাড়াতাড়ি খাতা জমা দিয়ে বেরিয়ে আসার প্রবণতা দেখা যায়। যার জন্যই এবার নতুন নিয়ম বলবৎ করতে চলেছে সংসদ। এছাড়াও পরীক্ষার্থীদের জন্য কিছু নিয়মের উল্লেখ করা হয়েছে। সকাল ১০টা থেকে পরীক্ষা শুরু হবে। ১টা পর্যন্ত চলবে পরীক্ষা। প্রথমদিন সব পরীক্ষার্থীকেই পরীক্ষা শুরুর এক ঘণ্টা আগে পরীক্ষা হলে ঢুকতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ ৯টার মধ্যে পরীক্ষাকেন্দ্রে যেতে হবে পরীক্ষার্থীদের। অ্যাডমিট কার্ড ও রেজিস্ট্রেশন কার্ড যেন কোনওভাবেই ভুলে না যায় পরীক্ষার্থীরা, সে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে, অভিভাবকরা পরীক্ষাকেন্দ্রের মধ্যে ঢুকতে পারবেন না। পরীক্ষার্থীরা কখনওই মোবাইল ফোন নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢুকতে পারবে না। যদি কোনও পরীক্ষার্থী মোবাইল ফোন সহ ধরা পড়ে তবে তার পরীক্ষা বাতিল এমনকী রেজিস্ট্রেশন বাতিল হতে পারে। সংসদ আরও জানিয়েছে, পরীক্ষার্থীদের স্কেল, পেন, পেন্সিল, রবার, ক্যালকুলেটর ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিস সঙ্গে রাখতে হবে। পরীক্ষা শুরুর ১০ মিনিট আগে নির্ধারিত আসনে বসতে হবে পরীক্ষার্থীদের। আর পরীক্ষার শুরুর প্রথম এক ঘণ্টা কোনও পরীক্ষার্থী বাথরুমে যেতে পারবে না। প্রসঙ্গত, এবছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বসছে সাড়ে ৮ লাখের বেশি পরীক্ষার্থী।

আদালতে চাঞ্চল্যকর দাবি ইডি’র

‘শান্তনুর ফোন সোনার খনি, আরও নাম শুনলে চমকে যাবেন’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ মার্চঃ নিয়োগ দুর্নীতিতে গ্রেফতার হয়েছেন হুগলির তৃণমূল নেতা শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই শান্তনুকে নিয়ে আদালতে একের পর এক বোমা ফেললেন ইডির আইনজীবী। তিনি এদিন আদালতে জানান, শান্তনুর ফোন যেন সোনার খনি। সেই ফোন ঘেঁটে এমন সব তথ্য সামনে এসেছে যা নিয়োগ কেলেঙ্কারির তদন্তে নয়া বাঁক নিয়েছে। দুর্নীতির পরিমাণ এখনই ৩৫০ কোটি টাকায় পৌঁছে গেছে। সোমবার ব্যাঙ্কশাল কোর্টে তোলা হয় শান্তনুকে। এদিন ইডি শান্তনুকে ১১ দিনের হেফাজতে চেয়ে সওয়াল করে। সওয়াল জবাবের সময় ইডির আইনজীবী এদিন আদালতে জানান, শান্তনুর দু’টি আইফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, সেখানে এমন কিছু তথ্য মিলেছে তা রীতিমতো চমকে দেওয়ার মতো। ইডির তরফে বলা হয়েছে, ২০১২ সালে টেট পরীক্ষার্থীফের অ্যাডমিট কার্ডের ছবি পাওয়া গেছে। কীভাবে শান্তনুর ফোনে সেই অ্যাডমিট কার্ডের ছবি এল তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, শান্তনুর বাড়ি থেকে ৩০০ জন চাকরিপ্রার্থীর তালিকা পাওয়া গেছে। ইডি এদিন আদালতে জানায়, এই তালিকায় যাঁদের নাম ছিল তাঁদের অনেকেই চাকরি পেয়েছিল। এদিন ইডির আইনজীবী আদালতে জানান, শান্তনুর বহু সম্পত্তির হদিশ মিলেছে। এত টাকার উৎস কী? তা তদন্ত সাপেক্ষ। এমনকী শান্তনুর স্ত্রীর নামেও প্রচুর সম্পত্তি রয়েছে। তাই তাঁকেও তদন্তের আওতায় আনার আর্জি জানানো হয়েছে আদালতে। ইডি আদালতে আরও বলে, এই দুর্নীতি এভারেস্টের সমান। এখনও পর্যন্ত ৩৫০ কোটির দুর্নীতির প্রমাণ মিলেছে। ব্যাঙ্কশাল কোর্টে এদিন কেস ডায়েরি জমা দিয়েছে ইডি। ইডির আইনজীবী বিচারককে বলেন, শান্তনুর ফোনে এমন অনেক নাম পাওয়া গেছে যা আদালতে বলা যাবে না। তাই কেস ডায়েরি আরও কত টাকা রয়েছে যা তিনি জেলের ভিতর থেকে অন্য রাজ্যে সরিয়ে দিচ্ছেন? শান্তনুর দাবি কতটা সত্য তা তদন্তের বিষয়। কিন্তু এই দাবি যে নতুন ঢেউ খেলিয়ে দিল সে ব্যাপারে বোধহয় কোনও সংশয় নেই। জেলা তৃণমূলের

কুন্তল মাস্টারমাইন্ড, নজর ঘুরিয়ে টাকা সাইড করছে, বিস্ফোরক শান্তনু

দেওয়া হল। এদিন সিজিও থেকে বেরোনোর সময়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে শান্তনু বলেন, ‘‘এই কেসের মেন মাস্টারমাইন্ড কুন্তল। ও ডাইভার্ট করানোর জন্য এসব করছে। এর তার নাম বলছে।’’ হুগলি জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ শান্তনু বলেন, ‘‘কুন্তল একদিকে নজর ঘোরাচ্ছে আর অন্য দিকে নিজের টাকাগুলো সাইড করছে।’’ কোথায় সাইড করছে? এই প্রশ্ন করার আগেই সাংবাদিকদের বুমের সামনে শান্তনু বলেন, ‘‘কুন্তল ওর টাকা অন্য রাজ্যে সাইড করছে।’’ কুন্তল সেই জানুয়ারি মাস থেকে ইডি হেফাজতের পর জেল হেফাজতে রয়েছে। এখন প্রশ্ন হল, কুন্তলের মোটামুটি সবাই জানেন শান্তনু-কুন্তলের সম্পর্ক ছিল দাদা-ভাইয়ের। কুন্তলকে ভাই বলেই জনসমক্ষে ডাকতেন শান্তনু। গত তিন দিনে শান্তনুর বিপুল সম্পত্তির হদিশ মিলেছে। তারপর এদিন বিস্ফোরক দাবি করলেন। সেইসঙ্গে শান্তনু এও বলেন, ‘‘আগামী দিনে প্রমাণ হবে আমি নির্দোষ।’’ এর আগে কুন্তল হৈমন্তী গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম বলেছিলেন সংবাদমাধ্যমের সামনে। সেই সময়ে হৈমন্তীর স্বামী গোপাল দলপতি দাবি করেছিলেন, কুন্তল তদন্তকে প্রভাবিত করার জন্যই আজগুবি নাম বলছেন। আসল উদ্দেশ্য তদন্তকে ভুল পথে চালিত করা। এদিন সেই একই দাবি করলেন শান্তনুও।

বিদেশের মাটিতে রাহুলের মন্তব্যে উত্তাপ ছড়াল সংসদেও

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চঃ কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ভারতের গণতান্ত্রিক অবস্থা নিয়ে জ্বালাময়ী বক্তব্য রেখেছিলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। ভারতে কোনও গণতন্ত্র নেই বলে দাবি করেন তিনি। পরে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে গিয়েও বলেছিলেন, লোকসভায় কোনও কিছু বলতে গেলে মাইক বন্ধ করে দেওয়া হয়। বিদেশের মাটিতে রাহুলের এহেন মন্তব্যে ভারতের মর্যাদা ও গণতান্ত্রিক ছবি নষ্ট হয়েছে বলে মনে করছে একাধিক মহল। আর রাহুলের এই মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চাওয়ার দাবিও জানায় বিজেপি। পাল্টা কংগ্রেসের অভিযোগ, আদানি-হিন্ডেনবার্গ ইস্যু থেকে নজর সরানোর জন্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এটা করছে বিজেপি। আর রাহুল-বিজেপির এই দ্বন্দ্বে বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্বের সংসদের অধিবেশন কার্যত ভন্ডুল হল সোমবার। দ্বিতীয় দফার বাজেট অধিবেশন শুরু হল আজ থেকে। আর এই অধিবেশনে বিজেপিকে কীভাবে কোণঠাসা করা যায় তার ব্লু প্রিন্ট তৈরিও করে বিরোধীদলগুলি। এদিকে বিরোধীদের পাল্টা আক্রমণেরও ঘুটি সাজাচ্ছিল কেন্দ্র। সকালেই বৈঠকে বসে বিজেপির প্রথম সারির নেতারা। বৈঠকে ছিলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, রাজনাথ সিং এবং পীযূষ গয়াল, প্রহ্লাদ যোশী, অনুরাগ ঠাকুরের মতো অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতারা। এই বৈঠকেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, সাংসদরা দুই কক্ষেই রাহুলের মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করবেন। আজ অধিবেশনের শুরুতে সাংসদরা জড়ো হওয়ার পরই প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং রাহুল গান্ধির মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করেন। তিনি বলেন, ‘‘প্রাক্তন কংগ্রেস প্রধানের উচিত ক্ষমা চাওয়া।’’ এদিকে রাজ্যসভায় সুর চড়িয়েছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গয়াল। তিনি বলেন, ‘‘বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে একজন বর্ষীয়ান নেতার ভারতীয় গণতন্ত্রের অপমান করা খুব নিন্দাজনক।’’ এদিকে কংগ্রেসের বক্তব্য, বিদেশের মাটিতে পূর্ববর্তী সরকারকে তো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রমোদিও অপমান করেছেন। সংসদেই মোদি সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন বিরোধী সাংসদরা। এই হই হট্টগোলের মধ্যে লোকসভা মুলতুবি হয়ে যায়। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট মল্লিকার্জুন খাড়্গে বলেন, ‘‘যাঁরা গণতন্ত্রের ধ্বংস করছে গণতন্ত্র রক্ষার বুলি আবার তাঁদের মুখেই।’’ এদিকে কংগ্রেসকে সমর্থন জানিয়েছে আম আদমি পার্টি ও কে চন্দ্রশেখরের বিআরএস। তবে এক্ষেত্রে নিজেদের শতকোটি দূরে রেখেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস। এদিকে খাড়্গে জানিয়েছেন, বিজেপি যতই আদানি-হিন্ডেনবার্গ ইস্যু থেকে নজর ঘোরানোর চেষ্টা করুক না কেন এই ইস্যুতে জেপিসি গঠনের দাবিতে অনড় থাকবে বিরোধী দলগুলি। লোকসভায় রাজনাথ ও প্রহ্লাদ যোশীর মন্তব্য নিয়ে কংগ্রেসের দলনেতা অধীর চৌধুরী লোকসভার স্পিকারকে চিঠি লিখেছেন। সেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন, ‘‘আজ দুই মাননীয় মন্ত্রী আমাদের নেতার বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন মন্তব্য করেছেন। পূর্ব বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়নি এবং কংগ্রেসের সাংসদদের কোনও সুযোগ দেওয়া হয়নি।’’ এর পাশাপাশি স্পিকারের কাছে তিনি রাজনাথ সিং ও প্রহ্লাদ যোশীর বিবৃতিটি বাদ দেওয়ার অনুরোধ জানান। এদিকে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অপব্যবহারের বিরোধিতায় প্রতিবাদ-বিক্ষোভের কথা বলেন বিআরএস। এইসব ইস্যু নিয়েই সোমবার সংসদ চত্বরে উত্তাপ বজায় ছিল।

ক্ষমা চাওয়ার দাবি বিজেপির

বিজেপির ‘চাকরি চোর’ প্রদর্শনী বিধানসভায়, শাসক নেতা-নেত্রীদের সঙ্গে পরিজনদের ছবি পোস্টারে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ মার্চঃ গ্রুপ সি-র যে ৮৪২ জনের ইতিমধ্যেই চাকরি গিয়েছে, তাঁদের অনেকেই তৃণমূলের নেতানেত্রীদের আত্মীয়। কেউ কারও মেয়ে, কেউ ভাই, কেউ ভাইঝি। সোমবার বিধানসভা অধিবেশনের শেষ দিনে সেই নেতানেত্রীর সঙ্গেই চাকরি যাওয়া আত্মীযদের ছবি জুড়ে পোস্টারের মালা প্রদর্শন করল বিজেপি। তাতে যেমন মিনাখাঁর তৃণমূল বিধায়ক ঊষারানি মণ্ডলের সঙ্গে তাঁর চাকরি যাওয়া বিনতা মণ্ডলের ছবি আছে তেমনই রয়েছে রাজ্যের মন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাতোর সঙ্গে তাঁর ভাই খোকনের ছবি, অসীমা পাত্রর সঙ্গে তাঁর ভাগ্নির ছবি। সেইসঙ্গে বাঁকুড়ার তৃণমূল নেতার সঙ্গে তাঁর ছেলে, কিংবা রিষড়ার পঞ্চায়েত প্রধানের সঙ্গে তাঁর চাকরি খোয়ানো স্ত্রীর ছবি। এ ব্যাপারে তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, ‘‘শুভেন্দু যে ৫৫ জনকে চাকরি পাইয়ে দিয়েছিল তাঁদের ছবি কাঁথির মানুষ শান্তিকুঞ্জের দুয়ারে ঝুলিয়ে দিয়ে আসবে।’’ বিজেপির বক্তব্য, ‘‘এই সবে শুরু হল। রাজ্যের মানুষকে চেনানো হবে কোন চোরেদের তাঁরা মন্ত্রী, বিধায়ক, নেতা বানিয়েছেন।’’ এদিন দেখা গিয়েছে বিজেপি বিধায়করা সেসব ছবি সম্বলিত পোস্টার নিয়ে বিধানসভার বাইরে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে চাকরি চুরির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। চাকরি দুর্নীতির শিকড় যে কতটা গভীরে তা প্রতিদিন নতুন করে আবিষ্কার করছে কেন্দ্রীয় এজেন্সি। এতে শাসকদলের উপর এমনিতেই চাপ বাড়ছে। রাজনৈতিক মহলের অনেকের মতে, সরাসরি দলের নেতানেত্রীদের আত্মীয় পরিজনদের চাকরি যাওয়া তৃণমূলকে আরও বিড়ম্বনায় ফেলে দিয়েছে। বিজেপি সেটা নিয়েই এদিন ছবি প্রদর্শনী করল বিধানসভায়। শুভেন্দুদের বক্তব্য, বাংলার প্রতিটি পাড়ায় এই প্রদর্শনী করা হবে। লোককে দেখানো হবে, এই হল মা-মাটি-মানুষের পার্টি!

শুভেন্দুকে নন্দীগ্রামে সভা করার অনুমতি দিল হাইকোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ মার্চঃ নন্দীগ্রাম দিবসে সেখানে শুভেন্দু অধিকারীকে সভা করার অনুমতি দেয়নি পুলিশ। সেই অভিযোগ তুলে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল বিজেপি। সোমবার সেই মামলার শুনানিতে ১৪ মার্চ শুভেন্দুকে শর্তসাপেক্ষে সভা করার অনুমতি দিলেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। ২০০৭ সালের ১৪ মার্চ পুলিশের গুলিতে ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছিল। পরের বছর, ২০০৮ সাল থেকেই এই দিনটিকে নন্দীগ্রাম দিবস হিসেবে পালন করে আসছে ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি। যার নেতৃত্বে থাকে তৃণমূল। ২০২০ সালে শুভেন্দু অধিকারী তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর এই কমিটি আড়াআড়িভাবে ভাগ হয়ে গেছে। একদিকে তৃণমূলের লোকজন, অন্যদিকে শুভেন্দুপন্থীরা।

অস্কারের মঞ্চে জয়জয়কার ভারতের

সেরা গানের শিরোপা পেল ‘নাটু নাটু’, সেরা তথ্যচিত্র ‘দ্য এলিফ্যান্ট হুইস্পারার্স’

লস অ্যাঞ্জেলেস, ১৩ মার্চঃ অস্কারের মঞ্চে ইতিহাস গড়ল ‘নাটু নাটু’। ৯৫তম অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডসের মঞ্চে বেস্ট অরিজিনাল সং বিভাগে সেরা গানের পুরস্কার জিতে নিল আরআরআর ছবির এই গানটি। সংগীত পরিচালক এমএম কীরাবাণী এবং গীতিকার চন্দ্রবোসের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে পুরস্কার। এসএস রাজামৌলি পরিচালিত আরআরআর ছবির নাটু নাটু গানটি তুমুল জনপ্রিয় হয়েছিল। ছবিতে গানের ছন্দে পা মেলাতে দেখা গিয়েছিল দক্ষিণী সুপারস্টার রাম চরণ এবং জুনিয়র এনটিআরকে। আগে ‘গোল্ডেন গ্লোব’ ও ‘ক্রিটিক্স চয়েস অ্যাওয়ার্ড’ জিতেছিল ‘নাটু নাটু’। অস্কারের সেরা অরিজিনাল সং বিভাগে গানটি মনোনীত হওয়ার পর থেকেই জল্পনা ছিল, অস্কারজয়ীর খেতাবও পেতে চলেছে ভাইরাল ‘নাটু নাটু।’ সেই জল্পনাই সত্যি হল। রিহানার ‘লিফ্‌ট মি আপ’ এবং লেডি গাগার ‘হোল্ড মাই হ্যান্ড’কে পিছনে ফেলে অস্কার ছিনিয়ে নিল নাটু নাটু। এদিন পুরস্কারের মঞ্চে দর্শকদের সঙ্গে নাটু নাটুর পরিচয় করিয়ে দেন উপস্থাপক দীপিকা পাড়ুকোন। গানটির লাইভ পারফরম্যান্সও প্রদর্শিত হয় সেখানে, যা রীতিমতো স্ট্যান্ডিং ওভেশনও পেয়েছে। তবে সেসব ছাপিয়েও নতুন পালক জুড়ল নাটু নাটুর মুকুটে। ৯৫তম অ্যাকাডেমি পুরস্কারের মঞ্চ থেকে এই নিয়ে দুটি অস্কার এল ভারতে। সেরা স্বল্প দৈর্ঘ্যের তথ্যচিত্র বিভাগে আগেই অস্কার জিতেছে তামিল ছবি ‘দ্য এলিফ্যান্ট হুইস্পারার্স’। এই প্রথম কোনও ভারতীয় ছবি এই বিভাগে অস্কার জিতল। এই বছর নাটু নাটু এবং এলিফ্যান্ট হুইস্পারার্স ছাড়াও সেরা ডকুমেন্টারি ফিচার ফিল্ম বিভাগে মনোনয়ন পেয়েছিল বাঙালি চিত্র পরিচালক শৌণক সেনের ছবি ‘দ্যাট ব্রিদস’। তবে শেষ পর্যন্ত অস্কার জিততে পারেনি ছবিটি। সেই শিরোপা পেয়েছে ‘লাভালনি’। ‘দ্য এলিফ্যান্ট হুইস্পারার্স’ ছবিতে তামিলনাড়ুর মুদুমালাই জাতীয় উদ্যানের একটি ছোট্ট অনাথ হাতি রঘুর জীবনের গল্প বলেছেন পরিচালক। রঘুর প্রতি আদিবাসী দম্পতি বোম্মান এবং বেল্লির স্নেহ, যত্ন, ভালবাসার ছবিই ফুটে উঠেছে স্বল্প দৈর্ঘ্যের এই তথ্যচিত্রে। ২০২২ সালেই নেটফ্লিক্সে মুক্তি পেয়েছিল ছবিটি। এই বছরের অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডসের মঞ্চে উপস্থাপকের ভূমিকায় রযেছেন অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন। পার্সিস খাম্বাট্টা এবং প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার পর তৃতীয় ভারতীয় হিসেবে অস্কারের মঞ্চে উপস্থাপকের ভূমিকায় দেখা গেল দীপিকাকে।

শূন্য হয়ে গেল ৫৭, গ্রুপ সি নিয়োগে অকল্পনীয় দুর্নীতি!

এসএসসি-র তালিকাতেই পর্দা ফাঁস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ মার্চঃ চাকরি পেয়েছিলেন মোট ৩৪৭৮ জন। তাদের মধ্যে ৩০৩০ জনেরই প্রাপ্ত নম্বরে কারচুপি করা হয়েছে। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে গ্রুপ সি চাকরি প্রাপকদের তালিকা প্রকাশ করে এই দুর্নীতির কথা স্বীকার করে নিয়েছিল এসএসসি। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে আগেই বিভিন্ন স্কুলে চাকরি পাওয়া গ্রুপ সি-র ৮৪২ জনের চাকরি গিয়েছিল। এবার সেই হাইকোর্টের নির্দেশেই গ্রুপ সি-র চাকরি প্রাপকদের তালিকা প্রকাশ করল স্কুল সার্ভিস কমিশন। আর সেই তালিকাতেই স্পষ্ট হয়ে গেল, গ্রুপ সি-র নিয়োগ প্রক্রিয়া কী ধরনের কল্পনাতীত দুর্নীতি হয়েছে। গ্রুপ সি-র নিয়োগে অযোগ্যদের চাকরি দিতে কীভাবে ওএমআর শিটে কারচুপি হয়েছিল, সেই তালিকা প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। আজ সেই তালিকা প্রকাশ করেছে এসএসসি। সেই তালিকাতেই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, ওএমআর শিটে শূন্য পাওয়া একাধিক প্রার্থীর নম্বর বাড়ানো হয়েছে। যাঁরা শূন্য পেয়েছিলেন, সেরকম একাধিক অযোগ্যদের নম্বর বাড়িয়ে ৫৭ পর্যন্ত করা হয়েছে। শুধু অযোগ্যদের নম্বর বাড়ানো নয়, অযোগ্য প্রার্থীদের জায়গা করে দিতে বেশ কয়েকজন যোগ্য প্রার্থীদের প্রাপ্ত নম্বর কমিয়ে তাঁদের চাকরি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। এই ভাবে সর্বোচ্চ ৫ নম্বর পর্যন্ত কমানো হয়েছে বলে এসএসসি-র প্রকাশিত তালিকায় উঠে এসেছে। ইতিমধ্যেই রাজ্য জুড়ে গ্রুপ সি-র যে চাকরি প্রাপকদের নিয়োগ বাতিল হয়েছে, তাঁদের মধ্যে অনেকের সঙ্গেই শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের নেতানেত্রীদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ পাওয়া গিয়েছে। এমন কি, শাসক দলের নেতা, বিধায়কদের পরিবারের সদস্যদের নামও সেই তালিকায় রয়েছে। এসএসসি সূত্রে খবর, ২০১৬ সালে গ্রুপি সি-তে নিয়োগের এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। ২০১৭ সালের ৫ মার্চ পরীক্ষা হয়। পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয় ২০১৭ সালেরই ২৪ জুলাই। ২০১৮ সালের এপ্রিল মাস থেকে নিয়োগপত্র দেওয়া শুরু করে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। শিক্ষক নিয়োগের মতো এসএসসি-র গ্রুপ সি নিয়োগের ক্ষেত্রেও যে বেলাগাম দুর্নীতি হয়েছে, তা আগেই কলকাতা হাইকোর্টে প্রমাণিত হয়েছিল। জানা গিয়েছে, ৫৭ জন এমন প্রার্থীও চাকরি পেয়েছিলেন, যাঁদের জন্য কোনও সুপারিশপত্রই মধ্যশিক্ষা পর্ষদকে দেয়নি এসএসসি।

নাটু নাটুর অস্কার জয়ে উচ্ছ্বসিত প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ ঃ দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে শুরু হয়েছে ৯৫তম অ্যাকাডেমি পুরস্কার। এবারে অস্কারে ছিল ভারতীযদের জন্যে ছিল একাধিক গর্বের মুহূর্ত। বেস্ট অরিজিনাল সং বিভাগে অস্কার জিতে নিয়েছে ' সিনেমার নাটু নাটু'র গান। আর এই জয়ে উচ্ছ্বসিত গোটা ভারত। সোশ্যাল মিডিয়ায় শুরু হয়ে গিয়েছে অস্কার জয়ের উদযাপন। টুইট করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। সেই টুইটেই প্রকাশ পেয়েছে তাঁর আন্তরিক আবেগ।২০২৩এ, ৯৫ তম অস্কার মঞ্চে সবাইকে পিছনে ফেলে ' অরিজিনাল সং' হিসেবে বিশ্বে নিজের পরিচিতি আদায় করে নিল এম এম কিরাবাণীর তৈরি ' নাটু নাটু' গানটি। আর সেই ব্যতিক্রমী ঘটনাকেই উদযাপন করেছেন মোদী।প্রধানমন্ত্রীর টুইট, ব্যতিক্রম! ' নাটু নাটু' গানটির জনপ্রিয়তা এবার বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ল। এটা এমন একটা গান, যা বহু বহু বছর ধরে মানুষের মনে থেকে যাবে। এমএম কিরাবাণী এবং গোটা টিমকে অভিনন্দন এত বড় সম্মাণীয় পুরস্কার জেতার জন্য।

ডিএ ধর্না মঞ্চে হুমকি পোস্টার ঘিরে চাঞ্চল্য

কলকাতা, ১৩ মার্চ ঃ ডিএ-র দাবিতে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছেন রাজ্যের সরকারি কর্মচারিদের একাংশ। শহিদ মিনারে কয়েক সপ্তাহ ধরেই ধর্না দিচ্ছেন তাঁরা। সোমবার সকালে সেই ধর্নামঞ্চের মধ্যে মিলল হুমকি পোস্টার। সেই পোস্টারে বোমা মেরে ধর্না মঞ্চ উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছে। যা ঘিরে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে আন্দোলন কারীদের মধ্যে।ওই পোস্টারে লেখা রয়েছে, এই নাটক বন্ধ কর, নইলে বম্ব মেরে মঞ্চ উড়িয়ে দেব। এই পোস্টার নিয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন আন্দোলনকারীরা। ইতিমধ্যেই ময়দান থানায় বিষয়টি নিয়ে অভিযোগ দায়ের করেছেন আন্দোলনকারীরা।কেন্দ্রীয় সরকারের সমহারে ডিএ-র দাবিতে অনড় আন্দোলনকারীরা। বাম, কংগ্রেস, বিজেপি, আইএসএফ- রাজ্যের বিভিন্ন দলের নেতারা এই ধর্নামঞ্চে এসে আন্দোলনকারীদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। যদিও শাসকদলের বিভিন্ন নেতা এই আন্দোলন কারীদের সমালোচনায় সরব হয়েছেন। এই আবহেই একাধিক হুমকি পোস্টার ঘিরে আতঙ্ক ছড়িয়েছে ডিএ ধর্নামঞ্চে। বোমা মেরে মঞ্চ উড়িয়ে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হয়েছে। এর পরই ময়দান থানায় এফআইআর দায়ের করা হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক

জম্মু, ১৩ মার্চ ঃ জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে সোমবার যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। জম্মু ও শ্রীনগরের দুই প্রান্তে হালকা এবং একমুখী ভারী যানবাহনকে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।হালকা যান চলাচলের পর ভারী যানবাহন ছানানি উধমপুর থেকে শ্রীনগরে পাঠানো হবে। অবশেষে জম্মু থেকে শ্রীনগরে নিরাপত্তা বাহিনীর গাড়িও পাঠানো হবে। বর্তমানে মুঘল রোড ও এসএসজি রোড বন্ধ রয়েছে। এই দুই সড়ক থেকে তুষার সরানো হচ্ছে।

সোমবারও অপরিবর্তিত জ্বালানির দাম

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ ঃ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। তবুও আজ সোমবার দেশে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল রযেছে। সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি। ফলে টানা প্রায় এগারো মাস ধরে অপরিবর্তিত থাকল জ্বালানির দাম।সোমবার ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের এক বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা।ভ্যাট এবং

লন্ডনে ভারতকে অপমান করেছেন রাহুল গান্ধী, ক্ষমা চাওয়া উচিতঃলোকসভায় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং

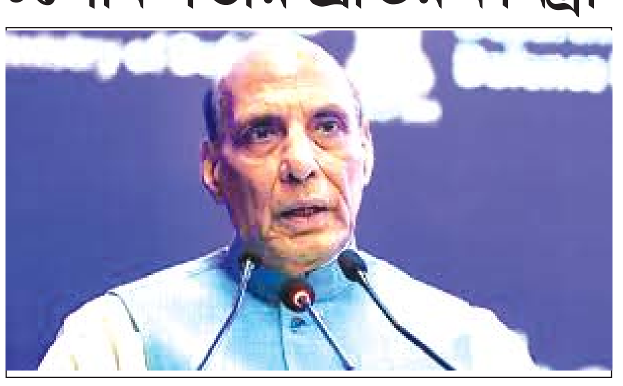

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ ঃ লন্ডনে ভারতকে অপমান করার জন্য কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীর নিন্দা জানিয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং সোমবার লোকসভায় দাবি করেন, কংগ্রেস নেতাকে হাউসের সামনে ক্ষমা চাইতে বলা উচিত।তিনি বলেন, রাহুল গান্ধী, একজন সংসদ সদস হয়ে তিনি লন্ডনে ভারতকে অপমান করেছেন। আমি দাবি করছি, তাঁর বক্তব্য এই হাউসের সকল সদস্যের নিন্দা করা উচিত এবং তাঁকে হাউসের সামনে ক্ষমা চাইতে বলা উচিত। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি লন্ডনের চ্যাথাম হাউসে কথোপকথনের সময় গান্ধী অভিযোগ করেছিলেন যে সংসদে বিরোধী নেতাদের মাইক্রোফোনগুলি প্রায়শই নীরব করা হয়। তিনি কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারকে আক্রমণ করে একাধিক অভিযোগ তোলেন। এমনকি বলেছিলেন যে ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য যথেষ্ট কাজ করছে না কারণ তারা দেশ থেকে বাণিজ্য এবং অর্থ পাচ্ছে।

দক্ষিণ কোরিয়া-আমেরিকার সামরিক মহড়ার আগে জোড়া মিসাইল ছুঁড়ল উত্তর কোরিয়া

পিযং ইয়াং, ১৩ মার্চ ঃ কয়েকদিন পরেই শুরু হবে দক্ষিণ কোরিয়া ও আমেরিকার যৌথ সামরিক মহড়া। তার আগেই হুঁশিয়ারি দিতে দু'টি মিসাইল উৎক্ষেপণ করল উত্তর কোরিয়া। রবিবার সকালে পূর্বদিক লক্ষ্য করে মিসাইলের সফল উক্ষেপণ হয়েছে। প্রসঙ্গত, দুই দেশের যৌথ সামরিক মহড়াকে যুদ্ধের সমান বলেই মনে করছে কিমের প্রশাসন। সোমবার এই খবর প্রকাশ করে উত্তর কোরিয়া।জাতীয় সংবাদ মাধ্যমের তরফে জানানো হয়েছে, কোরীয় উপদ্বীপের পূর্বদিক লক্ষ্য করে দু'টি মিসাইল ছোঁড়া হয়েছে। যে অবস্থানের উদ্দেশে মিসাইল উক্ষেপণ করা হয়েছিল, সেখানেই সঠিকভাবে আছড়ে পড়েছে আমাদের ক্ষেপণাস্ত্র। যদিও কোন এলাকা উত্তর কোরিয়ার নিশানায় ছিল, সেই প্রসঙ্গে কিছু জানায়নি কিমের দেশ।এদিকে, সোমবার থেকেই শুরু হবে আমেরিকা ও দক্ষিণ কোরিয়ার যৌথ সামরিক মহড়া। এই মহড়ার আগে সতর্কতা জারি করতে চেয়েই মিসাইল ছোঁড়া হয়েছে বলে সাফ দাবি উত্তর কোরিয়া জাতীয় সংবাদমাধ্যমের। সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা ও দক্ষিণ কোরিয়ার পুতুল সরকার একসঙ্গে মিলে উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ করছে। এহেন আচরণকে যুদ্ধ ঘোষণার সমকক্ষ বলেই মনে করছে উত্তর কোরিয়া।মিসাইল উক্ষেপণের বিরোধিতা করে অবশ্য কোনও বার্তা দেয়নি দক্ষিণ কোরিয়া বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সিওলের তরফে শুধু জানানো হয়েছে, একটি মিসাইল উক্ষেপণের ঘটনা তারা জানতে পেরেছেন। যদিও সেই মিসাইল কোথায় আছড়ে পড়েছে, তা নিয়ে স্পষ্ট ধারণা নেই দক্ষিণ কোরিয়ার।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী প্রস্তাবের আলোচনায় বক্তব্য প্রত্যাহার মন্ত্রী শোভনদেবের

কলকাতা, ১৩ মার্চ ঃ বিধানসভায় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী প্রস্তাব নিয়ে আলোচনায় পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের একটি বক্তব্য নিয়ে বিতর্ক উঠেছিল। সোমবার বিধানসভার অধিবেশনে মন্ত্রী সেটি প্রত্যাহার করে নিলেন। সেই সঙ্গে জানালেন, তিনি তাঁর বক্তব্য প্রত্যাহার করছেন ঠিকই, তবে তাঁর বক্তব্যের অপব্যাখ্যা করা হয়েছিল।গত মাসে বিধানসভায় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার সময় শোভনদেব গোর্খাদের বহিরাগত এবং আদিবাসীদের পরিযায়ী বলে মন্তব্য করেছিলেন। এমনটাই অভিযোগ করেছিল বিজেপি পরিষদীয় দল। যদিও সেই সময় এই অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন মন্ত্রী।বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছিলেন, ' আমরা বিধানসভার অধিবেশনে বর্ষীয়ান রাজনীতিক শোভনদেবের কথায় আহত হয়েছি। কারণ তিনি গোর্খাদের বহিরাগত বলেছেন। সঙ্গে তিনি আদিবাসীদের পরিযায়ী বলেছেন। আমরা মনে করি গোর্খারা কোনও ভাবেই বহিরাগত নন। আর আদিবাসীরাও পরিযায়ী নন, তাঁরা মূলবাসী। তাই মন্ত্রীর এমন মন্তব্যের আমরা তীব্র নিন্দা করছি।''শোভনদেবের পাল্টা জবাব ছিল, 'আমি কখনওই গোর্খাদের বহিরাগত কিংবা আদিবাসীদের পরিযায়ী বলিনি। কয়েকটি ইতিহাস বইয়ের ঘটনার উল্লেখ করে গোর্খাদের বীর বলেছি। আদিবাসীদের কথাও বলেছি। আমার মন্তব্যকে বিকৃত করে রাজনীতি করা হচ্ছে। কেউ যদি আমার কথাকে বিকৃত করে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করেন তা নিন্দাজনক।''সোমবার বিধানসভায় বিজেপির পরিষদীয় দলের মুখ্য সচেতক মনোজ টিগ্গা জানান যে, শোভনদেবের মন্তব্যের প্রতিবাদে আগামী দিনে তাঁরা বড়সড় আন্দোলন করবেন। এর পরই নিজের বক্তব্য প্রত্যাহার করেন শোভনদেব।

রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রীয় বঞ্চনা ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অভিযোগে তৃণমূলের মিছিল আসানসোলে

আসানসোল, ১৩ মার্চ ঃ একাধিক বিষয় নিয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে পথে নামল রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। গত রবিবার রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক বঞ্চনা, পেট্রোল, ডিজেল সহ রান্নার গ্যাস ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অত্যাধিক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে আসানসোলের বারাবনিতে বারাবনি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে একটি মিছিল হয়। মিছিলটি হয় বারাবনির পানুড়িয়া আমবাগান থেকে মাজিয়াড়া মোড়। এই প্রতিবাদ মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন বারাবনির বিধায়ক তথা আসানসোল পুরনিগমের মেয়র বিধান উপাধ্যায় ও বারাবনি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অসিত সিংহ।হাজার কয়েক তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী ও সমর্থকরা এদিন বাইকে মিছিলে যোগদান করেন। আসানসোল পুরনিগমের মেয়র বিধান উপাধ্যায় বলেন, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার গোটা দেশের মানুষদের শোষণ করে চলেছে। কেন্দ্র সরকার বাড়ির টাকা ও ১০০ দিনের কাজ টাকা বন্ধ করে রাজ্য সরকারকে বঞ্চিত করছে। তার পাশাপাশি প্রতিনিয়ত দেশের মানুষকে শোষণ করে চলেছে বিজেপি সরকার। রান্নার গাসের পাশাপাশি পেট্রোল, ডিজেল সহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়িয়ে চলেছে। আর তার বিরোধিতা করলেই কেন্দ্র সরকার কেন্দ্রীয় সংস্থা ইডি ও সিবিআই লাগিয়ে প্রতিবাদ দমন করার চেষ্টা করে চলেছে। এদিন এই সবেরই প্রতিবাদে বারাবনিতে মহা প্রতিবাদ মিছিল করা হল।

সঠিক স্বাস্থ্য পরিষেবা মিলছে না, বৈষ্ণবপুর হেলথ এন্ড অয়েলনেস সেন্টারের মূল ফটকে তালা এলাকাবাসীর

শান্তিরবাজার(ত্রিপুরা), ১৩ মার্চঃ সঠিকভাবে চিকিসা পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে না এমনটাই অভিযোগে বৈষ্ণবপুর হেলথ এন্ড অয়েলনেস সেন্টার এর মূল ফটক এ তালা লাগিয়ে দিল এলাকাবাসী। বর্তমানে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি বন্ধ রয়েছে। এলাকাবাসীর দাবি অবিলম্বে এমওআইসি বিমল কান্তি ত্রিপুরাকে এবং জ্যাকসন ত্রিপুরাকে এখান থেকে সরিয়ে ভাল ডাক্তার সেখানে নিয়োগ করার দাবি তুলেছে এলাকার জনগণসঠিকভাবে চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে না এমনটাই অভিযোগ এলাকাবাসীর এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আসা রোগী ও রোগীর পরিবারদের। এই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এমওআই সির দাযিত্বে রয়েছেন ডক্তর বিমল কান্তি ত্রিপুরা ও জ্যাকসন ত্রিপুরা। এলাকাবাসীর অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে এম ও আইসি বিমল কান্তি ত্রিপুরা ঠিকভাবে রোগীদের পরিষেবা দেন না এবং দুজন ডাক্তার থাকলেও এর মধ্যে জ্যাকসন ত্রিপুরা ও সঠিক ভাবে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কর্তব্য পালন করেন না। যার ফলস্বরূপ গত ১১ই মার্চ আনুমানিক সন্ধ্যা ছয় টা নাগাদ বৈষ্ণবপুর এলাকার জনৈক্য এক ব্যক্তি বিষপান করে আত্মহত্যার চেষ্টা করে কিন্তু পরিবারের লোকজনের সহযোগিতায় তাকে প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে সেখানে কর্তব্যরতা চিকিসক যিনি দাযিত্বে ছিলেন ডঃ বিমল কান্তি ত্রিপুরা তিনি তখন নিজের দাযিত্ব পালন না করে তিনি সরকারি অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে বাইরে ঘোরাফেরা করতে চলে যান গত ১১ই মার্চ বিকাল থেকেই। বাধ্য হয়ে পরিবারের লোকজন জনৈক ওই ব্যক্তিকে তড়িঘড়ি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে সাবরুম মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসকের তৎপরতায় প্রাণে বেঁচে যায় ওই ব্যক্তি । এলাকার লোকজন বৈষ্ণবপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের এসব দুর্দশার কারণে ক্ষুব্ধ হয়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মূল ফটকে তালা ঝুলিয়ে দে গত শনিবার রাত সাতটা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে । গত ১২ মার্চ সকালেও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এলাকার লোকজন ।বর্তমানে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র বন্ধ রযেছে। এলাকাবাসীর দাবি অবিলম্বে এমওআইসি বিমল কান্তি ত্রিপুরাকে এবং জ্যাকসন ত্রিপুরাকে এখান

দেশে নতুন করে সংক্রামিত ৪৪৪, করোনায় মৃত্যু হয়েছে ১ জনের

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ ঃভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৩,৮০৯-এ পৌঁছে গিয়েছে, লাফিয়ে লাফিয়ে বা।ছে দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যাও। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ৪৪৪জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে একজনের।সোমবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে নতুন করে ১৯১ বেড়ে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ৩,৮০৯-এ পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০১ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। নতুন করে ৪৪৪ জন সংক্রমিত হওয়ার পর মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৪,৪৬,৯০,৯৩৬ জন। একজনের মৃত্যুর পর দেশে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫,৩০,৭৮২-এ পৌঁছেছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,৫৬,৩৪৫ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮০ শতাংশ।

গ্রুপ সি-তে চাকরি হারানোর তালিকায় নাম ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের, পুলিশ সুপারের ভূমিকা খতিয়ে দেখার আবেদন বিজেপির

বাঁকুড়া, ১৩ মার্চঃগ্রুপ সি-তে চাকরি হারানোর তালিকায় এবার পুলিশ সুপারের নিকটাত্মীয়। তিনি আবার স্থানীয় তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতিরও নিটক আত্মীয় । তিনি বাঁকুড়ার সাবড়াকোন হাই স্কুলের গ্রুপ সি কর্মী জয় বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ঘটনা নিয়ে সরব হয়েছেন বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ।হাইকোর্টের নির্দেশের পরই রাজ্য জুড়ে বেরিয়ে আসছে চাকরি হারানো একের পর এক ব্যক্তির নাম। আর তার মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের জনপ্রতিনিধি বা নেতাদের নিকটাত্মীয় বা চেনা পরিচিত অনেকের নাম পাওয়া গিয়েছে। সেইরকমই ভুয়ো নিয়োগ চাকরি পাওয়ার তালিকায় এবার নাম পাওয়া গেল বাঁকুড়ার সাবড়াকোন হাই স্কুলের গ্রুপ সি কর্মী জয় বন্দ্যোপাধ্যায়। হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজি গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশে গ্রুপ সি ৮৪২ জনের চাকরি বাতিল হয়। সেই তালিকায় ২৬৬ নম্বরে নাম রয়েছে জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বাঁকুড়ার সাবড়াকোন এলাকার শালতোড়াতে বাড়ি ওই কর্মীর। জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পর্কের এক দাদা স্থানীয় তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি এবং আরেক সম্পর্কের দাদা রাজ্যের এক জেলায় পুলিশ সুপার হিসেবে কর্মরত। জয়ের নিজের কোন রাজনৈতিক পরিচয় না থাকলেও তার নিকট এক আত্মীয় পুলিশকর্তা আর এক আত্মীয় শাসকদলের নেতা। স্বাভাবিকভাবেই চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে এখানে কোনও প্রভাব খাটানো হয়েছে কি না তার উত্তর খুঁজছে এলাকার মানুষ। তবে এই চাকরি হারানো নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি জয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও তার পরিবারের তরফে।সাবড়াকোন হাই স্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতির দাবি, বিষয়টি কোর্টের বিচারাধীন। এই বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না। তবে ছেলেটি এলাকায় অত্যন্ত ভালো ছেলে এবং কাজের ছেলে হিসেবে নাম রয়েছে।এই ঘটনা নিয়ে সরব হয়েছেন বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। তিনি জানান, এই চাকরি প্রভাব খাটিয়ে হয়েছে। তদন্ত সংস্থা খতিয়ে দেখুন ওই পুলিশকর্তার ভূমিকা কি ছিল।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ ঃ সোমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ড. মানিক সাহা। সাহা এর আগে গত শনিবার রাষ্ট্রপতি ভবনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে দেখা করেছিলেন।ডক্টর মানিক সাহা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উপস্থিতিতে ৮ মার্চ ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন। শপথ নেওয়ার পর এটাই তাঁর প্রথম দিল্লি সফর।

১৪ মার্চ নন্দীগ্রাম দিবসে শুভেন্দুর সভায় 'না' পুলিশের, হাইকোর্টে বিজেপি

কলকাতা, ১৩ মার্চ ঃ নন্দীগ্রামে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সভায় 'অনুমতি দিলনা' পুলিশ! এই অভিযোগে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হল বিজেপি। তার ভিত্তিতে সোমবার মামলা করার অনুমতি দিয়েছেন উচ্চ আদালতের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। আদালত সূত্রে খবর, সোমবার দুপুরেই তার শুনানি ।২০০৭ সালের ১৪ মার্চ নন্দীগ্রামে পুলিশের বিরুদ্ধে গুলি চালানোর অভিযোগ ওঠে। তার পরের বছর, ২০০৮ সাল থেকেই এই দিনটিকে নন্দীগ্রাম দিবস হিসেবে পালন করে আসছে ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটি। যার নেতৃত্বে থাকে তৃণমূল।১৪ মার্চ, অর্থা মঙ্গলবার নন্দীগ্রামে শহিদ তর্পণ কর্মসূচি নিয়েছে বিজেপি। সেই সভায় বক্তৃতা করার কথা শুভেন্দুর। কিন্তু বিজেপির দাবি, পুলিশ সেই সভার অনুমতি দেয়নি। এর পরেই উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয় গেরুয়া শিবির। আদালত সূত্রে খবর, বিচারপতি মান্থা তাদের মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছেন।নন্দীগ্রাম আন্দোলনের মুখ হিসাবেই রাজ্য রাজনীতিতে তকালীন তৃণমূল নেতা শুভেন্দুর উত্থান হয়েছিল। যদিও এখন তিনি বিজেপিতে। গত বিধানসভা নির্বাচনে এই নন্দীগ্রামেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়েছেন। হয়েছেন বিরোধী দলনেতাও। তার পর থেকেই নন্দীগ্রামে শুভেন্দুর নেতৃত্বাধীন বিজেপি শিবিরের সঙ্গে তৃণমূলের সংঘাতের আবহ তৈরি হয়েছে। গত বছর ১৪ মার্চেও দুই দলের কর্মসূচি ঘিরে উত্তপ্ত হয়েছিল নন্দীগ্রাম।

শ্রীনগরে এনআইএ-র অভিযান

শ্রীনগর, ১৩ মার্চ ঃ ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এন আইএ) সোমবার সকালে এখানকার কারফালি মহল্লা হাব্বাকাডালের একটি বাড়িতে অভিযান চালায়। এক পুলিশ কর্তা খবরটি নিশ্চিত করেছেন।তিনি জানান, বাড়িটি ফারুক আহমেদের ছেলে উজাইর আহমেদের। তিনি বলেন, এনআইএ থানায় নথিভুক্ত একটি মামলার বিষয়ে তল্লাশি

কান চলচ্চিত্র উৎসবের মঞ্চে মোহময়ী দীপিকা পাড়ুকোন

ক্যালিফোর্নিয়া, ১৩ মার্চ ঃ শেষ হল বহু প্রতীক্ষিত ৯৫ অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড শো। লস অ্যাঞ্জেলেসের ডলবি থিয়েটার হলে বসেছিল চাঁদের হাট। সোমবার ৯৫ অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডের রেড কার্পেটে হাঁটলেন দীপিকা পাড়ুকোন। কালো হলিউড স্টাইল বেবিলন পোশাক, বাঁধা চুল এবং ন্যুড মেকআপে ঝলমলিয়ে উঠেছিলেন অভিনেত্রী। দীপিকার পাশাপাশি অস্কারের আরো উপস্থাপক ছিলেন, ডোয়াইন জনসন, এমিলি ব্লান্ট, রিজ আহমেদ, গ্লেন ক্লোজ, স্যামুয়েল এল জ্যাকসন, মাইকেল বি জর্ডান এবং জোনাথন মেজার্স।প্রথম ভারতীয় মহিলা অভিনেতা হিসেবে দীপিকা পাড়ুকোন অস্কারে প্রেসেন্টার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। দীপিকা মঞ্চে উঠতেই হাততালিতে ফেটে পড়েন দর্শকেরা। তাতেই স্পষ্ট ভারতের পাশাপাশি বিদেশের মাটিতে সমান জনপ্রিয় অভিনেত্রী। দীপিকার বাঁ কানের নিচে নজর কেড়েছে একটি ছোট্ট ট্যাটু। যাতে লেখা ' ৮২ ডিগ্রি ই'। এটি হল দীপিকার নিজস্ব প্রসাধনী সামগ্রী সংস্থার নাম।নাটু নাটু' গানের ঘোষণা করেন দীপিকা। অস্কারের মঞ্চে সেরা ডকুমেন্টারি শর্ট সাবজেক্ট হিসাবে পুরস্কৃত হয়েছে ' দ্য এলিফ্যান্ট হুইস্পারার্স'। গোটা বিশ্বকে হারিয়ে জয়ী দুই নারী। অস্কারের মঞ্চে মোহময়ী রূপে ধরা দেন পরিচালক কার্তিকি গনজালভেজ। একজন ভারতীয় নারী হিসাবে ট্র্যাডিশনাল শাড়ি পরে মঞ্চে ওঠেন প্রযোজক গুনিত মুঙ্গার।অস্কার মঞ্চে কালো পোশাকে ধরা দেয় টিম

সপা'র জাতীয় কার্যনির্বাহী বৈঠকে যোগ দিতে কলকাতায় আসছেন অখিলেশ যাদব

কলকাতা, ১৩ মার্চ ঃ কলকাতায় আসছেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব । আগামী ১৭-১৯ মার্চ, তিন দিন কলকাতায় সপা'র জাতীয় কার্যনির্বাহী বৈঠক রয়েছে। সূত্রের খবর, এই বৈঠকে যোগ দিতেই কলকাতায় আসছেন অখিলেশ।মৌলালি যুব কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত সেই সম্মেলনে বক্তব্যও রাখবেন অখিলেশ যাদব সহ অন্যান্য শীর্ষ নেতৃত্ব। সূত্রের খবর,এই সফরকালে ১৭ মার্চ কলকাতায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক করবেন অখিলেশ যাদব। তাঁর সঙ্গে থাকবেন সপা নেতা কিরন্ময় নন্দও। বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, আগামী বছরের লোকসভা নির্বাচনে বিরোধী জোট, যাবতীয় সবকিছু নিয়েই আলোচনা হবে বলে জানা যাচ্ছে।

শৌনক সেনের 'অল দ্যাট ব্রিদস' পেল না অস্কার

ক্যালিফোর্নিয়া, ১৩ মার্চ ঃ ১৩ মার্চ ঃ ইতিমধ্যেই দুটো অস্কার এসেছে ভারতে। তবে শৌনক সেনের 'অল দ্যাট ব্রিদস' পেল না অস্কার। সেরা ডকুমেন্টারি বিভাগে অস্কার পেল 'নাভালনি'। মনোনয়ন পেয়েছিল শৌনক সেনের 'অল দ্যাট ব্রিদস'। কিন্তু সেরা তথ্যচিত্রের দৌড়ে পেল না অস্কার।সিনে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠান 'দ্য অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডস'। লস অ্যাঞ্জেলেসের ডলবি থিয়েটারে আয়োজন করা হয়েছিল ৯৫তম অস্কারের। এখানেই সেরা ডকুমেন্টারি ফিচার ফিল্ম বিভাগে মনোনীত হয়েছিল সৌনকের ছবি 'অল দ্যাট ব্রিদস' । তবে হেরে যায় ড্যানিয়েল রোহারের 'নাভালনির কাছে।দিল্লির প্রত্যন্ত গ্রাম ওয়াজিরাবাদে একটি পরিত্যক্ত বেসমেন্টে থাকা দুই ভাইয়ের গল্প উঠে এসেছে ' অল দ্যাট ব্রিদস'-এ। মহম্মদ সৌদ এবং নাদিম শেহজাদ, অদ্ভূত তাঁদের জীবনের নেশা, জীবন আহত পাখিদের উদ্ধার করতে এবং তাদের সেবা শুশ্রূষা করতে উৎসর্গ করে দিয়েছেন। মূলত চিলদের বাঁচানোই এই দুই ভাইয়ের একমাত্র ধ্যানজ্ঞান। সেইসূত্র ধরেই শৌনকের এই ডকু-ফিচার মোড় নেয় অন্য খাতে। শৌনকের তথ্যচিত্রটি মোট ৯০ মিনিটের। আসলে প্রত্যেকটা জীবনেরই যে সমানমূল্য রয়েছে তাই এই তথ্যচিত্রে তুলে ধরেছেন পরিচালক।আপাতত সেরা মৌলিক গান বিভাগে জিতে নিয়েছে আরআরআর সিনেমার ' নান্টু নাটু' গানটি। অপর দিকে ' ডকুমেন্টরি শর্টস' জিতেছে দ্য এলিফ্যান্ট হুইস্পারার্স। সঙ্গে এবার অস্কারে উপস্থাপক হিসেবে দেখা গিয়েছে বলিউড নায়িকা দীপিকা পাড়ুকোনকে। তাই সব মিলিয়ে বলা যায় ভারতের জয়জয়কার বিশ্বমঞ্চে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১৪ মার্চ ঃমঙ্গলবার, ২৯ ফাল্গুন মাস ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১৪মার্চঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ২৯ ফাল্গুন মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৯ ফাল্গুন মাস ১৪২৯, ভারতীয় সিভিলঃ২৯ ফাল্গুন মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ৮ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

অংশত, সকালে দিকে মেঘলা আকাশ হবে। পরে পরিস্কার থাকবে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৩.০২ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২২.০৩এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮৩শতকরা এবং ৩৪শতকরা। বৃষ্টি হয়নি সোমবার । জোয়ার- সকাল ৮টা ২০ মিনিট এবং রাত-৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৮টা ২০মিনিট। রাত-৮টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজঃ ৫ টা ৫৬মিনিট এবং সূর্য অস্ত যাবে আজকের দিনেঃ ৫ টা - ৪১মিনিটের মধ্যে হবে আবহাওয়া পরিবর্তন

রাশিফল

মেষ রাশিঃধ্যান পরিত্রাণ আনবে। আজ, আপনি আপনার ভাই বা বোনের সাহায্য থেকে সুবিধা পেতে পারেন। শুভ দিন হবে।
বৃষভ রাশিঃগর্ভবতী মায়েদের জন্য বিশেষ যত্নের দিন। আজ, আপনার ভাইবোনরা আপনাকে আর্থিক সহায়তা চাইতে পারে।
মিথুন রাশিঃআজ আপনি আশার জাদু মন্ত্রের কবলে। আজ আপনার মা বা বাবার স্বাস্থ্যের জন্য আপনাকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হতে পারে। অর্থ ব্যয় হবে
কর্কট রাশিঃ জয় উদযাপন আপনাকে প্রচুর আনন্দ দেবে। আপনি আনন্দ উপভোগের জন্য এই খুশি বন্ধুদের সাথে ভাগ করে
সিংহ রাশিঃআপনার বদ অভ্যাস আপনার উপর ব্যাপক প্রতিহিংসা নেবে। আপনার ভ্রমণ এবং অর্থ ব্যয় করার মেজাজ থাকবে- কিন্তু
কন্যা রাশিঃএকটি খুশির সংবাদ পাওয়া সম্ভবপর। আপনি জীবনে অর্থের গুরুত্ব বুঝতে পারেন না, তবে আজ আপনি এর তাৎপর।
তুলা রাশিঃবিবাহের যোগ হতে পারে। সন্তান হতে পারে আজ
বৃশ্চিক রাশিঃআপনার আশা একটি সুন্দর কোমল সুগন্ধি এবং উজ্জ্বল ফুলের মত প্রস্ফুটিত হবে।
ধনু রাশিঃ সন্ধ্যাবেলায় একটু আরাম করুন। বিনিয়োগের যে স্কিমগুলো আপনার কাছে আকর্ষণীয় লাগছে সেগুলো খুঁটিয়ে দেখুন- কথা দেওয়ার আগে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।
মকর রাশিঃ পরিশ্রমের বিকল্প নেই। বাড়িতে অতিথি আসবে
কুম্ভ রাশিঃ অন্যদের সাথে খুশি ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে স্বাস্থ্যের বিকাশ ঘটতে পারে।
মীন রাশিঃ কাজের ফাঁকে ফাঁকে আরাম করার এবং রাত গভীর করা এড়াতে চেষ্টা করুন। পরিশোধ করবে। সবচেয়ে বেশি কারণ আগে ঋণ দেওয়া কোনও টাকা তৎক্ষণাত ফিরে আসবে

জয়নগরের গড়দেওয়ানিতে তৃণমূলের হাতে আক্রান্ত প্রাক্তন বাম বিধায়ক, অভিযোগ অস্বীকার তৃণমূলের

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ১৩ মার্চ ঃ পঞ্চায়েত ভোট দোরগোড়ায়। যে কোন দিন ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হতে পারে। আর তার আগেই উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হলো শাসক ও বিরোধী দলের মধ্যে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে এলাকায় এলাকায় দলের সংগঠনকে জোরদার করতে শুরু করেছে ডান বাম সব পক্ষই। দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলির প্রাক্তন বাম বিধায়ক রামশঙ্কর হালদারের নেতৃত্বে গত কয়েকদিন ধরে অঞ্চল কর্মী সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে সংগঠন জোরদার করার কাজ চলছে জয়নগর, কুলতলি ও রায়দীঘিতে। সোমবার সেই কর্মসূচি ছিল কুলতলি বিধানসভার গড়দেওয়ানি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। এদিন সেই কর্মসূচিতে যোগ দিতে যাওয়ার সময় সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ কুলতলির প্রাক্তন বিধায়ক ও তাঁর সঙ্গীদের উপর আচমকা একদল দুষ্কৃতী চড়াও হয়ে বেধড়ক মারধর করে। পুলিশের সামনেই মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। এমনকি পুলিশের লাঠি কেড়ে নিয়ে এই সিপিআইএম কর্মীদের মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ সিপিআইএমের। এই ঘটনায় গুরুতর জখম হন রামশঙ্কর হালদার। তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই এই হামলা চালিয়েছে বলে দাবি আহতদের। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন শাসক দলের নেতারা। আর এই ঘটনার খবর পাওয়ার পরেই এই ঘটনার প্রতিবাদে সিপিআইএম নেতা সুজন চক্রবর্তী, কান্তি গাঙ্গুলি সহ অন্যান্য দলীয় কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। কথা বলেন আক্রান্তদের সাথে। সেখানে বুথ স্তরে কর্মীদের নিয়ে বৈঠকও করেন সিপিআইএম নেতৃত্ব। আর এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ কোন ব্যবস্থাই নেয়নি বলে অভিযোগ সিপিআইএমের। পাশাপাশি পুলিশের হাত থেকে লাঠি কেড়ে নিয়ে মারধর করার প্রতিবাদে এদিন গড়দেওয়ানির ঠাকুরচক গাজী পাড়ায় একটি প্রতিবাদ সভাও করেন তাঁরা। পুলিশ ব্যবস্থা না নিলে আমরা খেসারত দিতে হবে বলে এদিন হুঁশিয়ারি দিয়েছেন সুজন চক্রবর্তী। যদিও এই ব্যাপারে জয়নগর দু'নম্বর ব্লকের তৃণমূল সংখ্যালঘু সেল ও গড়দেওয়ানি অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি শিক্ষক শাহাবুদ্দিন শেখ পুরো বিষয়টি ভিত্তিহীন ও মিথ্যা অপপ্রচার বলে অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস এই ধরনের কোনো রাজনীতি করে না। ওদের নিজেদের মধ্যে একটি গন্ডগোল হয়। আর সেই গন্ডগোলকে তৃণমূল কংগ্রেসের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি সিপিআইএমের নেতৃত্বদের অনুরোধ করবো। রাজনীতি করুন তবে সাধারণ মানুষ চায় না। মানুষকে ভুল পথে চালিত করবেন না। মানুষ আপনাদের ক্ষমা করবে না। এদিন গড়দেওয়ানির ঠাকুরচক, নতুনহাট সহ একাধিক এলাকায় অশান্তি এড়াতে কুলতলি, বকুলতলা ও জয়নগর থানার প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়। প্রশাসন সমস্ত ঘটনার ওপর নজর রাখছে। এদিকে এদিন বিকালে আহত প্রাক্তন বাম বিধায়ক রামশঙ্কর হালদারকে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ গ্রামীন হাসপাতালে ভর্তি করা হয় চিকিৎসার জন্য। অন্যদিকে এলাকায় গন্ডগোল এড়াতে পুলিশ মোতায়েন করা রয়েছে।

কেন্দ্র-রাজ্যের যৌথ উদ্যোগে চলা বিভিন্ন প্রকল্পে খরচের অনুপাত কমানোর অভিযোগ চন্দ্রিমার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ মার্চ ঃ কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে চলা বিভিন্ন প্রকল্পে খরচের আনুপাতিক হার কমিয়ে দিয়েছে বলে রাজ্য সরকার অভিযোগ করেছে। আজ বিধানসভায় আগামী অর্থ বছরের জন্য ব্যায় মঞ্জুরি বিলের উপরে আলোচনার জবাবী ভাষনে অর্থ মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য বলেন, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা, জল জীবন মিশনের মত প্রকল্পগুলিতে কেঃদ্রীয় সরকার তার অনুপাত উল্লেখজনক ভাবে কমিয়ে দিয়েছে। কেঃদ্রের আইসিডিএস প্রকল্পেও বরাদ্দ বন্ধ করে দেওয়ায় রাজ্য সরকার নিজের অর্থে প্রকল্পটি চালাচ্ছে বলে তিনি জানান। বিজেপির হিরন্ময় চট্টোপাধ্যায়ের প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী বলেন, গত বছরের ২৫শে মার্চ পর্যন্ত ক্যাগের সব রিপোর্ট বিধানসভায় পেশ করে নিয়ম মেনে পাবলিক একাউঃট কমিটিতে পাঠানো হয়েছে। বাম আমলে নেওয়া ঋনের সুদ মেটাতে গিয়ে রাজ্যের কোষাগার দূর্বল হয়ে যাচ্ছে বলে মন্ত্রী জানান। আলোচনায় অন্যান্যদের মধ্যে বিজেপির অম্বিকা রায়, শংকর ঘোষ তৃনমূল কংগ্রেসের রবীঃদ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় অংশ নেন।

বঙ্গভঙ্গ নিয়ে নিজের বক্তব্য প্রত্যাহার শোভনদেবের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ মার্চ ঃ পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় গত মাসে বিধানসভায় বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার সময় তার যে বক্তব্য রেখেছিলেন এদিন তিনি তার সেই বক্তব্য প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। এর আগে বিজেপি পরিষদীয় দলের মুখ্য সচেতক মনোজ টিজ্ঞা শোভনদেবের বক্তব্যের প্রতিবাদে আগামী দিনে তারা আরো বড় আন্দোলনে নামবে বলে জানানোর কিছুক্ষণ পরেই পরিষদীয় মন্ত্রী তার বক্তব্য প্রত্যাহার করে সেই বক্তব্যের অপব্যাখ্যা করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন। উল্লেখ্য গত মাসে এই প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার সময় পরিষদীয় মন্ত্রী গোর্খাদের বহিরাগত এবং আদিবাসীদের পরিযায়ী বলে মন্তব্য করেছিলেন। এরপরেই বিজেপি পরিষদীয় দল সেই মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করে। পাহাড়েও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী প্রস্তাব বাতিল করার দাবি ওঠে।

মুকুল রায়ের বিধায়কপদ খারিজের দাবি নিয়ে এবার হাই কোর্টে শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ মার্চ ঃ মুকুল রায়ের বিধায়কপদ খারিজ নিয়ে সোমবার বিকেলের দিকে হাই কোর্টে আবেদন জানাতে চলেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্য বিজেপি সূত্রে এমনটাই জানা গিয়েছে। এই বিষয়ে বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হতে পারেননি বিরোধী দলনেতা। স্পিকারের সিদ্ধান্তে অসন্তোষ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু শীর্ষ আদালত শুভেন্দুকে ভৎর্সনা করে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার কথা বলে। মুকুলবাবুর বিধায়ক পদ খারিজের দাবিতে দীর্ঘ দিন ধরেই সরব বিজেপি। ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির টিকিটে কৃষ্ণনগর-উত্তর কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছিলেন মুকুলবাবু। কিন্তু, ১১ জুন তৃণমূল ভবনে গিয়ে বিজেপি ছেড়ে শাসকদলে যোগ দেন। তার পর থেকেই তাঁর বিধায়ক পদ খারিজের দাবিতে কখনও স্পিকার, কখনও আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে বিজেপি পরিষদীয় দল। 'দলত্যাগী' মুকুলবাবুকে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির (পিএসি) চেয়ারম্যান করার বিরোধিতা করে একটি পৃথক মামলাও সুপ্রিম কোর্টে দায়ের করা হয়েছিল বিজেপির তরফে। সেই সময়েও শীর্ষ আদালত শুভেন্দুকে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার 'পরামর্শ' দেয়। মুকুলের বিধায়কপদ খারিজ নিয়ে স্পিকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আবারও সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হওয়ায় তাঁকে ভৎর্সনা করেন শীর্ষ আদালতের বিচারপতি দীনেশ মাহেশ্বরী এবং সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চ। হাই কোর্টকে এড়িয়ে কেন তিনি বার বার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হচ্ছেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তাঁরা।

পুলিশ আসল দোষীদের আড়াল করছে, থানা ঘেরাও করে অভিযোগ বিজেপির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ মার্চ ঃ থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে উল্টে বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধেই কেস দিয়ে তাদের আটক করা হচ্ছে।

পুলিশ আসল দোষীদের আড়াল করছে। গোলাবাড়ি থানা ঘেরাও কর্মসূচিতে এসে এমনই অভিযোগ তুললেন বিজেপি নেত্রী প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়াল। সোমবার বিকেলে বিভিন্ন ইস্যুতে হাওড়ায় গোলাবাড়ি থানা অভিযানের ডাক দেয় উত্তর হাওড়া বিজেপি। সেখানেই হাজির ছিলেন প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়াল সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়াল বলেন, গত দোলের দিন একটি ঘটনা ঘটে গেল। অথচ গোলাবাড়ি থানা আসল দোষীদের আড়াল করলো। ওই ঘটনায় যারা জড়িত তাদের গ্রেফতারের দাবি করছি। প্রয়োজনে আমরা উচ্চ আদালতে যাব। বিজেপি নেতৃত্বের আরও অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় সন্ত্রাস চালাচ্ছে এলাকার বিধায়ক ঘনিষ্ঠ লোকজন। গত দোলের দিন বিজেপি কর্মীদের মারধরও করা হয় বলে অভিযোগ। বিজেপির অভিযোগ গোলাবাড়ি থানা এলাকায় মদ জুয়ার ঠেক বসে। বারবার প্রশাসনকে জানিয়ে কোনও কাজ হয়নি। তাই এই কর্মসূচি। এদিন বিজেপি কর্মীরা প্রথমে মিছিল করে আসেন পোলাবাড়ি থানার সামনে। সেখানে বিক্ষোভ দেখান। গোলাবাড়ি থানার সামনে রাস্তা অবরোধ করে রাখেন। প্রায় ১০ থেকে ১৫ মিনিট পর পুলিশের হস্তক্ষেপে অবরোধ ওঠে।

দিল্লি রোডের ওপর লরির পরপর তিনটি বাইককে ধাক্কায় মৃত ২ ও আহত ২, প্রতিবাদে দীর্ঘক্ষণ রাস্তা অবরোধ

বনস্পতি দে, হুগলি, ১৩ মার্চ ঃ সোমবার সকালে হুগলির শ্রীরামপুরে বাঙ্গিহাটিতে দিল্লি রোডের দীর্ঘাঙ্গি মোড়ে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় দুজন মৃত, দুজন গুরুতর আহত। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, এদিন সকালে ডানকুনি থেকে বর্ধমানের দিকে যাওয়ার সময় একটি লরি বাঙ্গিহাটিতে দিল্লি রোডের ওপর পরপর তিনটে বাইককে ধাক্কা মেরে ইটের গাদায় আটকে যায়। এই ঘটনায় মৃতদের নাম শংকর মালিক, জয়ন্ত মাঝি। তারা বাঙ্গিহাটির বাসিন্দা বলে জানা গেছে। এই ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দারা কয়েক ঘন্টা দিল্লি রোড অবরোধ করে রাখে ও তীব্র বিক্ষোভ দেখায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য এখানে আজ যে দুর্ঘটনা ঘটেছে তার জন্য দায়ী প্রশাসন। কারণ এখানে গত ছয় মাসে পাঁচবার দুর্ঘটনা ঘটলো। এই বাঙ্গিহাটিতে রাস্তায় চলাচল করতে খুব অসুবিধা এখানে মাত্র একজন সিভিক পুলিশ দিল্লি রোডের উপর গাড়ি সামলায় আর

দুজন সিভিক পুলিশ মোবাইল ফোনে গেম খেলে একজনের পক্ষে সম্ভব না ট্রাফিকের কাজ করা। স্কুল টাইমে ছাত্রছাত্রীরা রাস্তা পার হয় বারবার বলা সত্ত্বেও প্রশাসন গুরুত্ব দেয়নি সিভিক ভলেন্টিয়াররা। খালি গাড়ি থেকে টাকা তুলতে ব্যস্ত। আমাদের দাবি যতক্ষণ না মানা হবে পথ অবরোধ উঠবে না। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে পুলিশের কর্তারা স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে আলোচনার পরে ও প্রশাসনের আশ্বাস পেয়ে অবরোধ তুলে দেয়। বাকি দুই আহতকে শ্রীরামপুর ওয়ালস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় এজেন্সির ব্যবহার নিয়ে বিধানসভায় সরকার পক্ষের আনা প্রস্তাব গৃহীত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ মার্চ ঃ রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতেই কেন্দ্রীয় সরকার এজেন্সিগুলিকে ব্যবহার করে বিরোধীদের উৎখাত করতে চাইছে বলে আজ বিধানসভায় বর্ধিত বাজেট অধিবেশনের শেষ দিনে সরকার পক্ষের আনা একটি প্রস্তাব আলোচনার পরে গৃহীত হয়েছে। গত ১০ মার্চ অধিবেশন চলাকালীন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী যেভাবে মন্ত্রী পার্থ ভৌমিককে এজেন্সি ব্যবহার করে এক মাসের মধ্যে জেলে ঢুকিয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন তার নিন্দা করে উপমুখ্য সচেতক তাপস রায় আজ একটি নোটিশ আনেন। বিরোধীশূন্য বিধানসভায় তার উপরে আলোচনায় অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য ইডি, সিবিআই এর মত কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি যখন কোন দুর্নীতির তদন্ত করছে তার রিপোর্ট কিভাবে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে সেই প্রশ্ন তোলেন। তাদের নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না বলে তিনি জানান। এই বিষয়ে আলোচনায় অংশ নেওয়ার মত সাহস তাদের নেই বলে উল্লেখ করে তাপস রায় পিএম কেয়ার্সে দূর্নীতি এবং ঋন দেওয়ার নাম করে দেশের সাধারন মানুষের টাকা লুঠ করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন। আগামী বছরে লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি বিভিন্ন কেন্দ্রীয় এজেন্সি কে ব্যবহার করে বিরোধীদের উপরে আরও অত্যাচার বাড়াবে বলে তিনি আশংকা প্রকাশ করেন। তিনি অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে শাসক ও বিরোধী সব বিধায়কদের সুরক্ষায় আরও বেশি করে নিরাপত্তা দেওয়ার দাবি জানান। অধ্যক্ষ বিরোধী দলনেতার এই মন্তব্যকে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক উল্লেখ করে কোন কেন্দ্রীয় এজেন্সি যদি বিধানসভার কোন সদস্যর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নিতে চায় তবে পরিষদীয় নিয়ম মেনে তার আগে তার সঙ্গে আলোচনা করার আবেদন জানান। এইদিকে বিজেপি এই প্রস্তাবের আলোচনায় অংশ নেয়নি। পরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, এটি একটি অবৈধ প্রস্তাব এবং এই প্রস্তাবের কোনো ভিত্তি নেই। তিনি অভিযোগ করেন, বিধানসভার আজকের যে কার্যবিবরণী তাদের পরিষদীয় দলকে দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে এই প্রস্তাব আনার কোন উল্লেখ নেই। রাজ্যের শাসকদল কার্যত এই বিধানসভাকে তাদের দলীয় কার্যালয়ে পরিণত করেছে। তিনি জানান, রাজ্যে দুর্নীতিগ্রস্তদের বাঁচানোর জন্যই এই প্রস্তাব আনা হয়েছে। তবে বিজেপি শাসক দলের এই অপকর্মের সাক্ষী হতে রাজি নয়। তাই তারা এই আলোচনাকে উপেক্ষা করেছেন। এই ধরনের প্রস্তাব এনে দুর্নীতিগ্রস্তদের গ্রেপ্তার এবং ইডি ও সিবিআইকে আটকানো যাবে না। শুধুমাত্র সময় কাটাতেই শাসক দল এই ধরনের প্রস্তাব এনেছে বলে শ্রী অধিকারী জানিয়েছেন। অন্যদিকে বিজেপি পরিষদীয় দল শিশির অধিকারী সম্পর্কে মন্তব্যের জন্য রাজ্যের মন্ত্রী পার্থ ভৌমিকের বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের প্রস্তাব আনার সিদ্ধান্ত নিলেও তারা সেই প্রস্তাব আনেননি। দলের মুখ্য সচেতক মনোজ টিজ্ঞা জানিয়েছেন, এই বিধানসভায় তাদের বিরোধীদের কোন গুরুত্ব দেওয়া এবং কোন কথা শোনা হয় না। তাই এই প্রস্তাব আনা হয়নি।

হাইকোর্টের নির্দেশে প্রধানের চাকরি বাতিল হল

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৩ মার্চ ঃ গ্রামীণ হাওড়া জেলার বাগনান থানা তথা আমতা বিধানসভার অন্তর্গত সাবসিড গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেস দলের প্রধান সেখ সাদ্দাম হোসেন চাকরি বাতিলের কোপে পড়লেন। হাইকোর্টের নির্দেশে এখনও পর্যন্ত গ্রুপ সি পদে যে ৭৮৫ জনের চাকরি বাতিলের তালিকা প্রকাশ হয়েছে সেই তালিকায় ৬২৬ নম্বরে নাম রয়েছে সেখ সাদ্দাম হোসেন। তিনি কর্মরত ছিলেন হাওড়ার শিবপুর যশোদাময়ী উচ্চ বিদ্যালয়ে। ২০২৩ এর ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন যখন দুয়ারে হাজির, সেই মুহূর্তেই সাবসিট গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সাদ্দাম হোসেন এর গ্রুপ সি পদে চাকরি বাতিল হওয়াকে সামনে রেখে গ্রামীণ হাওড়া জেলায় জোরদার রাজনৈতিক চর্চা শুরু হয়েছে। বিরোধী দলের নেতা -নেত্রী, কর্মী - সমর্থকদের দাবি, সেখ সাদ্দাম হোসেন পঞ্চায়েত প্রধানের প্রভাব খাটিয়েই বিদ্যালয়ে গ্রুপ সি পদে চাকরি পেয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে সেখ সাদ্দাম হোসেন তার চাকরি বাতিল হওয়ার কথা স্বীকার করেছেন। তিনি দাবি করে বলেন, আমি প্রধানের প্রভাব খাটিয়ে কোনমতেই চাকরি পাই নি। আমি নিজের যোগ্যতায় চাকরি পেয়েছিলাম । তিনি আরও দাবি করে বলেন, আমি আগে সেচ দফতরে চাকরি করার পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি পরীক্ষায়

বসেছিলাম। সেই রকমই বিদ্যালয়ের গ্রুপ সি পদে পরীক্ষা দিয়ে লিখিত পরীক্ষায় পাশ করার পর যথারীতি মৌখিক ও টাইপ টেস্ট পরীক্ষায় পাশ ও করেছিলাম। আমি ২০১৮ সালের ১৩ এপ্রিল হাওড়ার শিবপুরের যশোদাময়ী উচ্চ বিদ্যালয়ে গ্রুপ সি পদে চাকরিতে যোগ দিয়েছিলাম। ওই বৎসরই ২০১৮ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর সাবসিট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এর দায়িত্ব নিয়েছিলাম। এই সময় বিরোধীরা যে অভিযোগ করছে, প্রধানের প্রভাব খাটিয়েই আমি চাকরি পেয়েছিলাম তা সম্পুর্ণ ভিত্তিহীন ।

মাইকে প্রচার করে অভিযুক্তকে আদালতে হাজিরার নির্দেশ

দুরন্ত বার্তা, ক্যানিং, ১৩ মার্চ ঃ আদালতের নির্দেশ মেনে ফেরার অভিযুক্তকে ধরতে এলাকায় মাইকে প্রচার করে অভিযুক্তকে আদালতে হাজিরার নির্দেশ জানাল ক্যানিং থানা । অভিযুক্তকে ১৮ মার্চ আলিপুর জুডিশিয়াল আদালতে উপস্থিত হওয়ার জন্য সোমবার পুলিশের তরফে অভিযুক্তের বাড়ির চারপাশে মাইকে প্রচার করা হয় । স্বামী- স্ত্রীর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই বিবাদ রয়েছে। দুজনের সংসার জীবনে আপাতত ছেদড়েছে। আর সেই কারণে স্বামী সঞ্জয় বোসের বিরুদ্ধে আদালতে খোরপোষের মামলা দায়ের করেছেন স্ত্রী নমিতা বোস। আদালত অভিযুক্তকে খোরপোষ দেওয়ার নির্দেশও দিয়েছে। ২০১৭ সালে এই মামলা হলেও সঞ্জয় সেই খোরপোষ কিছুতেই দিচ্ছেন না। তাই এবার তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে আলিপুর আদালত। ক্যানিং থানার পুলিশকে সেই নির্দেশও দিয়েছে আদালত। দীর্ঘদিন ধরেই ফেরার সঞ্জয়। সে কারণে পুলিশের তরফেও সঞ্জয়কে আদালতের নির্দেশিকা জানানো সম্ভব হচ্ছে না। ক্যানিং থানা সে কথা আদালতে জানালে আদালত অভিযুক্তের বাড়ির চারপাশে মাইকে প্রচার করে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ জানাতে বলেছেন ক্যানিং থানাকে।

বসিরহাটে পরীক্ষার্থীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগণা, ১৩ মার্চ ঃ মঙ্গলবার থেকে শুরু উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। তার আগের দিনই আত্মঘাতী হল এক উচ্চমাধ্যমিক পড়ুয়া। বসিরহাটের বাঁকড়া গ্রামের ঘটনা। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ছাত্রের নাম হিরণ্ময় বিশ্বাস (১৮)। লক্ষণ বিশ্বাস এবং অনিমা বিশ্বাসের একমাত্র সন্তান হিরণ্ময়। সে হিঙ্গলগঞ্জের কনকনগর এস ডি ইনস্টিটিউশনের ছাত্র ছিল। তার পরীক্ষাকেন্দ্র হিঙ্গলগঞ্জ হাই স্কুলে। সোমবার সকালে বাড়িতেই ঝুলন্ত অবস্থায় হিরন্ময়কে উদ্ধার করা হয়। হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রতিবেশীরা জানান, বাবা-মা বাড়িতে ছিলেন না। হিরন্ময় একাই বাড়িতে ছিল। ওই পড়ুয়ার মৃত্যু নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠছে। পড়াশোনার মানসিক চাপ, বাবা-মায়ের বকুনি নাকি প্রেমে প্রত্যাখ্যানের কারণে এই আত্মহত্যা, পুলিশ সব দিক খোলা রেখেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। মৃতের মা অনিমার অভিযোগ, ছেলের মৃত্যুর পিছনে গ্রামেরই একটি মেয়ের হাত রয়েছে। তিনি বলেন, পুলিশ তদন্ত করে দেখুক, ওই মেয়েটির কোনও প্ররোচনা ছিল কি না। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ডিওয়াইএফআই এর বিক্ষোভ সমাবেশে লাঠিচার্জ

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৩ মার্চ ঃ চুঁচুড়ার ঘড়ির মোড়ে ডিওয়াইএফআই এর বিক্ষোভ সমাবেশে পুলিশের লাঠিচার্জ বেশ কিছু আহত ও গ্রেফতার কয়েকজন। সোমবার দুপুরে চুঁচুড়ার ঘড়ির মোড়ে ডিওয়াইএফআইয়ের জেলা পরিষদে ডেপুটেশনকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভ অবরোধ হয়। পুলিশ ব্যাপক লাঠিচার্জ করে বলে ডিওআইএফআই কর্মীদের অভিযোগ, তাদের বক্তব্য আমাদের শান্তিপূর্ণভাবে ডেপুটেশন দিতে যাওয়ার সময় অবস্থান বিক্ষোভ চলছিল সেই সময় পুলিশ এসে বেধড়ক লাঠি চালায় এই লাঠির আঘাতে বেশ কিছু ডিওয়াইএফআই কর্মী আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি। পুলিশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করে আমরা এই সরকারের চাকরি চুরির প্রতিবাদ করছিলাম ও জেলা পরিষদ অফিসে ডেপুটেশন দিতে যাচ্ছিলাম পুলিশ কি অবস্থা করলো আপনারা দেখুন যতক্ষন না কর্মীদের মুক্তি দেবে অবস্থান বিক্ষোভ চলবে।

নারিকেলের চাষের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মশালা

দুরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া, ১৩ মার্চ ঃ নারিকেলের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে ও উন্নত পদ্ধতিতে নারিকেলের চাষের জন্য একদিনের প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হলো শ্যামপুরের একটি হলে। সোমবার স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন স্বপ্নের শহর শ্যামপুর হাওড়াবাসীর উদ্যোগে ও শ্রীবাস কোকোনাট ফার্মার্স ওয়েলফেয়ার সোসাইটির তত্ত্বাবধানে একদিনের উন্নত পদ্ধতিতে নারিকেল চাষের একদিনের প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। দুই শতাধিক কৃষক এই প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহন করেন। এই প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কোকোনাট ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের ডেপুটি ডাইরেক্টর ডঃ অমিয় দেবনাথ, স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যাক্তি উত্তম রায়চৌধুরী, রবি ভৌমিক প্রমুখ।

সপ্তাহের শুরুতেই দাম বাড়ল সোনার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ মার্চ ঃ সোনা-রুপোর দাম ক্রমাগত দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে । সোমবার ১০ গ্রাম ২২ ক্যারেট গহনার সোনার দাম বেড়েছে ২৯০ টাকা। অর্থাৎ ২২ ক্যারেট ১ গ্রামের দাম বেড়ে হয়েছে ৫,২৪৫ টাকা এবং ১০ গ্রামের নতুন দাম ৫২,৪৪৫ টাকা। অন্যদিকে ২৪ ক্যারেট ১০ গ্রামের দাম বেড়েছে ৩৩০ টাকা। অর্থাৎ সোমবারের নতুন দাম ৫৭,২২০ টাকা। এদিকে রুপোর বাটের দাম কেজি প্রতি বেড়েছে ৩০০ টাকা। ১ কেজি রুপোর বাটের দাম ৬৬,০০০ টাকা। এদিকে সোমবার নিয়ে ৪ দিনে প্রায় দেড় হাজার টাকা বেড়েছে ১০ গ্রাম ২২ ক্যারেট হলমার্ক সোনার দাম।

ধেয়ে আসছে কালবৈশাখী, ৪৮ ঘণ্টায় কলকাতায় ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ মার্চ ঃ আগামী ৪৮ ঘণ্টা পর থেকেই রাজ্যে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা। কোনও কোনও জেলায় সঙ্গে চলবে ঝোড়ো হাওয়া। বজ্রপাতের সম্ভাবনাও রয়েছে দক্ষিণবঙ্গে। পাশাপাশি সোমবার সকালের মধ্যেই দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হাল্কা বৃষ্টি হতে পারে। বাকি আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার জেলার আবহাওয়া শুকনো থাকবে। আপাতত জেলাগুলির দিন ও রাতের তাপমাত্রা তেমন কোনও পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই বলে জানা যাচ্ছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানাচ্ছে, শনিবার থেকেই কলকাতার আকাশ মেঘলা। তবে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি এখনও বজায় রয়েছে। গুমোট আবহাওয়ার থেকে শহর কলকাতার মুক্তি কবে? হাওয়া অফিস জানাচ্ছে, সোম এবং মঙ্গলবার কলকাতার আকাশ মেঘলা থাকলেও বৃষ্টির সম্ভাবনা কম। বৃষ্টি শুরু হবে আগামী বুধবার থেকে। ১৫ মার্চের সন্ধ্যা থেকেই ঝড় বৃষ্টি শুরু হবে কলকাতায়। যা বৃহস্পতি এবং শুক্রবার আরও বাড়বে। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে ঝোড়ো হাওয়াও বইতে পারে।

ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের হুগলি জেলার বাৎসরিক সাধারণ সভা

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৩ মার্চ ঃ শতবর্ষ অতিক্রান্ত ভারতের অন্যতম সাংবাদিক সংগঠন ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের হুগলি জেলার বাৎসরিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হলো হুগলির হিন্দমোটরে। এই সভায় পৌরহিত্য করেন প্রবীণ সাংবাদিক দেব কুমার চ্যাটার্জী। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ সাংবাদিক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় গোসাই চন্দ্র দাস, তপন দাস, সমীর দাস, রোহন বাগচী প্রমুখ। সভায় স্বাগত ভাষণ দেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আদিত্য নারায়ন চৌধুরী। সভায় বিভিন্ন বক্তা ক্ষুদ্র সংবাদপত্র গুলির সমস্যা সাংবাদিকদের নিরাপত্তা সংগঠনকে আরও শক্তিশালী হিসেবে গড়ে তোলা সহ একাধিক বিষয়ে আলোচনা করেন। সভা শেষে গোসাই চন্দ্র দাস কে সভাপতি এবং বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ও তপন দাস কে যুগ্ম সহ-সভাপতি ও আদিত্য নারায়ণ চৌধুরীকে সাধারণ সম্পাদক এবং রোহন বাগচিকে সম্পাদক করে একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয়। সভার শেষে সকল সাংবাদিকদের ধন্যবাদ জানান গোসাই চন্দ্র দাস।

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিল রেল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ মার্চ ঃ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন রেলযাত্রা যাতে মসৃণ হতে পারে তা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিল পূর্ব রেল। নৈহাটি-কল্যাণী স্টেশনের মধ্যে থার্ড রেল বসানো ও স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালিংয়ের কাজ চলছে। সেই জন্য আগামী ১৮ মার্চ পর্যন্ত নৈহাটি-কল্যাণী মেন শাখায় রোজ ২৫ জোড়া ট্রেন বাতিলের কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। পরীক্ষার্থী ও যাত্রীদের ভোগান্তির কথা মাথায় রেখে সেই ঘোষণা থেকে খানিকটা সরে এল পূর্ব রেল। ট্রেন বাতিলের জেরে গত শনিবার তীব্র যাত্রী অসন্তোষ লক্ষ্য করা গিয়েছিল নৈহাটি-কল্যাণী শাখায়। অনেকেরই আশঙ্কা ছিল উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন বিপাকে পড়বে না তো পরীক্ষার্থীরা? সেই আশঙ্কা দূর করতে আগের গোষণার কিছুটা বদল করল রেল। পূর্ব রেলের শিয়ালদহ শাখার বিভাগীয় ম্যানেজার দীপক নিগম জানালেন, সোমবার মধ্যরাতের মদ্যে নন ইন্টার লকিংয়ের কাজ শেষ হয়ে যাবে। বাকী থেকে যাবে শুধু থার্ড লাইন পাতার কাজ। সেইকাজও একইসঙ্গে শেষ করতে হবে। আপাতত সেই কাজ ফেলে রেখে পরে তা করা সম্ভব নয়। তাই এবার দৈনির ২৫ জোড়া ট্রেন বাতিল নয় মঙ্গলবার থেকে ২০ মার্চ পর্যন্ত রোজ ১৩ জোড়া লোকাল ট্রেন বাতিল থাকবে শিয়ালদহ- নৈহাটি শাখায়। এর সঙ্গে নৈহাটি থেকে কল্যাণী পর্যন্ত দৈনিক আরও ৬ জোড়া বাতিল থাকবে। উচ্চ মাধ্যমিক শুরুর আগে ও পরীক্ষা শেষের পরে পিক সময়ে কোনও ট্রেনই বাতিল করা হচ্ছে না। যেটুকু বাতিল তার সিংহভাগই পিক সময়ের বাইরে। আগামী ২০ মার্চ পর্যন্ত এই নিয়মেই লোকাল ট্রেন বাতিল থাকবে। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা চালাকালীন কোনও শাখায় এরকম কোনও কাজে হাত দিচ্ছে না রেল। গত শনিবার বাতিল এক্গুচ্ছ ট্রেনের পাশাপাশি যে ট্রেন গুলো চলেছে, সেগুলোর কোনোটি পাক্কা ৬ ঘন্টা পর্যন্ত দেরিতে চলেছে। নিত্যযাত্রীরা সোশ্যাল মিডিয়াতে এই নিয়ে নিজেদের তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। কাল থেকে এই কাজের জন্য এরকম ট্রেন লেটের ঘটনা আর ঘটবে না বলে আশ্বস্ত করেছে পূর্ব রেল।

আলুচাষীদের ন্যুনতম সহায়ক মূল্যের দাবিতে বিধানসভায় বিক্ষোভ বিজেপির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ মার্চ ঃ এবছর আলুর বাম্পার ফলনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত আলু চাষীদের স্বার্থ সুরক্ষিত করতে অবিলম্বে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ঘোষণা করার দাবিতে বিরোধী দল বিজেপি আজ বিধানসভায় বিক্ষোভ দেখায়। তাছাড়া আলুচাষিদের সমস্ত স্বল্পমেয়াদী কৃষিঋণ মকুব জন্য তারা সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন। বিধানসভার বর্ধিত বাজেট অধিবেশনে শেষ দিনে উল্লেখ পর্বে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এই দাবিতে সরব হন। জবাবে রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন বলেন, রাজ্য সরকার আলু চাষীদের সঙ্গে আছে। চাষীরা যাতে ক্ষতি গ্রস্থ যাতে না হয় তাই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সরকার তাঁদের কাছ থেকে ১০ হাজার মেট্রিক টন আলুকেনার ব্যবস্থা করেছে। রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীর কৃষি উপদেষ্টা প্রদীপ মজুমদার দাবি করেন সরকার আলোর ন্যূনতম সহায়ক মূল্য সাড়ে ৬ টাকা ধার্য করার পর এই রাজ্যের আলুচাষীরা ফসলের ভালো দাম পাচ্ছেন। তবে একাংশের ব্যবসায়ী বেশি মুনাফার আশায় উত্তরপ্রদেশ থেকে আলু আমদানি করে হিমঘরে রেখেছিলেন। তারাই এখন প্রত্যাশা মত মুনাফা না করতে পেরে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। মন্ত্রীর এই উত্তরে অসন্তুষ্ট বিজেপি বিধায়কেরা সভা থেকে বেরিয়ে প্ল্যাকার্ড, পোস্টার নিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। বিজেপির পরিষদীয় দলের মুখ্য সচেতক মনোজ টিগ্গা মাথায় আলুর ঝুড়ি নিয়ে বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করেন।

পাওনা টাকা চাওয়ায় মারধর ব্যক্তিকে মারধর, তদন্ত শুরু পুলিশের

দুরন্ত বার্তা, ক্যানিং, ১৩ মার্চ ঃ পাওনা সাত হাজার টাকা চাওয়ায় আক্রান্ত হলেন এক ব্যক্তি। আক্রান্তের নাম উৎপল হালদার। সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিংয়ের পরানিখেকো এলাকায়। অভিযুক্তের নাম লাল্টু শিকারি। এই বিষয়ে ক্যানিং থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন উৎপল। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, কাজের জন্য তামিলনাড়ুতে থাকে উৎপলের ছেলে। কিছুদিন আগে সেই কারণে ক্যানিং থেকে তামিলনাড়ু যাওয়ার জন্য লাল্টুকে টিকিট কাটার জন্য সাত হাজার টাকা দিয়েছিল উৎপলের ছেলে। কিন্তু লাল্টু টিকিট কেটে দেয় নি, টাকাও ফের দেয়নি। এদিকে ছেলে নিজের ব্যবস্থাপনায় তামিলনাড়ু চলে গিয়েছে। গত শনিবার লাল্টুর কাছে টাকা চেয়েছিল উৎপল। কিন্তু দেয় নি। সোমবার সকালেও সে পুনরায় টাকা চাওয়ায় তাঁকে বেধড়ক মারধর করা হয়। মারের চোটে মাথা ফাটে উৎপলের। এই বিষয়ে সোমবার দুপুরেই ক্যানিং থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন আক্রান্ত ব্যক্তি। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ

তলিয়ে গেল এক যুবক, চাঞ্চল্য এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৩ মার্চ ঃ খালে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেল এক যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার দুপুর দুটো নাগাদ হাওড়ার উলুবেড়িয়ার জেলে পাড়ার বনস্পতি খালের ঘাটে। তলিয়ে যাওয়া যুবকের নাম বাপন মন্ডল (৩৫)। তার বাড়ি উলুবেড়িয়ায় যদুবেরিয়ায়। খবর পাওয়া মাত্র সেখানে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ কর্মীরা। এদিন সোমবার সকালে ঘটনাস্থলে আসে উদ্ধারকারী ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের টিম। এদিন সকাল থেকেই শুরু হয় নিখোঁজ বাপন মন্ডলের খোঁজে জোরদার তল্লাশি। কিন্তু সোমবার দুপুরের পরে খোঁজ পাওয়া যায় । এই ঘটনার ফলে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ১০২ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২৯ ফাগুন, ১৪২৯

সম্পাদকীয়

শেয়ার বাজার

শেয়ার বাজার করে চাঙ্গা হবে কেউই বলতে পারছে না। অর্থনীতি স্থিতিশীল দেখেই শেয়ার বাজার চাঙ্গা হওয়ার সম্ভাবনা। পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েতে ভোট রয়েছে। শেয়ার বাজারের ক্রেতারা এখন আগামি দিনে নতুন পঞ্চায়েত ব্যবস্থার জন্য অপেক্ষা করছে। পশ্চিমবঙ্গে নতুন পঞ্চায়েত রাজ প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত শেয়ার বাজার চাঙ্গা হচ্ছে না আপাতত। করোনা ভাইরাসের প্রবাহ বিশ্বের শেয়ার বাজারে ধস নিয়ে এসেছিল। শুধু ভারতেকর শেয়ার বাজার নুইয়ে পড়েছে তা নয়। বিশ্বের শেয়ার বাজারও এখন চাপা পড়ে গিয়েছে। কোথাও শক্তিশালী শেয়ার বাজার নেই। গোটা ইউরোপের শেয়ার বাজার শক্তিশালী নেই বলতে গেলে চলে। আর্থিক লেনদেন নেই। বাজারে নগদ টাকা নেই। ঋণ শোধ করার ক্ষমতা নেই শিল্পের। শিল্প শক্তিশালী নয়। নতুন শিল্প তৈরি হচ্ছে না। নতুন শিল্প তৈরি না হওয়ার ফলে বেকার সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে। শেয়ার বাজারকে চাঙ্গা করতে গেলে নতুন শিল্প স্থাপন করার খুবই প্রয়োজন। পুরানো শিল্পগুলিকে সংস্কার করতে হবে। ইস্পাত শিল্পের সম্প্রসারন করতে হবে। প্রযুক্তি শিল্পের উন্নতি করতে হবে। ডিজিটাল শিল্পকে শক্তিশালী করতে হবে। ভারতের শিল্পকে শক্তিশালী করতে গেলে দেশ শিল্পকে সম্প্রসারণ করতে হবে। বিদেশি শিল্পপতিদের ওপরে ভরসা করে থাকলে হবে না। ভারতের শিল্পপতিদের ওপরে ভরসা করে দেশীয় শিল্প নীতি গ্রহণ করতে হবে। স্বদেশি এবং বিদেশি শিল্পের ওপরে ভরসা করতে হবে। হস্তশিল্প, ক্ষুদ্রশিল্প এবং কুটির শিল্পকে চাঙ্গা করতে হবে। শিল্পের নতুন জাগরণ ঘটাতে হবে। শেয়ার বাজার চাঙ্গা আর হচ্ছে না। সব শেয়ারের দর একেবারে তলানি গিয়ে ঠেকেছে। কেন্দ্রীয় সরকার হাজার চেষ্টা করেও শেয়ার বাজারকে চাঙ্গা করতে পারলো না। বিশ্বে সর্বত্র শেয়ার বাজারের সুচক পড়ে যাওয়ার ফলে গোটা পৃথিবীর আর্থিক সঙ্কট দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে। এখন আর্থিক ব্যবস্থা একেবারে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। লেনদেন হচ্ছে না। ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেলে হচ্ছে না। দোকান বাজার প্রায় বন্ধ বলা যেতে পারে। রাস্তায় লোকেরা চলাচল কম করতে শুরু করেছে। এদিকে কেন্দ্রীয় সরকার আর্থিক উন্নতির কথা ভাবতে শুরু করেছে। স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় খুলেছে। সাড়া জাগাতে শুরু করেছে পৃথিবী। এদিকে ইউক্রেন যুদ্ধ বিশ্ব অর্থনীতির ওপরে প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। করোনা ইরাস কোথা থেকে উৎপত্তি তা নিয়ে চলছে বিস্তর গবেষণা। কিন্তু এখনও পর্যন্ত করোনাভাইরাসের উৎপত্তিস্থল কোথায় তা কেউ সঠিক করে বলতে পারলো না। চিনের উহানে করোনাভাইরাস উৎপত্তি হয়েছে বলে ধারনা করে নেওয়া হলেও প্রকৃতপক্ষে সেখান থেকে উৎপত্তি হয়েছে কিনা তা সঠিকভাবে বলা সম্ভব হচ্ছে না। গোটা ইউরোপ থেকে শুরু করে আমেরিকা এমনকী এশিয়ার দেশগুলো চিনা পণ্য বর্জন করতে শুরু করে দিয়েছে। চিনের সঙ্গে যেসব দেশের সীমান্ত ব্যবসার সম্পর্ক ছিল তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। চিন এখন আর্থিক সঙ্কট সামাল দিতে পারছে না। চিনের সঙ্গে উহান বন্ধ। বলা যেতে পারে আন্তর্জাতিক উহান চিনের সঙ্গে বন্ধ করে দিয়েছে গোটা ইউরোপ। ইউরোপের আর্থিক অবস্থা খুবই সঙ্কটাপন্ন। ভারতের সঙ্গে যে সব দেশের ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল তা এখন গুটিয়ে রাখা হয়েছে। ফলে কোষাগারের ওপরে আর্থিক চাপ এসে পড়ছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী এর মোকাবিলা করার জন্য ঘনঘন আলোচনা করেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার দেশগুলোতে করোনাভাইরাস দেখতে পাওয়া যায়নি। তার ওপরে ভরা করে ভারত আর্থিক লেনদেন স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছে।

রাষ্ট্রীয় গণতন্ত্র

ভারতকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যাপারে আপত্তি ছিল ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের। তিনি বলেছিলেন, ভারতবাসীরা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মানে জানে না। তারা কীভাবে গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে হয় সেই শিক্ষাই এখনও পর্যন্ত পায়নি। কথাটা কতখানি সত্য সেটা বিচার করার ভার রয়ে গেল দেশের বর্তমান জনগণের ওপরে। তবে যেভাবে ভারতের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চলছে এবং নির্বাচিত রাজনৈতিক দল যেভাবে বিরোধীদের বাধা দিতে শুরু করে দিয়েছে তাতে ভারতের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা নিয়ে বড় প্রশ্ন হয়ে উঠতে দেখা দিয়েছে। ভারতবর্ষকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করার আগ্রহ দেখি য়েছিলেন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। তিনি আবার জোট নিরপেক্ষ রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে ভারতকে বিশ্বের সমানে তুলে ধরার চেষ্টা করে গিয়েছেন নেহরু। আবার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতকে জোট নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে পরিচিত করিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন নেহরু। তখন বিশ্ব দুটো ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। একটি হচ্ছে রুশপন্থী এবং আর একটি হচ্ছে আমেরিকাপন্থী। রুশপন্থীদের মধ্যে ছিল যুগোস্লাভাকিয়া, রুমানিয়া, চেকোস্লাভাকিয়া, পূর্ব জার্মান সহ বেশ কয়েকটি দেশ । বিশেষ করে পূর্ব ইউরোপের প্রায় দেশ রুশপন্থী হয়ে গিয়েছিল। আর আমেরিকার পক্ষে ছিল পশ্চিমী ইউরোপের দেশগুলো ব্রিটেন, ইতালি, পশ্চিম জার্মান, ফ্রান্স থেকে শুরু করে বেশ কয়েকটি রাষ্ট্র। বিশেষ করে ন্যাটো গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলো সবাই আমেরিকার পক্ষ অবলম্বন করেছিল। গোটা বিশ্ব তখন দুটো ভাগে বিভক্ত। ঠিক সেই সময়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বুদ্ধি খাটিয়ে জোটনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করলেন। কোনও শক্তিধর রাষ্ট্রে পক্ষে না থেকে মধ্যস্থান অবলম্বন করে আন্তর্জাতিক মহলে টিঁকে থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। যদি এই নীতি গ্রহণ করে বহু সময়ে ভুলে শিকার হয়েছেন নেহরু। তবুও তিনি জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে ইন্দোনেশিয়াকে পাশে পেয়েছিল।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

অশিক্ষিতকে শিক্ষা দেওয়া বরং অনেক সোজা হয়, কুশিক্ষিতদের শিক্ষক হওয়া সেটাই কঠিন কাজ সোজা নয়। যদি সাধনায় উন্নতি লাভ করতে চাও, তবে কপটতা ত্যাগ কর। কপট হয়োনা, নিজে ঠকও হয়োনা, আর অপরকেও ঠকিও না

বিবেকানন্দের বাণী ও সাধনা

প্রাণের বিকাশ করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সরদা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি জয়ী হওয়ার শক্তি দিয়েছিলেন। শত্রুকে পরাস্ত করার শক্তি দিয়েছিলেন। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার শক্তি তিনি দিয়েছিলেন। মা সারদা হচ্ছেন মহাশক্তি। জ্ঞানশক্তিদায়িনী। বিদ্যাং শক্তিদায়িনী। সৎ ধর্ম শক্তিদায়িনী। অধর্মের পরাজয় সুনিশ্চিত। ধর্ম সব সময়ে জয়ী হয়।

বিবিসিতে অভ্যন্তরীন অসন্তোষ বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে

রবীন্দ্রকুমার শীল

বিশ্বের সেরা স্বাধীন সংবাদ মাধ্যম বিবিসিতে অভ্যন্তরীন অসন্তোষ দানা বাঁধতে শুরু করে দিয়েছে। সকাল থেকে শুরু হয়ে গিয়েছে তীব্র অসন্তোষ। বিবিসি এর ভিতরেই দাবি উঠতে শুরু করেছে যে সংস্থার চেয়ারম্যান রিচার্ড শার্প এব ডিরেক্টর জেনারেল টি ডেভি ইস্তফা দিন। তাঁরা বিবিসি ছেড়ে চলে যান। তাঁদেরকে রেখে বিবিসি এখন বহু অসুধিায় পড়তে শুরু করেছে। বিবিসির কর্মীরা বলতে শুরু করেছে যে গ্যারি লিনেকারকে অনুষ্ঠান করতে না দেওয়াটা ভুল সিদ্ধান্ত ছিল। তাকে অনুষ্ঠান না করতে দেওয়ার ফলে বিশ্বের জনগণ বিবিসির ওপরে আস্থা হারাতে শুরু করেছে। সেই সব খবর ফাঁস হতে এখন বিবিসির ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বিতর্ক শুরু হয়েছিল প্রাক্তন ব্রিটিশ ফুটবলার তথা বিবিসির একটি জনপ্রিয় শোয়ের উপস্থাপক গ্যারি লিনেকারের টুইট থেকে। শরনার্থী নীতি ঘোষণা করেছে ব্রিটিশ সরকার। সেই বিলের পক্ষে ভিডিও টুইট করেছিলেন ব্রিটেনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুয়েলা ব্রেভারম্যান। লিখে ছিলেন, যথেষ্ট হয়েছে আর নয়। নৌকা করে কোনও অনুপ্রবেশকারী ব্রিটেনে এসে উপস্থিত হলে ফেরৎ পাঠিয়ে দেওয়া হবে। নারী শিশুদের কাউকে রেয়াত করা হবে না। সবাইকে চলে যেতে হবে ব্রিটেন থেকে। ব্রিটেনে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। স্বারষ্ট্রমন্ত্রী সুয়েলার ভিডিওকে রি-টুইট করে লিনেকার লিখেছিলেন, হে ঈশ্বর। এর ভয়াবহ আর কি হতে পারে! লিনেকার এখানেই থামেননি। তিনি লিখেছেন আমদের দেশে বিপুল সংখ্যক শরনার্থীরা এসে বসবাস করছে না। ইউরোপের বড় দেশগুলি শরনার্থীদের আশ্রয় দিতে থাকে। সেখানে আমাদের দেশে শরনার্থীদের সংখ্যা অতি নগণ্য। এই ধরনের কঠিন সিদ্ধান্ত ত্রিশ দশকের জার্মানকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। প্রাক্তন ফুটবলার এর সেই টুইট দেখে বিবিসির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে লিনেকার যে ধরনের মন্তব্য করেছেন তা কিন্তু বিবিসির নির্দেশিকার বিরোধী। বিবিসি মনে করছে কোনও রাজনৈতিক বিষয়ে মত দেওয়া লিনেকারের পক্ষে ঠিক হয়নি। সামাজিক মাধ্যমে তাঁর মতামতের সঙ্গে যত দিন না বিবিসির সঙ্গে সহমত পোষন করছে ততদিন তাঁকে 'ম্যান অব দ্য ডে' অনুষ্ঠানে উপস্থাপক হিসাবে রাখা হবে না। লিনেকারকে এইভাবে সরিয়ে দেওয়ার নজ্য ব্রিটেনের ফুটবল মহলে ঝড় বইতে শুরু করে দিয়েছে। ব্রিটেনের ফুটবল জগৎ বিবিসির এই সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ বলা যেতে পারে। তারা বিবিসির সিদ্ধান্তকে ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারছে না। প্রতিবাদ করতে শুরু করে দিয়েছে। প্রতি শনিবার লিনেকারের অনুষ্ঠান 'ম্যান অব দ্য ডে' প্রচার করা হয়। এইটি ব্রিটেনের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান হিসাবে খ্যতি লাভ করতে শুরু করেছে। লিনেকারকে সরিয়ে দেওয়ার খবর পেয়ে অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন দুই সহ উপস্থাপক- অ্যালান সিয়েরার এবং ইয়ান রাইট। তার ফলে অনুষ্ঠান করতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে বিবিসিকে। বিবিসি থেকে যোগাযোগ করা হয়েছিল নামজাদা উপস্থাপক মার্ক চ্যাপমানের সঙ্গে। কিন্তু তিনি অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন। তিনি লিনেকারের প্রতি সহমত প্রকাশ করেছেন। তিনি লিনেকারের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে অনুষ্ঠান থেকে সরে এসেছেন। এরপরে বিসিসি থেকে বেশ কয়েকজন বিখ্যাত ফুটবল খেলায়াড়দের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা এই অনুষ্ঠান উপস্থাপক হতে অস্বীকার করে। তার ফলে অনুষ্ঠানটি একেবারে বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম। এখানেই শেষ নয়, বিবিসির বেশ কিছু অনুষ্ঠানের উপস্থাপকেরা লিনেকারকে সমর্থন করে নিজেদের অনুষ্ঠান করতে অস্বীকার করে। যার ফলে খেলার অনুষ্ঠানকে বাদ দিতে অন্য অনুষ্ঠান করতে হয় বিবিসিকে। এর ফলে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ ব্রিটেনের নাগরিকেরা। বিবিসির এই কড়া মনোভাবের জন্য সমালোচনা করেছিলেন ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। ২০০২ সালে গুজরাত দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে একটি তথ্য চিত্র প্রকাশ করেছিল বিবিসি। ভারতে সেই তথ্যচিত্র সম্প্রচার নিষিদ্ধ করা হলেও বিবিসি নিজেদের সিদ্ধান্তে অনড় থাকে। তারা নিরপেক্ষ সাংবদিকতার পক্ষে সাওয়াল করেছিল। এদিন অনুরাগ ঠাকুর বলেছেন, বিবিসি নিজেদের নিরপেক্ষ সংবাদমাধ্যম বলে প্রচার করে থাকে। কিন্তু আজকে তারাই একজন তারকাকে উপস্থাপকে টুইট করে ছাঁটাই করলো। উপস্থাপকের ব্যক্তিগত মতামতকে গ্রহণ করে নিতে পারলো না বিবিসি। তাহলে দেখ তে পাওয়া যাচ্ছে যে বিবিসিতে উপস্থাপক হিসাবে কাজ করতে গেলে ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করা যাবে না। লিনেকার এই অনুষ্ঠান থেকে আড়াই লক্ষ টাকা বছরে গ্রহণ করেন। তিনি বিবিসির ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক। তার ফলে সংস্থার নিয়মনীতি তাঁর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। লিনেকার আগেও শরনার্থীদের আশ্রয় নিয়ে কথা বলেছেন। তিনি ২০১৬ সালে কয়েকজন শরনার্থীকে নিজের বাড়িতে রেখে দিয়েছিলেন। শরনার্থী বিলের পক্ষে সাওয়াল করেছেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক। তিনি দিন দুয়েক আগে পার্লামেন্টে বলেছেন, নৌকা করে যারা ব্রিটেনে প্রবেশ করার চেষ্টা করছে তাদের ব্রিটেনে ঠাঁই হবে না। তাদের ফিরে যেতে হবে নিজেদের দেশে না হলে তাদেরকে আবার পুনর্বাসিত করা হবে রোয়াণ্ডোর মতো কোনও দেশে যাদের সঙ্গে ব্রিটেনের সঙ্গে শরনার্থী চুক্তি রয়েছে। ফ্রান্সের উপকূল থেকে শরনার্থীরা ব্রিটেনে প্রবেশ করার চেষ্টা করে। তাদের আটকাতে ব্রিটেন অর্থ সাহায্য করেছে। ব্রিটেনের সীমান্ত এলাকায় বিশেষ বাহিনী মোতায়েন করবে ফ্রান্স। তারাই শরনার্থীদের ব্রিটেনে প্রবেশে বাধা দেবে। লিনেকার বিতর্ক এর ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক বলেছেন, সরকার নয়, এটা সংবাদ সংস্থার নিজস্ব ব্যাপার। আশা করা যাচ্ছে দ্রুত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। পদত্যাগের দাবি উঠলে বিবিসির চেয়ারম্যান রিটার্ড সার্প এবং ডিরেক্টর জেনারেল ডিম ডেভি বলেছেন ইস্তাফা দেওয়ার কোনও কথাই থাকতে পারে না। রিচার্ডের সঙ্গে কনজারভেটিভ দলের সম্পর্ক রয়েছে। প্রাক্তন ব্যাঙ্কার রিচার্ড প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনকের বস। তিনি আবার কনজারভেটিভ দলের দাতা এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বসির জনসনকে ৮ লক্ষ পাউন্ড অনুদান পেতে সাহায্য করেছিলেন। তিনি রাজনৈতিক দলকে অনুদান পাওয়াও ব্যবস্থা করে দেন। রিচার্ডের স্পষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শ এখন সংস্থাটির নিরপেক্ষতায় দাগ ফেলতে শুরু করে দিয়েছে।

গণতান্ত্রিক বিষয়ে রাহুলের বিরদ্ধে মুখ খুললেন প্রধানমন্ত্রী মোদি

সাম্প্রতিক লণ্ডনে গিতে রহুল গান্ধি ভারতের গণতন্ত্র নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন তার পাল্টা আক্রমণ শানালেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। কর্নাটকের হুবলিতে একটি সরকারি অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে প্রধানমন্ত্রী কারোর নাম না করে প্রশ্ন তুলেছেন যে দুভার্গ্যের বিষয় হলো লন্ডনের মাটিতে ভারতের গণতন্ত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেছেন বিরোধীরা তাঁর মৃত্যু কামনা করে। কিন্তু দেশের মা বোনেদের রক্ষাকবচ তাঁর কাছে রয়েছে। বিজেপি দল অভিযোগ করতে শুরু করেছে যে রাহুল গান্ধি লন্ডনে গিয়ে ভারতের গণন্ত্রকে রক্ষা করার কথাকে ব্যক্ত করেছেন। কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে এই অভিযোগ একেবারে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কংগ্রেস থেকে বলা হয়েছে রাহুল গান্ধি বলেছেন, সব সমস্যার সমাধান করতে হবে ভারতকেই। কংগ্রেস শিবির থেকে বলা হয়েছে যে বর্তমান সরকারের আমলে সমস্ত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে যা গণতন্ত্রের পক্ষে বিপদ স্বরূপ। সেই বার্তা দিতে চেয়েছিলেন রাহুল গান্ধি। বিজেপি দলের নেতারা রাহুল গান্ধিকে ভারতের গণতন্ত্র নিয়ে লণ্ডনে কথা বলার ব্যাপারে বিতর্ক তৈরি করলে এবারই প্রথম এই নিয়ে মুখ খ ুললেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। হুবলির অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত হয়ে মোদি নিজেকে বাসবশ্বেরের কাছে ভাগ্যবান বলে মনে করলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিশ্ববাসীর কাছে শিক্ষণীয়। লন্ডনে বাসবশ্বেরের মূর্তি উদ্বোধন করতে আমাকে ডাকা হয়েছিল। কিন্তু সেই লণ্ডনের ভারতের গণতন্ত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। ভারতের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দেওয়ার চেষ্টা করা হলেও কারোর পক্ষে সম্ভব হবে না ভারতের গণতন্ত্রকে দুর্বল করে দেওয়ার। ভারতের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা শক্ত ভিতের ওপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এটা দুর্বল নয়। যাঁরা এই কাজ করেছেন তাঁরা কর্নাটকের মানুষদের অপমান করেছেন। এই বছরের মাঝামাছি কর্নাটকের নির্বাচন। প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা এবং নেতৃত্বে অভ্যন্তরীন কলহের ফলে বিজেপি অস্তিত্বে রয়েছে। লোকসভার আগে কর্নাটকের মতো বড় রাজ্যের বিধানসভায় বিজেপি অধিকার রাখার অক্লান্ত প্রয়াস চালাতে শুরু করে দিয়েছে। সেই লক্ষ্যে মোদির এটা পঞ্চম সফর। কর্নাটকের মাণ্ড্যতে ৮৯৮০ কোটি টাকা ব্যয় করে মাইসুর জাতীয় সড়ক উদ্বোধন করলেন মোদি। সেখানে গিয়ে প্রধানমনন্ত্রী বলেছেন যে বিরোধীরা তাঁর কবর খুঁড়তে শুরু করে দিয়েছে। আসন্ন লোকসবার নির্বাচনে মোদির ভাবমূর্তিকে হাতিয়ার করে তৃতীয় বারের জন্য ক্ষমতা দখল করার কৌশল গ্রহণ করতে শুরু করেছে বিজেপি দল। রাজনীতির অনেকের মত তাঁকে পরাস্ত করতে ঘৃনার রাজনীতি গ্রহণ করতে শুরু করেছে বিরোধীরা। তিনি এখন বলতে শুরু করেছেন বিরোধী দলের নেতারা তার মৃত্যু কামনা করতে শুরু করেছে। তাকে পরাস্ত করা নয় একেবারে পৃথিবী থেকে বিদায় দিতে চায়। সড়ক উদ্বোধন করার কালে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন কংগ্রেস আমার কবর খোঁড়ার রাস্তা তৈরি করছে। তারা জানে না মা বোনেদের ভালোবাসা আমার রক্ষাকবচ হয়ে কাজ করে। কংগ্রেস সহ বিরোধী দলের নেতারা যখন আমার কবর খুঁড়তে ব্যস্ত তখন আমি বেঙ্গালুরু মাইসর রাস্তা তৈরি করতে ব্যস্ত। ব্যস্ত রয়েছি সাধারণ মানুষকে রক্ষা করতে। এদিকে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনকর নাম না করে একাধিক বার তীব্র সমালোচনা করেছেন মাইক বন্ধ করে দেওয়ার মতো অপবাদকে। বাহরিন সফরে গিয়ে লোকসভার স্পিকার ওম প্রকাশ বিড়লা বলেছেন যে ভারতের সব সাংসদেরা মত প্রকাশের অধিকার রয়েছে। যা শুনেই অনেকেই মনে করেছেন রাহুলের অভিযোগকে খণ্ডন করা হল। বিজপি দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে বিদেশে রাহুলের তোলা প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন লোকসভার স্পিকার ওম প্রকাশ বিড়লা। বাহরিনের রাজধানি মানামাতে ১৪৬ তম ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের অধিবেশন বক্তব্য রাখতে গিয়ে ভারতের লোকসভার অধ্যক্ষ ওম প্রকাশ বিড়লা বলেছেন, ভারতের সংসদে সব সাংসদেরা তাদের মত প্রকাশ করতে পারেন। এদিকে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান ধনকর কোনও নাম অসত্যভাষণের অভিযোগ তুলেছেন। বিজেপি দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে ভারতের মাটিতে নির্বাচনে বারবার পরাজিত হয়ে কংগ্রেসের রাহুল গান্ধি এখন বিদেশের মাটিতে ভারত নিন্দা করতে শুরু করেছেন। রাষ্ট্রপতি প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কালে তিনি দিয়েছিলেন প্রায় ৫২ মিনিট ধরে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেই সময়ে মাইক্রোফোন বন্ধ করে দেওয়া হয়নি।

বাংলার বিপ্লবীদের অস্ত্র লুঠ পরিকল্পনা

তখন বিপ্লবী অনুকূল মুখার্জিকে সবাই গুরুদেব বলে ডাকতো। গুরুদেব অনুকূল মুখার্জির ওপরে দায়িত্ব এসে পড়ল একজন তরুণকে খুঁজে বের করা যে খুব দুরন্ত হবে। সে এমন একজন হবে তাঁর লেখা পড়া বেশি থাকবে না। কিন্তু স্বদেশ প্রেমে ভরপুর থাকবে, নির্ভীক, বিশ্বাসী এবং অনুগত হবে। সেবার আদর্শে নিজেকে উৎসর্গ করে দেওয়ার চিন্তাধারা তাঁর মধ্যে প্রবাহিত থাকবে। স্বাভাবতই অনুকূল মুখার্জির প্রথম নজরে আসে সেই ডানপিঠের ছেলেটির ওপরে। গড়েপিঠে নেওয়া যেতে পারে বলে চিন্তাভাবনা করতে শুরু করে দিলেন গুরুদেব। তিনি প্রায় প্রতিদিনই তাঁকে ডেকে পিঠ চাপড়াতে শুরু করলেন, ভালোবাসতে শুরু করলেন। গল্প করতে শুরু করলেন। ঘনিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে গুরুদেব কুস্তির আখড়ায় নিয়ে গেলেন। এখানে দুরন্ত ছেলেটির খ ানিকটা পরিচয় দেওয়া যেতে পারে। এই দুরন্ত ছেলেটির নাম হচ্ছে শ্রীশচন্দ্র মিত্র।। তাঁর পিতার নাম শরৎচন্দ্র মিত্র। তাঁর জন্ম সম্ভবত ১৮৯০ সালে পৈত্রিক ভিটাতে। শৈশব থেকে খুবই দুরন্ত ছিলেন। পিতামাতা তাঁকে 'হাবু' বলে ডাকতে বেশি পচ্ছন্দ করতেন। সে পিতামাতার সঙ্গে ১৪ নম্বর মলঙ্গা লেনে কাছে ১৪ নম্বর দাস লেনে বসবাস করতেন। এই বাড়িটি ছিল তাঁর মাতামহের। জামাইটিও তাঁর কাছে থাকবার জন্য কলকাতায় এসে বাসা বাঁধেন ১-১ নম্বর অভয় হালদার লেনে। তবে বেশি দিন তিনি থাকতেন নি। তিনি যখন ইহধাম ত্যাগ করেন তখন তার হাবুর বয়স বারো বছর। এই অবস্থায় শ্রীকণ্ঠবাবু তাঁর মেয়েটিকে নিজের কাছে রেখে পিতৃহারা শিশু-সন্তানগুলির দেখাশুনার ভার গ্রহণ করেন। তবে ভাড়া বাড়িটিও ছাড়া হয়নি। সেখানে থাকতেন শরৎচন্দ্রের শোকাতুর মা, তাঁর বড় নাতিটিকে নিয়ে। নাতিকে প্রাণ উজার করে স্নেহ ভালোবাসা দিয়ে পুত্রশোক ভোলার চেষ্টা করতেন। ছেলেটি দুরন্ত হয়ে এবাড়ি ওবাড়ি ছোটাছুটি করে বেড়াতো। বারো বছর থেকে প্রায় ষোল সাতেরো বছর পর্যন্ত বেপরোয়া হয়ে মলঙ্গা লেনে ঘোরাফেরা করতো। লেখাপড়ার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। শিক্ষাদীক্ষার বালাই নেই। ঘুড়ি লাটাই এবং পায়রা সম্বল করে তার দিন চলতো। পল্লীর অবাধ্য এবং উপক্ষিত ছেলেটির নাম ছিল 'হাবু'। তাঁর মেজাজ এবং চলাফেরা দেখে সবাই তাকে 'হাবুলাট' বলে ডাকতো। মানসিক দিয়ে দুর্বলতা বা দাসত্বের কাছে তিনি কোনও সময়ে মাথা নত করেননি। এই রকম একটি ছেলের প্রয়োজন হয়ে পড়ে ছিল বিপ্লবী নেতা অনুকূল মুখার্জির। ওয়েলটিং স্কোয়রে কুস্তির আখড়ায় হাবুর প্রশিক্ষণ শুরু করে দিলেন গুরুদেব অনুকূল মুখার্জি। ১৯১১ সাল থেকে সম্ভবত শুরু হয়েছিল তাঁর কুস্তির অভ্যাস নরেন ব্যানার্জির কাছে। সঙ্গে ছিলেন গুরুদেব অনুকূল মুর্খাজি এবং হারানচন্দ্র। লাঠি, ছোরা এবং মুষ্টি যুদ্ধ শেখাতেন বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী। আবার লেখাপড়া শেখানোর আয়োজন শুরু হয়ে গিয়েছিল। বিপিনবিহারী এবং কালিদাস বসুর চেষ্টায় দুই এক বছর এইভাবে চলার পর একটি কাজের জোগাড় করে দেওয়া হয়েছিল জে এফ ম্যাডান এণ্ড কোম্পানিতে। স্টোর কিপারের পদে। মাসিক মাইনা ছিল চল্লিশ টাকা। 'নিঃস্ব হিতৈষিণী সভা'র কথা আগে বলা হয়েছে। সমিতির রাজনৈতিক গুপ্ত পরিকল্পনার ওপরে ব্রিটিশ সরকারের নজর ছিল। মোটামুটি নজর এড়ানোর জন্যে ওই সভাকে রাখা হয়েছিল কাজকর্মের সামনে। সভাপতি করা হয় পল্লীর গণ্যমান্য একজনকে- নাম রায় বাহাদুর সুরেশচন্দ্র মিত্র। তিনি ছিলেন মিলিটারি সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টের সুপারিনটিন্ডেন্ট। অবসরের পর ইম্পিরিয়াল রেকর্ড ডিপার্টমেন্টে (বর্তমানে ডিপার্টমেন্ট অফ ন্যাশনাল আরকাইভস, নিউ দিল্লী) বিশেষ কাজে আবার নিযুক্ত হয়েছিলেন। ঐ দুটি অফিসই তখন কলকাতায় ছিল গভর্নমেন্ট হাউজের পূর্ব ও পশ্চিম দিকে অবস্থিত ছিল। কর্মসচিব- কালিদাস বসু। পরবর্তীকালে তাঁর বাড়িতে খানাতল্লাসী হওয়ায় তিনি সেই পদে ইস্তফা দেন, আর তাঁর সেই কাজের ভার গ্রহণ করেছিলেন নির্মলচন্দ্র চন্দ্র। সুপারিনটেন্ডেন্ট- গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনিও গৃহে খানাতল্লাশীর পরে সেই পদ ছেড়ে দিয়েছিলেন। আর মুষ্টিভিক্ষা আহরণের কাজে লাগানো হয়েছি হয়- শ্রীশচন্দ্র মিত্র তথা তাঁদের প্রিয় 'হাবু'কে। তাঁর মধ্যে তখন একটা সমূহ পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা গিয়েছিল। একদা উগ্র মেজাজী বাবু বিনয় ও নম্রতার রূপে পরিণত হলেন। বয়োজ্যেষ্ঠ সকল প্রতিবেশীকেই তিনি এবার মান্য করতেন। ঘরে বাইরে স্ত্রী- পুরুষ নির্বিশেষে সকলের কাছেই তিনি হয়ে উঠলেন ভালবাসার পাত্র। সভার পৃষ্টপোষক হিসাবে নাম পাওয়া যায় রাজা হৃষীকেশ লাহা থেকে শুরু করে লেডি হার্ডিঞ্জ পর্যন্ত। (৭) পুলিশ-কমিশনার স্যার ফ্রেডরিক হ্যালিডে পর্যন্ত ফুটবল প্রভৃতি চ্যারিটি ম্যাচের সংগ্রহ অর্থ সাহায্য পাঠাতেন ঐ সংস্থাটিকে। (৮) অপরদিকে ছিল 'হিন্দু মহল ডিবেটিং ক্লাব' নামে এক পাঠ-চক্রের ব্যবস্থা। বাহ্যিক উদ্দেশ্য- পল্লীর স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের পড়াশুনায় সাহায্য করা। এখানে স্থায়ী সভাপতি করা হয়েছিল ওই অঞ্চলেরই অধিবাসী ও প্রখ্যাত অ্যার্টনী গণেশচন্দ্র চন্দ্রকে। সাপ্তাহিক বৈঠকে পূর্বোক্ত রায় বাহাদুর প্রভৃতিকেও সভাপতি হতে দেখা যেত। ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তকের ওপরেই সাধারণতঃ আলোচনা চলত বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। আবার তারই সাহায্যে ছাত্রদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগাবার চেষ্টাও করা হতো। প্রধান বক্তা হতেন গিরীন্দ্রনাথ। ওপরের ক্লাসে ইতিহাসের ছাত্রদের সেই সময় ''ব্রিটিশ রুল ইন ইণ্ডিয়া'' (পরে নাম হয়েছিল '' ইংল্যাণ্ড'স ওয়াকর্স ইন ইণ্ডিয়া'') নামে একটি বই পড়তে হত। প্রধান বক্তার আলোচনা ও সমালোচনা শীর্ষে উঠত ঐ বইটি পড়াবার সময়। (৯) শ্রীশচন্দ্রও ওই সভাতে গিয়ে বসে থাকতেন। (মলঙ্গার হাবু ও রডা- কোম্পানী অস্ত্র লুঠ, পৃষ্টা-৮-৯)।

২০৪১ সালে বাংলাদেশকে উন্নত দেশ পরিণত করতে চায় বাংলাদেশ

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত, সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তরের যাত্রাকে মসৃণ করতে বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য বিশ্বের ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।তিনি বলেন, 'আপনারা আসুন, বিনিয়োগ করুন, বাংলাদেশ সবসময় প্রস্তুত আপনাদের আগমনের জন্য। বাংলাদেশকে নিজের দেশ মনে করেই বিনিয়োগ করুন।'প্রধানমন্ত্রী গত ১১ মার্চ শনিবার সকালে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে তিন দিনব্যাপী 'বাংলাদেশ বিজনেস সামিট ২০২৩' উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির ভাষণে এ কথা বলেন।ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি'র (এফবিসিসিআই) সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে এই সম্মেলনের আয়োজন করেছে।পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ ইনভেস্টমেঃট ডেভেলপমেন্ট অথরিটির সহযোগিতায় (বিডা) এফবিসিসিআই এই সম্মেলনের আয়োজনঁ করছে। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দদের স্বাগত জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, '২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উচ্চ আয়ের উন্নত, সমৃদ্ধ এবং উদ্ভাবনী স্মার্ট দেশ হিসেবে বিনির্মাণের জন্য আমাদের অভিযাত্রায় যুক্ত হতে আমি আপনাদের উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।'বাংলাদেশ এখন ২০২৬ সাল নাগাদ এলডিসি থেকে বের হয়ে যাবার জন্য ৫ বছর প্রস্তুতিমূলক সময় পার করছে, উল্লেখ করে তিনি বলেন, উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ আমাদের দেশের জন্য একইসঙ্গে অবারিত সুযোগ সৃষ্টি করবে আবার অনেকগুলো চ্যালেঞ্জও আমাদের মোকাবিলা করতে হবে।'কিন্তু আমি বিশাস করি আমরা কঠোর বাণিজ্য প্রতিযোগিতাসহ নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার সক্ষমতাও অর্জন করবো। আমি দেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে এসব সুযোগ কাজে লাগাতে এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য আহবান জানাচ্ছি, বলেন তিনি।তিনি এ প্রসঙ্গে আরও বলেন, 'এখানে কোন হতাশার কথা শুনতে চাইনা। এখন থেকে নিজেদেরকে তৈরি করতে হবে। যেসব চ্যালেঞ্জ সামনে আছে, সেগুলো আমরা মোকাবেলা করবো ইনশাল্লাহ।'উত্তরণ পরবর্তী পরিবেশে চ্যালেঞ্জসমূহ মেকাবিলায় তাঁর সরকার ব্যবসায়ীদের সব ধরনের সহযোগিতা দিয়ে যাবে বলেও কথা দেন তিনি।প্রধানমন্ত্রী বলেন, কোভিড-১৯-এর অভিঘাত, রাশিয়াইউক্রেন যুদ্ধ এবং বাণিজ্যিক অবরোধ ও পাল্টা অবরোধ বাংলাদেশের মত উন্নয়নকামী দেশগুলোকে কঠিন সমস্যার মুখোমুখি করেছে। এমনকি উন্নত দেশগুলোও হিমসিম খাচ্ছে।'নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দামবৃদ্ধিসহ মূল্যস্ফীতির চাপে সাধারন মানুষ কষ্ট পাচ্ছে ' উল্লেখ করে তিনি ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দকে সাধারণ মানুষের কথা বিবেচনা করে জিনিসপত্রের দাম স্বাভাবিক পর্যায়ে নিয়ে আসার উপায় খুঁজে বের করতে হবে এবং সেই পদক্ষেপ নিতে হবে। তা না হলে নিজেরা নিজেদের বাজার হারাবেন। 'সরকার প্রধান বলেন, সকল প্রতিকূলতা অতিক্রম করে আমরা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছি। সমৃদ্ধির এই ধারা অব্যাহত রাখতে হলে আমাদের বর্তমান প্রচেষ্টাকে আরও জোরদার করতে হবে যেখানে ব্যর্থ হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।'আমাদের প্রতিজ্ঞা নিতে হবে যে আমরা কোনমতেই ব্যর্থ হবো না। যে কোন ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই সফল হব প্রতিবন্ধকতার উত্তরণ ঘটাতে। কারণ, আমরা মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনকারি একটি দেশ, আমরা বিজয়ী জাতি। বিজয়ী জাতি হিসেবেই আমাদের দেশকে উন্নত সমৃদ্ধ করে বিশে মাথা উঁচু করে চলতে চাই। তাই সকলের সহযোগিতা আমাদের একান্তভাবে দরকার।' বলেন তিনি।পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আবদুল মোমেন, সৌদি বাণিজ্যমন্ত্রী ড.মাজিদ বিন আবদুল্লাহ আল কাসাবি, ভুটানের শিল্প, বাণিজ্য ও কর্মসংস্থানমন্ত্রী কর্মা দরজি, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার উপমহাপরিচালক রাষ্ট্রদূত জিয়াংচেন ঝাং, বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুনশি এবং প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান ফজলুর রহমান অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।স্বাগত বক্তব্য রাখেন এফবিসিসিআই সভাপতি মো. জসিম উদ্দিন।অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রার ওপর একটি প্রামাণ্যচিত্র ও প্রদর্শিত হয়।

পচাগলা মৃতদেহ

দুরন্ত বার্তা, তুফানগঞ্জ, ১৩ মার্চ ঃ ঘর বন্ধ অবস্থায় পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছড়ালো তুফানগঞ্জ পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের ভাগারির পাড় এলাকায়। স্বাভাবিক মৃত্যু নয় বলে দাবি করেছেন স্থানীয়রা। মৃত ব্যক্তির নাম দুলাল দাস। পেশায় ফল ব্যাবসায়ী। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় তুফানগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি এবং সার্কেল ইন্সপেক্টর কল্যাণ গুরুং। জানা গেছে যে, ঐ ব্যক্তির স্ত্রী প্রায় ৩ বছর আগে মারা গিয়েছিলেন। ৩টি সন্তান রয়েছে তাদের। তবে বাচ্চারা ছোট থাকায় বেশীর ভাগ সময় মামার বাড়িতে থাকে। তার বড় ছেলে বাবাকে কাজে সাহায্য করে। সেও কয়েক দিন থেকে মামার বাড়িতে ছিল। সোমবার সকাল ৯টা বাড়িতে এসে দেখতে পায় মূল গেটের বাইরে তালা মারা অবস্থায় রয়েছে। পাশের অপর একটি গেট দিয়ে ঢুকে দেখতে পায় বিছানার মধ্যে দেহটি পড়ে রয়েছে। তার চিৎকারে আশেপাশের লোকজন ছুটে আসে। খবর যায় তুফানগঞ্জ থানায়। কিন্তু পুরো বিষয়টি নিয়ে রহস্য দেখা দেওয়ায় ঘটনাস্থলে আসেন সার্কেল ইন্সপেক্টর। তার উপস্থিতিতে দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। তবে ঐ ব্যক্তির মৃত্যু কিভাবে হয়েছে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট ছাড়া কিছু বলা সম্ভব নয় এবং পুরো বিষয়টি তদন্ত সাপেক্ষ বলে থানা সূত্রে খবর।

চা বাগানে সভা

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৩ মার্চ ঃ চা বাগান শ্রমিকদের নানান সমস্যা নিয়ে গেট মিটিং করা হলো। সোমবার সকালে বিজেপির চা বাগান শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের তরফে ওই গেট মিটিং করা হয়। ফালাকাটা ব্লকের তাসাটি চা বাগানের ফ্যাক্টরির ওই গেটের সামনে মিটিং করা হয়। মূলত শ্রমিকদের নুন্যতম মজুরি বৃদ্ধি, জমির পাট্টা প্রদান সহ বিভিন্ন দাবি নিয়ে এদিনের গেট মিটিং হয় বলে জানা যায়। এই গেট মিটিং আগামী তিনদিন ধরে চলবে বলে জানা যায় এবং তাদের দাবিগুলি না মানা হলে আগামীতে আবারও গেট মিটিংয়ে সামিল হবে বিজেপির চা বাগান শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সদস্যরা। এদিনের এই গেট মিটিং এ উপস্থিত ছিলেন, শ্রমিক নেতা আনন্দ মাহালি, মাহাদো উরাও, রাজেন মাহালি, জলসু পান্না সহ প্রমুখ।

ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা না থাকায় জেরবার এলাকাবাসী

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৩ মার্চ ঃ পুরাতন মালদা পুরসভার ব্যস্তবহুল এলাকা সদরঘাট মোড়ে কোন ট্রাফিক ব্যবস্থা না থাকায় অতিষ্ঠ সাধারণ মানুষ থেকে ব্যবসায়ীরা। অথচ এই এলাকার এক প্রান্তে রয়েছে মালদা কোর্ট স্টেশন, ইন্ডিয়ান অয়েলের গোডাউন এবং অফিস। যেখানে প্রতিদিনই ডিজেল, পেট্রোল বোঝাই অসংখ্য লরি, যাতায়াত করে। এছাড়াও রয়েছে সদরঘাট মোড়ে অসংখ্য মাছ-মাংসের দোকান। বাসস্ট্যান্ড ও অন্যান্য যানবাহনের কোন নির্দিষ্ট স্ট্যান্ড নেই। ফলে সপ্তাহের প্রতিদিনই যানজট প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোনও ট্রাফিক ব্যবস্থা না থাকার কারণেই এখন দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। এমনকি ব্যবসায়ীরাও এই যানজটের দাপটে ঠিকমতো বেচাকেনা করতে পারছেন না বলে অভিযোগ তুলেছেন। পুরো পরিস্থিতি নিয়ে পুরাতন মালদা থানার পুলিশ ও ব্লক প্রশাসনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়ার দাবিও জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার ব্যবসায়ীরা। পুরাতন মালদা পুরসভার বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডের কয়েক হাজার পরিবারের বসবাস রয়েছে সদরঘাট এলাকায়। এক পাশে রয়েছে মহানন্দা নদী। সেই নদী পারাপারের ক্ষেত্রেও নৌপথে বহু মানুষ চলাচল করে। এছাড়াও রয়েছে মালদা-নালাগোলা রাজ্য সড়ক। যেখানে প্রতিদিনই অসংখ্য যানবাহন যাত্রী নিয়ে যাতায়াত করে। ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের গোডাউনে ডিজেল, পেট্রোল নিয়ে অসংখ্য লরিও যাতায়াত করছে। এছাড়াও মালদা কোর্ট স্টেশনেও প্রতিদিনই বহু যাত্রী লোকাল ট্রেন ধরার জন্য যাতায়াত করেন। সবমিলিয়ে এখন পুরাতন মালদা সদরঘাট এলাকায় যানজটে জেরবার সাধারণ মানুষ। সদরঘাট ব্যবসায়ী সমিতির এক কর্মকর্তা সন্তোষ হালদার বলেন, আমার কাপড়ের দোকান রয়েছে। কিন্তু যানজটের কারণে ঠিকমতো ব্যবসা করতে পারি না। ধুলো-বালি তে উড়ছেই, এছাড়া প্রতিদিনই দোকানের সামনে অসংখ্য গাড়ি বিশৃঙ্খলভাবে দাঁড়িয়ে থাকছে। একটা সিভিকও এখানে দেওয়া হয় না। আমরা এর আগেও সদরঘাট মোড়ে বৈদ্যুতিক ট্রাফিক সিগন্যালের দাবি করেছিলাম। কিন্তু কোন কিছুই মানা হয় নি। তাই পুলিশ ও প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করা হয়েছে যাতে অবিলম্বে সদরঘাট মোড়ে ট্রাফিক ব্যবস্থা চালু করা হয়। সংশ্লিষ্ট এলাকার একাংশ মানুষের বক্তব্য, শুধু নেতা-মন্ত্রীরা এলাকায় এলেই তখনই ট্রাফিক দেওয়া হয়। তাছাড়া ট্রাফিক দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা এখানে নেই। অবিলম্বে সদরঘাট মোড়ে ট্রাফিক ব্যবস্থা চালু না হলে যে কোন সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনাও ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ জানিয়েছেন, ওই এলাকায় ট্রাফিক ব্যবস্থার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করছি। বিষয়টি পুলিশ ও প্রশাসনের নজরে নিয়ে আসা হবে। যদিও সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ ট্রাফিক ব্যবস্থার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখার কথা জানিয়েছেন।

আসাম থেকে গ্রেফতার নাবালিকার খুনী

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৩ মার্চ ঃ তিন মাস ধরে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে শেষ রক্ষা হল না নাবালিকা কৃষ্ণা রায়ের খুনে অভিযুক্ত মনোজ রায়-এর। আসাম থেকে অবশেষে গ্রেফতার করল অভিযুক্ত মনোজ রায়কে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রধান নগর থানার পুলিশ। উল্লেখ্য, ২০২২ সালের ৫ ডিসেম্বর শিলিগুড়ির জামাই বাজারের বাসিন্দা ১২ বছর বয়সী ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী কৃষ্ণা রায় স্কুলে যাওয়ার পর থেকেই নিখোঁজ হয়ে যায়। নিখোঁজ হওয়ার ৮দিন পর অর্থাৎ ১৩ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় সুকনা চা বাগানের খয়রানী গলি থেকে ছাত্রীর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। পায়ের কালো সুতো দেখে দেহ শনাক্ত করে কৃষ্ণা রায়ের পরিবারের সদস্যরা। নিখোঁজ থাকার সময় সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়ে ছাত্রীর প্রতিবেশীর জামাই মনোজ রায় নাবালিকাকে তার বাইকে নিয়ে যায়। তারপর থেকে দু'জনেই নিখোঁজ হয়। কৃষ্ণার পরিবারের সদস্যরা প্রধান নগর থানায় লিখিত অভিযোগ জানায়। ৮ দিন পর মৃতদেহ উদ্ধারের পর অভিযুক্ত মনোজ রায়ের শ্বশুরবাড়িতে ভাঙচুর চালায় স্থানীয়রা। বেশ কয়েকদিন ধরেই উত্তপ্ত থাকে পরিবেশ। অন্যদিকে অভিযুক্ত মনোজ ঘটনার পর থেকেই গা ঢাকা দেয়। ঘটনার পর থেকে প্রধাননগর থানার উপর চাপ বাড়ে। তিন মাস ধরে অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, কেরালায় পুলিশ অভিযুক্তকে ধরতে অভিযান চালায় কিন্তু মনোজ পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ফেরার হয়ে যায়। অবশেষে গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে আসামের গুয়াহাটিতে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করে মনোজ রায়কে প্রধান নগর থানার সাদা পোশাকের পুলিশ।

OFFICE OF THE FRESERGANJ GRAMPANCHAYAT
Freserganj, P.O, Freserganj, P.S. - FRESERGANJ COASTAL, Dist-South 24 Parganas
Memo No.-060/ FGP/2023, Date:-08/03/2023
Notice Inviting e-Tender No.:-14/(2022-2023), Date:-08/03/2023
Sealed Tender is invited by the Pradhan On behalf of Artho-o-Parikalpana Upo-samity from experienced, resourceful, bonafide contractors/agencies for similar nature of works. Source of Fund: XVFC Un-Tied (21-22) & (22-23). Work Completion Period: 30 Days. Document download to participate in e-Tender start date (online): **08/03/2023 at 6:30 PM.** Both Technical and financial bid submission starting date(online): **09/03/2023 at 10.30 AM.** Both Technical and financial bid submission closing date(online): **15/03/2023 at 01:00 PM.** Date of opening of technical Proposals (Online): **17/03/2023 at 02:00 PM.** For details please visit office of the undersigned on any working days.
Sd/- Pradhan
Freserganj Gram Panchayat

OFFICE OF THE FRESERGANJ GRAMPANCHAYAT
Freserganj, P.O, Freserganj, P.S. - FRESERGANJ COASTAL, Dist-South 24 Parganas
Memo No.-061/ FGP/2023, Date:-08/03/2023
Notice Inviting e-Tender No.:-15/(2022-2023), Date:-08/03/2023
Sealed Tender is invited by the Pradhan On behalf of Artho-O-Parikalpana Upo-samity from experienced, resourceful, bonafide contractors/agencies for similar nature of works. Source of Fund: PBG (21-22). Work Completion Period: 45 Days. Document download to participate in e-Tender start date (online): **08/03/2023 at 6:30 PM.** Both Technical and financial bid submission starting date(online): **09/03/2023 at 10.30 AM.** Both Technical and financial bid submission closing date(online): **24/03/2023 at 01:00 PM.** Date of opening of technical Proposals (Online): **27/03/2023 at 02:00 PM.** For details please visit office of the undersigned on any working days.
Sd/- Pradhan
Freserganj Gram Panchayat

OFFICE OF THE FRESERGANJ GRAMPANCHAYAT
Freserganj, P.O, Freserganj, P.S. - FRESERGANJ COASTAL, Dist-South 24 Parganas
Memo No.-062/ FGP/2023, Date:-08/03/2023
Notice Inviting e-Tender No.:-16/(2022-2023), Date:-08/03/2023
Sealed Tender is invited by the Pradhan On behalf of Artho-O-Parikalpana Upo-samity from experienced, resourceful, bonafide contractors/agencies for similar nature of works. Source of Fund: XV FC TIED - SANITATION (22-23). Work Completion Period: 45 Days. Document download to participate in e-Tender start date (online): **08/03/2023 at 6:30 PM.** Both Technical and financial bid submission starting date(online): **09/03/2023 at 10.30 AM.** Both Technical and financial bid submission closing date (online): **24/03/2023 at 01:00 PM.** Date of opening of technical Proposals (Online): **27/03/2023 at 02:00 PM.** For details please visit office of the undersigned on any working days.
Sd/- Pradhan
Freserganj Gram Panchayat

ULUBERIA MUNICIPALITY
TENDER NOTICE
"Notice Inviting e-Quotation No.-" WBMAD/UM/627/e-Quotation/2022-23, Dated: 13.03.2023
(Supply and delivery at site of 12..numbers of four wheeled Trailers with compartments under SWM Project of Uluberia Municipality). Details are available in the **www.wbtender.gov.in**
Sd/- Executive Officer
Uluberia Municipality

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer, IGWTP (Water Supply), KMC invites e-tender for the following works (Submission of bid online):

(1) NIET No.: KMC/EE/IGWTP/106/22-23, DT - 09.03.2023
Name of the work: **Maintenance of the illumination and power network in between Guest House Ghat to 40 MGD WTP along River side Road at IGWTP.** Estimated amount (including GST & LWC): ₹ **4,93,810.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Time of completion: **240 days.** Last date & time of online submission of tender: **29.03.2023 up to 1.00 P.M.**

(2) NIET No.: KMC/EE/IGWTP/109/22-23, DT - 11.03.2023
Name of the work: **Repairing of the inlet valve chamber with replacement of age old 400 mm dia inlet sluice valve of SSFB No. E-12 under Extension Series, IGWTP.** Estimated amount (including GST & LWC): ₹ **4,24,385.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Time of completion: **30 days.**

(3) NIET No.: KMC/EE/IGWTP/110/22-23, DT - 11.03.2023
Name of the work: **Repairing of the inlet valve chamber with replacement of eroded 400 mm dia sluice valve of SSFB No. E-3 under Extension Series, IGWTP.** Estimated amount (including GST & LWC): ₹ **4,24,948.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Time of completion: **30 days.**

(4) NIET No.: KMC/EE/IGWTP/111/22-23, DT - 11.03.2023
Name of the work: **Repairing of the inlet valve chamber with replacement of 400 mm dia inlet valve of SSFB No. E-10 under Extension Series at IGWTP.** Estimated amount (including GST & LWC): ₹ **4,18,202.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Time of completion: **30 days.**

(5) NIET No.: KMC/EE/IGWTP/112/22-23, DT - 11.03.2023
Name of the work: **Repairing of defective flow controller on the filter bed outlet no. 1 of Module-2 at IGWTP.** Estimated amount (including GST & LWC): ₹ **4,71,127.00.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Time of completion: **30 days.**

(6) NIET No.: KMC/EE/IGWTP/113/22-23, DT - 11.03.2023
Name of the work: **Maintenance of the corroded metallic component of the IPS tanks of 20 MGD WTP at IGWTP.** Estimated amount (including GST & LWC): ₹ **2,42,194.00.** Earnest money: ₹ **5,000.00.** Time of completion: **10 days.** Last date & time of online submission of tender: **31.03.2023 up to 1.00 P.M. (For Sl. No. 2 to 6).** Cost of tender & tender documents: **NIL (For Sl. No. 1 to 6).** For full and further details, please visit the website **https://www.etender.wb.nic.in.** Please keep watching on the above website for all further Addendum/Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason **(For Sl. No. 1 to 6).**

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-IV, KMC invites tender online, two part bid system for the following work:
NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/309/22-23
Name of the work: **Renovation work of electrical wiring & other electrical allied works at 26/1 Grahamas Road, Kolkata Pouronigam Prathamik Vidyalaya, Kolkata-40 in Ward No. 95 under BR-X.** Estimated amount: ₹ **2,89,360.70.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of completion of bid: **22.03.2023 up to 12.00 Noon.** The bid form and other details are available on and from **10.03.2023 from 2.00 P.M.** from the website **https://etender.wb.nic.in**
(1159/22-23)

চা নিলাম কেন্দ্র ফের চালু করার তৎপরতা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৩ মার্চ ঃ দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে থাকা জলপাইগুড়ি চা নিলাম কেন্দ্র ফের চালু করার জন্য তৎপরতা শুরু হলো। জলপাইগুড়ি চা নিলাম কেন্দ্র কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে বিষয়টি নিয়ে সোমবার একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। চা শিল্পের সাথে যুক্ত থাকা ব্যক্তিত্বরা অংশ নেন বৈঠকে। ভারতবর্ষের দ্বিতীয় বৃহত্তম চা উৎপাদনকারী জেলা হলো জলপাইগুড়ি। তাই জলপাইগুড়ি জেলাকে কখনোই উপেক্ষা করা যায় না বলে দাবি ওঠে। এক্সিকিউটিভ কমিটির সহ সভাপতি পুরজিৎ বক্সিগুপ্ত বলেন, এপ্রিলের শুরু থেকেই যাতে এই নিলাম কেন্দ্র ফের চালু করা যায় সেই প্রয়াস চালানো হচ্ছে। অবিলম্বে যাতে এই টি অকশন সেন্টার চালু করা হয় সেই দাবি তোলেন জলপাইগুড়ির বিশিষ্ট আইনজীবী তথা প্রাক্তন জেলা কংগ্রেস সভাপতি নির্মল ঘোষ দস্তিদার। ২০১৫ সাল থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল জলপাইগুড়ি চা নিলাম কেন্দ্র। জলপাইগুড়ি জেলায় উত্তরবঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে বেশি চা উৎপাদন হওয়া সত্ত্বেও মূলত চা পাতা যোগানের অভাবেই এই নিলাম কেন্দ্রটি বন্ধ হয়ে যায়। এরপর অনেক চেষ্টা করেও নতুনভাবে চালু করা যাচ্ছে না এই নিলাম কেন্দ্র। বিষয়টি নিয়ে সোমবার বৈঠকে বসেন নিলাম কেন্দ্রের এক্সিকিউটিভ কমিটির কর্মকর্তারা। বৈঠকে ছিলেন চা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত থাকা বিশিষ্টজনেরা। ছিলেন চা নিলাম কেন্দ্রের ভাইস চেয়ারম্যান পুরজিৎ বক্সিগুপ্ত। দাবি ওঠে দীর্ঘদিন বন্ধ হয়ে থাকা এই চা নিলাম কেন্দ্র সচল থাকলে উত্তরবঙ্গের বঞ্চিত জলপাইগুড়ি জেলার অর্থনৈতিক রূপরেখা অনেকটা বদলে যেত। উপস্থিত বক্তারাও তাদের নিজ নিজ বক্তব্য তুলে ধরেন এদিন।

কড়া নিরাপত্তায় বাঁকুড়ায় উচ্চ মাধ্যমিক

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৩ মার্চ ঃ কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থায় মঙ্গলবার থেকে শুরু হচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। বাঁকুড়া জেলায় এবার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা চল্লিশ হাজারের কাছাকাছি। এবার মাধ্যমিকে সারা রাজ্যে ৪ লাখ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কম যেমন ছিল তেমনি বাঁকুড়া জেলাতেও গত বছরের তুলনায় ৪৩ শতাংশ কম পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছে। এক ধাক্কায় এতটা পরীক্ষার্থী কমে যাওয়ায় কার্যত গেল গেল রব উঠেছিল। রাজ্যের বেহাল শিক্ষা ব্যবস্থাকেই দায়ী করেছিলেন অভিভাবক মহল। তার জেরেই আশঙ্কা ছিল উচ্চ মাধ্যমিকেও কি তার পুণরাবৃত্তি হবে। এই নিয়ে শুরু হয়েছিল চর্চা। সেই আশঙ্কায় জল ঢেলে দিয়ে দেখা গেল বাঁকুড়া জেলায় উচ্চ মাধ্যমিকে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়েছে। লক্ষণীয় বিষয় ছাত্রদের তুলনায় বেড়েছে ছাত্রীদের সংখ্যা। এবার জেলায় মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৩৯, ১৩৮ জন। এর মধ্যে ছাত্র ১৭, ৮০৪ জন ও ছাত্রীদের সংখ্যা ২১,৩৩৪ জন। ছাত্রদের তুলনায় ৩,৫৩০ জন বেশি ছাত্রী উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসেছেন। ছাত্র-ছাত্রী মিলিয়ে সামগ্রিক ভাবে গতবারের তুলনায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে ৬,৪৫২জন। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পরিচালন সমিতির সূত্রে জানা গেছে জেলার ৯১টি কেন্দ্রে মঙ্গলবার কড়া নিরাপত্তা বলয়ের ঘেরাটোপে শুরু হচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। এবার পরীক্ষা ঘিরে বেশ কিছু বাড়তি সতর্কতামুলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। জেলা স্কুল পরিদর্শক (মাধ্যমিক) পীযূষকান্তি বেরা বলেন, পরীক্ষা কেন্দ্রের ১০০ মিটার ব্যাসার্ধ ঘিরে ১৪৪ ধারা জারি থাকছে। অভিভাবকেরা পরীক্ষা কেন্দ্রের মূল প্রবেশদ্বার পর্যন্ত যেতে পারবেন। উল্লেখ্য এবার পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন হয়েছে। গতবছর পর্যন্ত উত্তর লেখার জন্য আলাদা উত্তরপত্র থাকত। এবার তা থাকছে না। মূল উত্তরপত্রেই প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে। মোবাইল ফোন ব্যবহারের ক্ষেত্রেও কিছু বিধি নিষেধ জারি করা হয়েছে। ভেনু সুপারভাইজার, সেন্টার সেক্রেটারি ও সেন্টার ইনচার্জ কেবলমাত্র মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারবেন। পরীক্ষকদেরও মোবাইল ব্যবহারে নিষেধ রয়েছে। পরীক্ষা কেন্দ্রের প্রধান শিক্ষক বা ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে মোবাইল জমা রাখতে হবে।

জল না পাওয়ার প্রতিবাদে কলের শ্রাদ্ধ

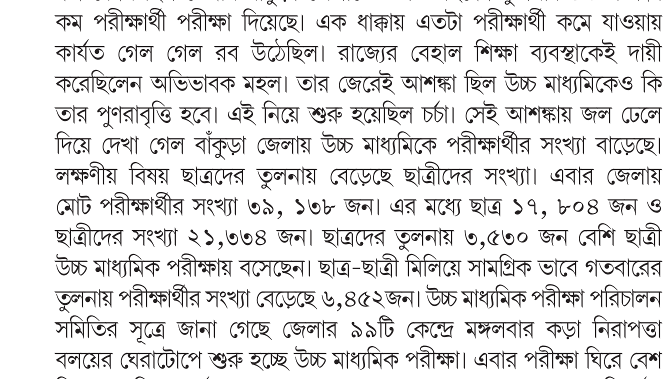

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৩ মার্চ ঃ পানীয় জলের কল থাকলেও জল পড়ে না কল থেকে। দীর্ঘদিন ধরে এই অবস্থা দেখে দিলে জলের কলের শ্রদ্ধাশান্তি করে জলের দাবিতে অভিনব কায়দায় বিক্ষোভ দেখালো ভারতীয় জনতা পার্টি। ঘটনা শিলিগুড়ির ১৫ নং ওয়ার্ডের। সোমবার সকালে ওই ওয়ার্ডের কিছু বাসিন্দাদের সঙ্গে নিয়ে এই কর্মসূচি পালন করল ভারতীয় জনতা পার্টি ১৫ নং ওয়ার্ড কমিটি। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপি শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সম্পাদক রাজু সাহা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে ওই ওয়ার্ডের বেশকিছু জলের কলে পানীয় জল আসছিল না। নতুন বোর্ড আসার পরও অপরিবর্তিত রয়েছে পরিস্থিতি। ফলে পানীয় জল সরবরাহের দাবিতে এই অভিনব কায়দায় তারা বিক্ষোভ দেখায়। এই বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে তারা ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন। তাদের দাবি মানা না হলে আগামীদিনে আরো বড় আন্দোলনে নামার হুমকি দিয়েছেন তিনি।

ডাম্পারের ধাক্কায় বাইক চালকের মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, রাজগঞ্জ, ১৩ মার্চ ঃ শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি জাতীয় সড়কে বন্ধুনগর এলাকায় ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক বাইক চালকের। সোমবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটে। মৃত যুবকের নাম প্রসেনজিৎ বর্মন (২৮)। তিনি মাথাভাঙার বাসিন্দা ছিলেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ওই যুবক মাথাভাঙা থেকে বাইকে করে শিলিগুড়িতে যাচ্ছিলেন। পথে রাজগঞ্জের বন্ধুনগর এলাকায় একটি ডাম্পার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পিছন থেকে বাইকে ধাক্কা মারে। বাইক থেকে ছিটকে যান চালক। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। স্থানীয়রা ডাম্পারের পিছু নিলে গাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যান চালক। ঘটনাস্থলে পৌঁছে আমবাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে।

MUTHOOT FINCORP LTD. | সোণা নিলাম সূচনা

Regd. Office: Muthoot Centre, TC No 27/3022, Punnen Road, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695001.
CIN : U65929KL1997PLC011518, Ph: +91 471 4911400, 2331427

এতদ্বারা সবাইকে সূচনা দেয়া হচ্ছে যে 31.03.2022 & MSGL, SPL-16, One plus, Guide Prepaid, Super value, ADGL and all other 6 months tenure Gold loans up to 30.06.2022 and MSGB, SME Suvarna & EMI due up to 31.12.2022 পর্যন্ত নিম্নোক্ত শাখাগুলিতে যেগুলি সোণা বন্ধক স্বরূপ জমা ছিল যাদের দায়মোচনের জন্যে পরিশোধ করার অন্তিম তারিখ পার হয়ে গেছে এবং বারংবার সূচিত করা স্বত্বেও দায়মোচনের জন্যে পরিশোধ করা হয়নি ওই সোণাগুলি 21.03.2023 তারিখে সকাল 10 টা থেকে নিলাম করা হবে।

HOOGHLY DISTRICT - ARAMBAG: F5287, F5447, F7865, F8036, F8080, F8173, F8265, F8371, F8378, F8409, F8555, F8582, F8648, F8656, F8667, F8673, F8675, F8691, F8704, F8723, F8727, F8729, F8739, F8772, F8781, F8783, F8797, F8798, F8801, F8808, F8815, F8816, F8822, F8823, F8824, F8832, F8862, F8863, F8872, F8875, F8876, F8877, F8878, F8885, F8888, F8890, F8891, F8892, F8897, F8898, F8899, F8900, F8903, F8906, F8907, F8909, F8926, F8935, F8936, F8937, F8950, F8951, F8952, F8958, F8960, F8962, F8965, F8966, F8967, F8971, F9011, F9044, F9063, F9093, F9100, F9111, F9159, F9264, F9268, F9293, F9295, F9296, F9306, F9313, F9317, F9365, F9386, F9394, F9425, F9512, F9530, F9533, F9534, F9541, F9547, F9549, F9566, F9571, F9579, F9580, F9585, F9593, F9610, F9611, F9617, F9618, F9620, F9623, F9626, F9631, F9635, F9637, F9638, F9641, F9661, F9668, F9682, F9683, F9701, F9706, F9731, F9733, F9742, F9762, F9778, F9785, F9787, F9803. **BANDEL:** F2445, F3653, F3787, F3849, F3880, F3942, F4010, F4012, F4019, F4035, F4095, F4111, F4128, F4130, F4158, F4184, F4192, F4198, F4212, F4215, F4230, F4257, F4259, F4264, F4269, F4273, F4275, F4277, F4291, F4296, F4308, F4309, F4312, F4343, F4345, F4349, F4351, F4360, F4365, F4369, F4370, F4395, F4400, F4402, F4410, F4414, F4415, F4417, F4426, F4429, F4435, F4439, F4444, F4448, F4449, F4463, F4464, F4471, F4505, F4509, F4510, F4513, F4517, F4536, F4539, F4547, F4557, F4565, F4578, F4596, F4618, F4629, F4635, F4638, F4679, F4696, F4803, F4842, F4847, F4852, F4855, F4862, F4881, F4889, F4908, F4911, F4915, F4921, F4927, F4934, F4937, F4938, F4950, F4990, F5004, F5014, F5018, F5020, F5021, F5042, F5079, F5083, F5084, F5112, F5115, F5124, F5135, F5139, F5148, F5154, F5168, F5186, F5188, F5189, F5194, F5202, F5210, F5223, F5229, F5234, F5240, F5249, F5252, F5255, F5262, F5268, F5269, F5272, F5274, F5278, F5280, F5289, F5301, F5303, F5305, F5306, F5314, F5321, F5322, F5347, F5357, F5360, F5367. **CHANDANNAGAR:** F4825, F5051, F5120, F5228, F5230, F5240, F5244, F5325, F5372, F5384, F5418, F5423, F5429, F5446, F5473, F5477, F5530, F5534, F5571, F5591, F5592, F5595, F5596, F5602, F5627, F5634, F5638, F5652, F5658, F5667, F5674, F5675, F5679, F5682, F5687, F5688, F5690, F5702, F5720, F5724, F5726, F5754, F5766, F5767, F5768, F5781, F5791, F5800, F5803, F5814, F5815, F5822, F5825, F5829, F5831, F5846, F5847, F5851, F5859, F5872, F5900, F5937, F5949, F5950, F5977, F5981, F5996, F5997, F6006, F6013, F6055, F6068, F6077, F6204, F6227, F6239, F6250, F6297, F6327, F6336, F6344, F6390, F6449, F6450, F6451, F6452, F6453, F6460, F6479, F6483, F6487, F6527, F6540, F6547, F6556, F6598, F6640, F6643, F6644, F6645, F6646, F6651, F6660, F6661, F6668, F6675, F6688, F6703, F6715, F6719, F6735, F6750, F6757, F6768, F6771, F6772, F6815, F6818, F6838, F6844, F6854, F6863, F6895, F6899, F6904, F6914, F6947, F6959, F6961, F6966, F6967, F6974, F6982, F6997, F7006, F7011, F7013, F7019, F7023, F7031, F7032, F7048, F7060, F7063, F7076, F7087. **CHINSURAH:** F4635, F5869, F6241, F6348, F6407, F6452, F6488, F6570, F6584, F6641, F6843, F6858, F6899, F6966, F7052, F7074, F7110, F7151, F7180, F7284, F7360, F7364, F7465, F7502, F7658, F7687, F7689, F7692, F7717, F7727, F7730, F7736, F7759, F7770, F7801, F7818, F7838, F7857, F7866, F7881, F7903, F7915. **DANKUNI:** F12281, F18177, F18322, F18536, F18682, F20901, F21063, F23770, F23906, F28518, F28519, F28548, F28578, F28625, F28649, F28657, F28706, F28707, F28734, F28742, F28746, F28753, F28797, F28798, F28831, F28832, F28859, F28861, F28923, F28926, F28933, F28940, F28952, F28953, F28954, F28961, F28982, F28983, F28984, F28987, F29013, F29022, F29046, F29055, F29104, F29143, F29150, F29181, [illegible]

F4175, F4201, F4202, F4203, F4204, F4206, F4219, F4268, F4269, F4287, F4297, F4311, F4323, F4324, F4329, F4345, F4346, F4382, F4383, F4391, F4401, F4402, F4403, F4422, F4435, F4441, F4442, F4458, F4483, F4498, F4530, F4550, F4570, F4573, F4574, F4578, F4579, F4580, F4586, F4587, F4588, F4591, F4601, F4667, F4682, F4683, F4751, F4766, F4773, F4786, F4793, F4794, F4835, F4836, F4843, F4852, F4862, F4863, F4868, F4870, F4871, F4938, F4939, F4940, F4962, F5016, F5017, F5027, F5030, F5031, F5033, F5040, F5041, F5046, F5086, F5125, F5126, F5129, F5197, F5203, F5213, F5214, F5216, F5226, F5228, F5244, F5261, F5266, F5267, F5277, F5282, F5283, F5284, F5310, F5311, F5349, F5362, F5378, F5414, F5419, F5435, F5449, F5472, F5491, F5498, F5507, F5524, F5527, F5573, F5604, F5605, F5612, F5614, F5624, F5673, F5704, F5775, F5797, F5800, F5810, F5864, F5867, F5883, F5905, F5906, F5914, F5918, F5923, F5934, F5974, F5978, F5979, F5983, F5985, F5987, F5997, F6001, F6002, F6009, F6052, F6054, F6056, F6103, F6104, F6106, F6112, F6133, F6143, F6149. **BENACHITY-DURGAPUR:** F16240, F16317, F16318, F16319, F16320, F16335, F16346, F16371, F16441, F16482, F16546, F16585, F16589, F16593, F16594, F16595, F16605, F16606, F16611, F16612, F16613, F16617, F16626, F16644, F16658, F16659, F16660, F16664, F16671, F16676, F16691, F16693, F16698, F16703, F16705, F16715, F16723, F16725, F16739, F16741, F16751, F16756, F16757, F16762, F16763, F16774, F16776, F16777, F16784, F16791, F16792, F16793, F16798, F16800, F16801, F16802, F16803, F16808, F16816, F16818, F16820, F16821, F16822, F16823, F16825, F16826, F16836, F16837, F16839, F16840, F16841, F16844, F16845, F16846, F16851, F16852, F16854, F16857, F16860, F16865, F16866, F16867, F16871, F16872, F16873, F16879, F16886, F16888, F16889, F16899, F16901, F16902, F16903, F16904, F16906, F16908, F16911, F16913, F16914, F16917, F16921, F16928, F16929, F16934, F16935, F16937, F16939, F16940, F16948, F16949, F16951, F16953, F16958, F16962, F16963, F16964, F16965, F16966, F16968, F16970, F16971, F16972, F16973, F16974, F16975, F16976, F16977, F16978, F16985, F16990, F16995, F16996, F17023, F17038, F17065, F17072, F17073, F17076, F17083, F17086, F17087, F17105, F17120, F17121, F17122, F17130, F17138, F17152, F17153, F17166, F17167, F17168, F17200, F17214, F17215, F17222, F17273, F17282, F17284, F17322, F17381, F17382, F17392, F17394, F17409, F17426, F17433, F17442, F17443, F17453, F17454, F17500, F17508, F17521, F17524, F17538, F17539, F17545, F17546, F17556, F17564, F17592, F17596, F17623, F17677, F17691, F17711, F17717, F17736, F17739, F17741, F17746, F17749, F17752, F17755, F17756, F17764, F17770, F17773, F17777, F17789, F17808, F17817, F17818, F17827, F17833, F17834, F17838, F17840, F17843, F17846, F17851, F17857, F17877, F17880, F17895, F17898, F17904, F17915, F17918, F17923, F17924, F17925, F17929, F17941, F17944, F17945, F17948, F17949, F17969, F17970, F17978, F18001, F18002, F7255. **PURULIA DISTRICT - PURULIA:** F1248, F1640, F2514, F2534, F2735, F2766, F2832, F2838, F2854, F2857, F2958, F2979, F2980, F2987, F2993, F3002, F3003, F3004, F3005, F3006, F3009, F3026, F3056, F3069, F3073, F3162, F3254, F3270, F3306, F3307, F3311, F3321, F3343, F3347, F3362, F3371, F3377, F3378, F3383, F3384, F3385, F3399, F3401, F3408, F3436, F3445, F3447, F3448, F3455, F3456, F3461, F3512, F3531, F3536, F3543, F3565, F625, F640, F664.

নিলাম যথাযথ শাখাগুলিতে সম্পন্ন করা হবে। অনুগ্রহ করে জ্ঞাত হোন যে যদি কোনো কারণে একই দিনে নিলাম সম্পূর্ণ না হলে 24.03.2023 at 10.00 am at **EAST BARDHAMAN DISTRICT:** Muthoot FinCorp Ltd., First Floor, Gandhi Market, Kachari Road, Katwa, West Bengal - 713130. **HOOGHLY DISTRICT:** Muthoot FinCorp Ltd., Ground Floor, Gold 638/1354, South Subhas Pally, West Bengal, Hooghly - 712311. **WEST BARDHAMAN DISTRICT:** Muthoot FinCorp Ltd., First Floor, Quaisar Building, Nachan Road, West Bengal, Bardhaman - 713213. **HOWRAH DISTRICT:** Muthoot FinCorp Ltd., Ground Floor, Riddhima Tower, 168/1, GT Road, Bally, Badamtala, Howrah, West Bengal - 711201. **PURULIA DISTRICT:** Muthoot FinCorp Ltd., First Floor, Purnima Trade Centre, Hattola More, Chaibasa Road, Puruliya, West Bengal - 723101. এই ঠিকানায় এই নিলাম সম্পন্ন করা হবে। যেগুলি ব্যক্তি নিলাম ডাকবে সবাইকে ফটো পরিচয় পত্র, প্যান কার্ড দেখানোর জন্যে অনুরোধ করা হচ্ছে। যে ব্যক্তি নিলামে সফল হওয়া ব্যক্তি তার টি জি এস (RTGS) এর মাধ্যমে টাকা স্থানান্তরণ করতে হবে।

মুথুট ফিনকর্প লিমিটেড

মাধ্যমিকের প্রশ্নপত্র ফাঁস, বিধানসভায় মুলতবি প্রস্তাব নিয়ে বিরোধীদের তুমুল হট্টগোল শুরু

গুয়াহাটি, ১৩ মার্চ ঃ মাধ্যমিক পরিক্ষার সাধারণ বিজ্ঞান বিষয়ের প্রশ্নপত্র ফাঁসকে কেন্দ্র করে আজ সোমবার রাজ্য বিধানসভায় মুলতবি প্রস্তাব নিয়ে বিরোধীরা তুমুল হট্টগোল করেছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে অপারগ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারিকে ১০ মিনিটের জন্য সদনের কার্যক্রমণিকা স্থগিত রাখতে হয়েছে। আজ অসম বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় দিন প্রশ্নোত্তর পর্বের পর সদনে শাসক এবং বিরোধীদের মধ্যে তীব্র বাকবিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। আজ ছিল মাধ্যমিকের বিজ্ঞান পরীক্ষা। কিন্তু প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ায় অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ তড়িঘড়ি আজকের পরীক্ষা বাতিল বলে বিজ্ঞপ্তি জারি করে। এ ব্যাপারে সদনে মুলতবি প্রস্তাবের মাধ্যমে আলোচনার দাবি তুলেন বিরোধীরা। প্রশ্নোত্তর পর্বের পরপরই অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারি বিরোধী দলের নেতা দেবব্রত শইকিয়াকে মুলতবি প্রস্তাব গ্রহণের বিষয়ে তাঁর মতামত উপস্থাপন করতে বলেন। শইকিয়া বলেন, এটা খুবই গুরুতর বিষয়। এ বিষয়ে সদনে অবিলম্বে আলোচনা হওয়া উচিত। জবাবে শিক্ষামন্ত্রী ডা. রণোজ পেগু বলেন, অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ (সেবা) সময়মতো পদক্ষেপ গ্রহণ করে পরীক্ষা বাতিল করে দিয়েছে। তিনি বলেন, বিষয়টি তদন্ত করতে থানায় একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। পুলিশও ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে। অন্যদিকে বিভাগীয় তদন্তও করছেন সেবা কর্তৃপক্ষ। এমতাবস্থায় তদন্ত চলাকালীন সদনে এ ব্যাপারে আলোচনা করা ঠিক হবে না, বলেন শিক্ষামন্ত্রী। মন্ত্রীর এই বক্তব্য শুনে বিরোধীরা প্রচণ্ড ক্ষেপে গিয়ে তোলপাড় শুরু করেন।

সিপিআইএম বিধায়ক মনোরঞ্জন তালুকদার মন্ত্রীর বিবৃতিতে আপত্তি জানিয়ে বলেন, মুলতবি প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হবে কি না, মন্ত্রী এ বিষয়ে উত্তর দিতে পারেন না, এটা নিয়মের পরিপন্থী। এরই ধ্যে কংগ্রেস, সিপিআইএম এবং রাইজর দলের বিধায়করা অধ্যক্ষের আসনের সামনে গিয়ে হট্টগোল শুরু করে আজই এ বিষয়ে আলোচনার দাবি জানাতে থাকেন। এ সময় সদনে এ বিষয়ে ভিন্ন দৃশ্য দেখা যায়। বিরোধী এআইইউডিএফ -এর সমস্ত বিধায়ক তাঁদের আসন ছেড়ে উঠলেও তাঁরা কংগ্রেস থেকে দূরত্ব বজায় রাখেন। যদিও এআইইউডিএফও আজ এই ইস্যুতে আলোচনার দাবি জানিয়েছিল। কিন্তু তাঁরা কংগ্রেসের থেকে পৃথক অবস্থান নিয়েছিলেন। কংগ্রেস এবং এআইইউডিএফের মধ্যে এই দূরত্ব সম্প্রতি কংগ্রেস কর্তৃক গঠিত বিরোধী দলগুলির মহাজোটকে কেন্দ্র করে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, মহাজোট এআইইউডিএফ এবং তৃণমূল কংগ্রেসকে বাদ গঠন করা হয়েছে। এই কারণেই এআইইউডিএফ প্রশ্নপত্র ফাঁস ইস্যুকে সমর্থন করেও কংগ্রেস থেকে দূরত্ব বজায় রেখেছিল। এদিকে, বিরোধীদের হট্টগোলের মধ্যে শাসক দল বিজেপি, অগপ এবং ইউপিপিএল এর বিধায়করাও স্পিকারের আসনের কাছে পৌঁছে বিরোধীদের বিরোধিতা করে তোলপাড় শুরু করেন। শাসক দল এবং বিরোধীদের হট্টগোলের মধ্যে অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারি আজকের নির্ধারিত কর্মের অংশ হিসাবে রাজ্যপালের ভাষণে ধন্যবাদ প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করার জন্য সমস্ত পক্ষের জন্য সময় নির্ধারণের ঘোষণা করে ১০ মিনিটের জন্য সদনের কার্যক্রমণিকা স্থগিত করেন।

কাঠগোদাম স্টেশন উত্তরাখণ্ডের কুমায়ুন অঞ্চলের প্রবেশদ্বার

গোরখপুর ১৩ মার্চ ঃ উত্তরাখণ্ড রাজ্যটি উত্তর পূর্ব এবং উত্তর রেলওয়ের কর্মক্ষেত্রে অবস্থিত। কাঠগোদাম, টানাকপুর, রামনগর, লালকুয়ান, দেরাদুন, হরিদ্বার, রুরকি, ঋষিকেশ হল উত্তরাখণ্ডের প্রধান রেলওয়ে স্টেশন। এর মধ্যে কয়েকটি স্টেশন ধর্মীয় ও পর্যটনের দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ।
নৈনিতাল, রানিক্ষেত, ভুওয়ালি, জিম করবেট ন্যাশনাল পার্ক, বদ্রিনাথ, কেদারনাথ, যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, হেমকুন্ড সাহেব, মনসুরি, হরিদ্বার ইত্যাদি এই স্টেশনগুলি দ্বারা পরিষেবা দেওয়া হয়।
কাঠগোদাম স্টেশন হল একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন, যা উত্তরাখণ্ডের কুমায়ুন অঞ্চলের প্রবেশদ্বার, যেখান দিয়ে প্রতি বছর প্রায় ০৭ লক্ষ যাত্রী যাতায়াত করে।
কাঠগোদাম থেকে উদ্ভূত প্রধান ট্রেনগুলির মধ্যে রয়েছে কাঠগোদাম দিল্লি উত্তরাঞ্চল যোগাযোগ ক্রান্তি, কাঠগোদাম-জয়সালমের রানিক্ষেত এক্সপ্রেস, কাঠগোদাম-হাওড়া বাগ এক্সপ্রেস, কাঠগোদাম-দেরাদুন এক্সপ্রেস।
কাঠগোদাম রেলওয়ে স্টেশন ১৮৮৪ সালে রোহিলখণ্ড এবং কুমায়ুন রেলওয়ের অধীনে অস্তিত্ব লাভ করে। বর্তমানে উত্তরাখণ্ডে ৩৪৭ কিলোমিটার পথ রয়েছে। এটি একটি ব্রডগেজ যা ১০০ শতাংশ বিদ্যুতায়িত হয়েছে। ফলস্বরূপ, লাইন হাউল খরচ আড়াই গুণ কমেছে, পরিবহন ক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে, বিভাগীয় ক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে, বৈদ্যুতিক লোকো, বৈদ্যুতিক লোকো পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় হ্রাস করা হয়েছে, শক্তি সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব পরিবহন ব্যবস্থা হয়েছে। ডিজেল আমদানির ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস এবং বৈদেশিক মুদ্রাও সাশ্রয় হচ্ছে। ঋষিকেশ থেকে কর্ণপ্রয়াগ পর্যন্ত নতুন লাইন নির্মাণের কাজ চলছে, যা ভারতীয় রেলের আরেকটি বড় অর্জন হবে, চারধাম তীর্থযাত্রার রুট ভারতীয় রেলের মানচিত্রে আসবে। ভারতীয় রেলওয়ের শতভাগ বিদ্যুতায়িত নেটওয়ার্কের অধীনে, বিদ্যুতায়নের সাথে এই নতুন লাইন নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
উত্তরাখণ্ড রাজ্যের অন্যান্য প্রধান ট্রেনগুলির মধ্যে রয়েছে নন্দা দেবী এক্সপ্রেস, হরিদ্বার এক্সপ্রেস, মুসৌরি এক্সপ্রেস, কুমায়ুন এক্সপ্রেস, দুন এক্সপ্রেস এবং শতাব্দী এক্সপ্রেস, যা দেশের বিভিন্ন অংশে অবস্থিত রাজ্য এবং শহরগুলির সাথে সুবিধাজনক সংযোগ প্রদান করে, এইভাবে রাজ্যে পর্যটন ব্যবসার প্রচার করে।

গোরখপুরে ১০ হাজার কোটি টাকার ১৮টি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং উদ্বোধন করলেন গড়করি

গোরখপুর, ১৩ মার্চ ঃ সোমবার গোরক্ষপুরে ১০ হাজার কোটিরও বেশি ব্যয়ের ১৮টি জাতীয় মহাসড়ক প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতিন গড়করি। এতে ৪,৪৩০ কোটি টাকার ১০টি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথও। মুখ্যমন্ত্রী আদিত্যনাথকে ভগবান কৃষ্ণের সাথে তুলনা করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গড়করি আইনশৃঙ্খলা জোরদার করার জন্য তাঁর নেওয়া পদক্ষেপের প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন,

পৃথিবীতে যখনই সমাজকে দমন করার জন্য অপশক্তি মাথা তুলেছে, তখনই তাদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য এমন এক ব্যক্তিত্বের অবতীর্ণ হয়েছে, যারা এসব অপশক্তিকে শেষ করেছে। বর্তমানে আদিত্যনাথও তাই করছেন। দুষ্টকে হত্যা করে আইনশৃঙ্খলা কড়াকড়ি করে সমাজকে স্বস্তি দেওয়ার কাজ করছেন। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, ২০২৪ সালের মধ্যে উত্তরপ্রদেশের রাস্তাগুলো আমেরিকার রাস্তার মতো হবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গড়করি কাজের প্রশংসা করে মুখ্যমন্ত্রী আদিত্যনাথ বলেন, তার জাতীয় মহাসড়কগুলোর দ্রুত নির্মাণ করা এবং তাদের একটি নতুন উচ্চতা দেওয়ার জন্য কৃতিত্ব অভিনন্দন জানান।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পণ্য লোডিং ১৭.৭ শতাংশ বৃদ্ধি

মালিগাঁও, ১৩ মার্চ ঃ পণ্য লোডিংয়ের ক্ষেত্রে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ক্রমাগতভাবে অগ্রগতি লাভ করছে এবং ২০২৩-এর ফেব্রুয়ারি মাসে ০.৯৫৭ মিলিয়ন টন (এমটি) লোড করেছে। এই অর্থবর্ষের এপ্রিল, ২০২২ থেকে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ১০.৮০৭ এমটি লোড করেছে। বিগত বর্ষের একই সময়ের ৯.১৮৩ এমটির তুলনায় এই বৃদ্ধি ১৭.৭ শতাংশ বেশি। ফেব্রুয়ারি, ২০২৩এ কয়লা লোডিংয়ের বৃদ্ধি ঘটেছে ৪.৮ শতাংশ এবং অন্যান্য রাজস্ব কিছু পণ্য সামগ্রীর লোডিং বিগত বর্ষের একই সময়ের তুলনায় একটি ভালো ব্যবধানে বৃদ্ধি ঘটেছে। সংশ্লিষ্ট মাসে খাদ্য শস্য ৪২.৩ শতাংশ, কন্টেইনার ৩৭.৫ শতাংশ, ডোলোমাইট লোডিংয়ে ৯.৪ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটেছে। বর্তমান আর্থিক বর্ষে এপ্রিল, ২০২২ থেকে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত বিগত বর্ষের একই সময়ের তুলনায় কয়লা লোডিং ৩৩২ শতাংশ, ডোলোমাইট লোডিং

১০.১ শতাংশ বেশি হয়েছে। সার লোডিং ১১.৬ শতাংশ, পিওএল লোডিং ১২.১ শতাংশ, কন্টেইনার লোডিং ১৩.১ শতাংশ ও অন্যান্য সামগ্রীর লোডিং ১৭ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটেছে। একটি উল্লেখযোগ্য কর্মক্ষমতা প্রদর্শনে প্রথমবারের জন্য আলিপুরদুয়ার ডিভিশন বর্তমান আর্থিকবর্ষে ৩০০ কোটি টাকারও অধিক পণ্য রাজস্ব তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়াও, কাটিহার, লামডিং, তিনসুকিয়া ও রঙিয়া ডিভিশনও বর্তমান আর্থিকবর্ষে পণ্য রাজস্ব হিসেবে যথাক্রমে ৩২২ কোটি, ২৭৮ কোটি, ২৩০ কোটি ও ২১৬ কোটি টাকা তৈরি করেছে। পণ্য লোডিং ও আনলোডিং বৃদ্ধি এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে সচল করে রেখেছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের গুরুত্বপূর্ণ সেকশনগুলিতে দ্বৈতকরণের কাজ দ্রুতগতিতে পরিচালনা হওয়ায় ফলে পণ্যবাহী লোডিং বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অত্যাবশ্যকীয় ও অন্যান্য সামগ্রীর চলাচলও বৃদ্ধি লাভ করেছে।

বিধানসভার কার্যক্রমণিকায় ব্যাঘাত সৃষ্টির দায়ে এক দিনের জন্য বহিষ্কৃত বিধায়ক শেরমান

গুয়াহাটি, ১৩ মার্চ ঃ বিধানসভার কার্যক্রমণিকায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করার অভিযোগে এক দিনের জন্য সদন থেকে বাঘবরের বিধায়ক শেরমান আলিকে বহিস্কার করেছেন অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারি।আজ অসম বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় দিন মাধ্যমিক পরীক্ষার সাধারণ বিজ্ঞান বিষয়ের প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়াকে কেন্দ্র করে শুরু থেকেই হইহট্টগোল চলছিল। এর মধ্যে বাঘবরের বিধায়ক শেরমান আলির আচরণ চরমে ওঠে। প্রশ্নকালের সময় শেরমান আলি গত ২৬ ডিসেম্বর সত্রকানরায় প্রশাসন কর্তৃক ৪০০ বিঘা জমিতে উচ্ছেদ অভিযান সম্পর্কিত প্রশ্ন উত্থাপন করে হইহট্টগোলের পারদ চড়ানোর চেষ্টা করেন। সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে যে জবাব তাঁকে দেওয়া হয়েছিল, তাতে তিনি সন্তুষ্ট নন। তাঁর প্রশ্ন, যে ৪০০ বিঘা জমি খালি করা হয়েছে, এতে কতজন পরিবার উচ্ছেদের শিকার হয়েছেন? যাঁদের উচ্ছেদ করা হয়েছে, তাঁদের কেউই জবরদখলদারী নন, দাবি শেরমানের।হুলস্থুলের মধ্যে বিভাগীয় মন্ত্রী যোগেন মোহন জানান, মোট ৪৫টি পরিবারকে সরকারি জমি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে।

অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্প বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে, শ্রী দীপক নিগম, বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার, শিয়ালদহ, বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সাথে ১২.০৩.২০২৩ তারিখে কলকাতা টার্মিনাল স্টেশন পরিদর্শন করেছেন।

শ্রী এম এস হাশমি, বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার, খড়গপুর, খড়গপুর বিভাগে সমগ্র ব্রডগেজ নেটওয়ার্কের ১০০ শতাংশ বিদ্যুতায়ন অর্জনের বিষয়ে একটি প্রেস কনফারেন্স করছেন।

অসুস্থ মহিলা যাত্রীকে সাহায্য করে মেট্রো স্টাফ

১৩ মার্চ ঃ ০৯.০৩.২০২৩ তারিখে প্রায় ১৭,৩৮ টায়। মহাত্মা গান্ধী রোড মেট্রো স্টেশনে, প্রায় ৫৬ বছর বয়সী একজন মহিলা যাত্রী প্ল্যাটফর্মের সিঁড়িতে পিছলে পড়ে যান এবং সামান্য আঘাত পান। তার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার পরে, কর্তব্যরত আরপিএফ এবং এই স্টেশনের স্টেশন কর্মীরা তার সাহায্যে ছুটে আসেন এবং তাকে চিকিৎসার জন্য স্টেশন মাস্টারের অফিসে নিয়ে আসা হয়। সঙ্গে সঙ্গে তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। স্টেশন কর্মীদের দেওয়া ফোন নম্বরে তার সহকর্মীর সাথে যোগাযোগ করা হয়েছিল। মাঝে মাঝে, তিনি সুস্থ বোধ করেন এবং বাড়ি যেতে চান।এরই মধ্যে তার সহকর্মী স্টেশন মাস্টারের কক্ষে এসে আহত যাত্রীকে শনাক্ত করেন। তিনি তাকে বাড়িতে নিয়ে যেতে চান। সমস্ত ধরণের আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পরে, তাকে তার কাছে হস্তান্তর করা হয়।এই স্টেশন ছাড়ার আগে, তিনি সদয় সহযোগিতা এবং সময়মত সাহায্যের জন্য মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান।

Name Change

I, DEVENDRA PD JAJODIA (old name) S/O R.D. JAJODIA(Old Name) Resident of 11, Raja Santosh Road, PO & PS-Alipore, Kolkata-700027 WEST BENGAL, India I have changed my & my father's name to (shall henceforth be known as)DEVENDRA PRASAD JAJODIA S/o KESHER DEO JAJODIA, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Metropolitan Magistrate at Calcutta on 13/03/2023. DEVENDRA PD JAJODIA S/O R.D. JAJODIA and DEVENDRA PRASAD JAJODIA S/o KESHER DEO JAJODIA both are same and one identical person.

Name Change

I, KUM YASMIN BEGAM KHAN (old name) W/O AFZAL NAAZ Resident of Vill-Rajarampur, PO-Shibram Nagar, Haldia, East Medinipur-721635 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as)YASMEEN KHAN, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 13/03/2023. KUM YASMIN BEGAM KHAN and YASMEEN KHAN both are same and one identical person.

Name Change

I, JAHANGIR ALI MULLICK alias JAHANGIR MULLICK alias JAHANGIR MALLIK (old name) S/O GOLAM HOSSIAN MALLICK Resident of PURBA BHAGBATIPUR,PS CHANDITALA,HOOGHLY-712701 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as)JAHANGIR MALLICK, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 13/03/2023. JAHANGIR ALI MULLICK, JAHANGIR MULLICK, JAHANGIR MALLIK and JAHANGIR MALLICK both are same and one identical person.

Name Change

I, AZIZUL MALI (old name) S/O ABDUL MANNAN MALI Resident of PASCHIM MALI PARA,PO BARTALA,RABINDRANAGAR,DIAMOND HARBOUR-700018 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as)AZIZUL ISLAM MALI, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 13/03/2023. AZIZUL MALI and AZIZUL ISLAM MALI both are same and one identical person.

Name Change

I, MD ABDUR RAHIM(old name) S/O PIJIR ALI BAIDYA resident of Vill– JIRAN GACHHA, PO-HATISALA, PS-KASHIPUR, DIST-24 PGS(SOUTH), PIN-700135 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as)MD ABDUR RAHIM BAIDYA(DOB-15.11.1950), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 13/03/2023. MD ABDUR RAHIM and MD ABDUR RAHIM BAIDYA both are same and one identical person.

Name Change

I, A CHATTERJEE(old name) S/O NILMONY CHATTERJEE presently residing at95/1, Sarat Ghosh Garden Road, Kolkata-700039WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as)ALOKE CHATTERJEE, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 13/03/2023. A CHATTERJEE and ALOKE CHATTERJEEboth are same and one identical person.

Name Change

I, MD GOLAM NABI(old name) S/O MD ABDUR RAHIM BAIDYA resident of Vill – JIRAN GACHHA, PO-HATISALA, PS-KASHIPUR, DIST-24 PGS(SOUTH), PIN-700135 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as)MD GOLAM NABI BAIDYA(DOB-08.03.1992), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 13/03/2023. MD GOLAM NABI and MD GOLAM NABI BAIDYAboth are same and one identical person.

Name Change

I, SANJAY DAW (old name) S/O LATE BAIDYA NATH DAW Resident of 7/3, Doctor Lane, near Taltala Bazar, PO-Entally, PS-Taltala, Kolkata-700014 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SANJOY DAW, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 13/03/2023. SANJAY DAW and SANJOY DAW both are same and one identical person.

Name Change

I, MD SHAIK HUZZAMAN (old name) S/O SABER AHAMED ABBASI resident of Vill- Nazarpur, PO-Kantapukur, HOWRAH-711303 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as)KAZI SHAIKHUZZAMAN ABBASI, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 13/03/2023. MD SHAIK HUZZAMAN and KAZI SHAIKHUZZAMAN ABBASI both are same and one identical person.

Name Change

I, URMILA SINGH (old name) D/O BAIJNATH SINGH Resident of 140/H/3 BELIAGHATA ROAD,PO-TANGRA, PS-NARKELDANGA, Kolkata, 700015 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SANTI SINGH, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 13/03/2023. URMILA SINGH and SANTI SINGH both are same and one identical person.

Name Change

I, RAJIV RANJAN KUMAR(old name) resident of AC-127, SECTOR-1, SALT LAKE, BIDHANNAGAR, PIN-700064 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as)RAJIV RANJAN KUMAR ROY, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 13/03/2023. RAJIV RANJAN KUMAR and RAJIV RANJAN KUMAR ROY both are same and one identical person.

Name Change

I, NAREN MONDAL(old name) S/O NANIGOPAL PAUL Resident of Vill + PO- Palla, PS- Gopalnagar, Dist-N 24 Pgs-743701 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as)NAREN PAUL, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 13/03/2023. NAREN MONDAL and NAREN PAUL both are same and one identical person.

Name Change

I, ANURADHA PRIYA DARSHANI (old name) W/o RAJIV RANJAN KUMAR ROY resident of AC-127, SECTOR-1, SALT LAKE, BIDHANNAGAR, PIN-700064 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as)ANURADHA PRIYADARSHANI ROY, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 13/03/2023. ANURADHA PRIYA DARSHANI and ANURADHA PRIYADARSHANI ROY both are same and one identical person.

Name Change

I, DIPTI RANI MONDAL(old name) D/O MAHAJAN ROY Resident of Vill + PO- Palla, PS- Gopalnagar, Dist-N 24 Pgs-743701 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as)NIRODASI PAUL, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 13/03/2023. DIPTI RANI MONDAL and NIRODASI PAUL both are same and one identical person.

Name Change

I, MUSTAQUE ALAM(old name) S/o MUKHTAR ALAM resident of 37, TOPSIA ROAD, KOLKATA-700039WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as)MUATAK ALAM, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 13/03/2023.MUSTAQUE ALAMand MUATAK ALAM both are same and one identical person.

Name Change

I, PULIN MONDAL(old name) S/O KARTICK PAUL Resident of Vill + PO- Palla, PS- Gopalnagar, Dist-N 24 Pgs-743701 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as)NANIGOPAL PAUL, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 13/03/2023. PULIN MONDAL and NANIGOPAL PAUL both are same and one identical person.

রূপচর্চা ও ফ্যাশন

রং খেলার পর ত্বক জেল্লা হারিয়েছে? রাতারাতি হাল ফেরাতে কি করবেন

দোলে জমিয়ে রং খেলেছেন অনেকেই। চোখে, মুখে, চুলে নানা রং, নানারকম আবির। রং খেলার সময় ভুলেই গিয়েছেন এরপর ত্বকের কী হাল হবে। আর এবার হঠাৎ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখলেন ত্বক থেকে জেল্লা উড়ে গিয়েছে। এবার কি করবেন বাবছেন তাই না? কোনও চিন্তা করবেন না। খুব সহজে বাড়িতেই কিছু বিউটি টিপস দেবো মেনে চলুন। ঝটপট ফিরে আসবে ত্বকের জেল্লা। হলুদমধুর ফেসপ্যাক ত্বকে জেল্লা ফেরাতে এই ফেসপ্যাক দারুণ কাজ করে। রাতারাতি ফিরে আসবে ত্বকের জেল্লা। কীভাবে মাখবেন জেনে নিন। এক চামচ মধুর সঙ্গে মিশিয়ে নিন এক চিমটে হলুদ। ভাল করে মিশিয়ে নিন। তারপর মুখে ভাল করে মেখে নিয়ে আধঘণ্টা মতো রাখুন। তারপর ঠান্ডা জলে মুখ ধুয়ে নিন। ডিমের খোসা নিন। কিছুক্ষণ জলে ভিজিয়ে রাখুন। মিক্সার গ্রাইন্ডারে দিয়ে গুঁড়ো করে নিন। এরপর এর মধ্যে ডিমের কুসুম মিশিয়ে একটা পেস্ট তৈরি করুন। এরপর কিছু পরিমাণ বেসন দিন। একটু মধু, অল্প হলুদ ব্যবহার করুন। এবার সব কটা মিশিয়ে নিয়ে একটি ফেসপ্যাক তৈরি করুন। একটু ফ্রিজে রেখে ঠান্ডা ঠান্ডা ব্যবহার করুন এই ফেসপ্যাক। শুষ্ক ত্বকে দারুণ কাজ করে কলা। একটা কলাকে চটকে নিয়ে তারমধ্যে কিছুটা পরিমাণ মধু মিশিয়ে নিন। আর কিছু পরিমাণ কফি মিশিয়ে ফেসপ্যাক তৈরি করুন। কিছুক্ষণ মুখে লাগিয়ে ঠান্ডা জলে ধুয়ে নিন। এতে ত্বক ঝকঝকে হয়ে উঠবে। কলার খোসার মধ্যে কিছু পরিমাণ কফি এবং মধু ঢেলে দিন। সেই খোসাটা নিয়ে স্ক্রাবারের মতো করে মুখে ঘষতে থাকুন কয়েক মিনিট। এতে ত্বক ঝকঝকে হবে এবং বলিরেখা পড়বে না। বাদাম, বিট দিয়ে তৈরি করুন আই লাইনার!

বিয়ে বাড়ি হোক বা অন্য কোনও উপলক্ষ, একটুআধটু মেকআপ সকলেই করে থাকেন। আর সাজসজ্জার অঙ্গ হিসেবে চোখের মেকআপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুন্দর আই মেকআপ মুখের সৌন্দর্য এক লহমায় অনেকগুণ বাড়িয়ে দিতে পারে। চোখকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে তুলতে আমরা প্রথমেই যে প্রসাধনীটি ব্যবহার করি, তা হল আই লাইনার। চোখের উপরের পাতায় সুন্দর করে আই লাইনার দেখতেও বেশ ভাল লাগে। কিন্তু কোথাও বেরোনোর সময় দেখলেন আপনার সাধের আই লাইনারটাই শেষ হয়ে গেছে। ব্যস, মাথায় হাত! না চিন্তার কোনও কারণ নেই। মাত্র কয়েকটি উপকরণ দিয়ে খুব সহজে বাড়িতেই লাইনার তৈরি করতে পারবেন আপনি। কী ভাবে? রইল কয়েকটি সহজ টিপস।

কোকো পাউডার আই লাইনার- এক চামচ কোকো পাউডারের সঙ্গে সামান্য নর্মাল জল বা গোলাপ জল মেশান ভালো ভাবে। একেবারে পাতলা করবেন না। মিশ্রণটি যাতে ঘন থাকে। এবার চোখে লাগান ঘরে তৈরি এই আই লাইনার। এই লাইনারের রঙ কালোর পরিবর্তে গাঢ় বাদামি বা খয়েরি হবে।

বিটের রস দিয়ে তৈরি আই লাইনার- অর্ধেক বিট মিক্সিতে দিয়ে পেস্ট করে নিন। তারপর বিটের পেস্ট থেকে রস বের করুন। এক চামচ বিটরুটের রসের সঙ্গে দুই চা চামচ অ্যালোভেরা জেল মেশান ভালো করে। এবার চোখে লাগান ঘরে তৈরি এই আই লাইনার।

চারকোল আই লাইনার- রূপচর্চায় যুগ যুগ ধরে ব্যবহার হয়ে আসছে চারকোল। ফেসওয়াশ, ফেস মাস্ক বা ফেস স্ক্রাবের অন্যতম উপকরণ চারকোল। এই অ্যাক্টিভেটেড চারকোল দিয়েই তৈরি করতে পারবেন আই লাইনার। একটা ছোটো বাটিতে ২-৩টে চারকোল ক্যাপসুল ভেঙে নিন। তার মধ্যে মিশিয়ে নিন নারকেল তেল। দু'টো উপকরণ ভালো করে মিশিয়ে জেলের মতো মিশ্রণ তৈরি করুন। এই জেল আই লাইনার হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন।

কুমকুম পাউডার আই লাইনার- পুজোর কাজে কুমকুম পাউডার খুব কাজে লাগে। এই কুমকুম পাউডার দিয়েও তৈরি করা যায় আই লাইনার। ছোট পাত্রে কুমকুম পাউডার নিয়ে, তার মধ্যে সামান্য গোলাপ জল মিশিয়ে নিন। এটাই আই লাইনার হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। চুল দ্রুত লম্বা করতে চান? রোজকার ডায়েটে রাখুন এই ৬ বীজ! আমরা যা কিছু খাই তার প্রভাব স্বাস্থ্যের পাশাপাশি ত্বক ও চুলেও দেখা দেয়। চুল পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টি না পেলে শুষ্ক, রুক্ষ, নিস্তেজ হয়ে পড়ে। চুল আরও বেশি ঝরতে থাকে। চুলের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। তাই চুলে যাতে সঠিক পরিমাণ পুষ্টি সরবরাহ হয়, তার জন্য চুল ও স্ক্যাল্পের ঠিকমতো যত্ন নিন এবং রোজকার ডায়েটে পুষ্টিগুণ সম্পন্ন খাদ্য অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করুন। বিভিন্ন ধরনের বীজ হল পুষ্টির পাওয়ার হাউস। চুলে পুষ্টি যোগাতে আপনার রোজকার ডায়েটে বিভিন্ন ধরনের বীজ রাখতেই পারেন।

বীজে ওলিক অ্যাসিড, প্রোটিন, আয়রন, বায়োটিন, ক্যালশিয়াম, ভিটামিন এ এবং ই, জিঙ্ক ছাড়াও আরও অনেক পুষ্টিগুণ রয়েছে। সেই কারণেই বিভিন্ন বীজ আমাদের চুলের বৃদ্ধির জন্য যাদুকরী ওষুধ! আসুন জেনে নেওয়া যাক, চুলের যত্নে কোন কোন বীজ ডায়েটে রাখতে পারেন

তিলের বীজ- চুলে সঠিক পুষ্টি সরবরাহ হলেই চুল ও স্ক্যাল্প থাকবে সুস্থ, আর চুলের বৃদ্ধিও হবে দ্রুত। কালো এবং সাদা তিলের বীজ খনিজ, ভিটামিন এবং ফ্যাটি অ্যাসিডে পরিপূর্ণ। এগুলি চুল উজ্জ্বল ও মজবুত করে।

কালো জিরা-জার্নাল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনে প্রকাশিত গবেষণায় দেখা গেছে, কালো জিরা চুলের ফলিকলে পুষ্টি যোগায়, চুলের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এবং চুল পড়া কমায়। এর অ্যান্টিফাঙ্গাল এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্য সুস্থ রাখে, আর স্ক্যাল্পের সংক্রমণও প্রতিরোধ করে।সূর্যমুখী বীজ- সূর্যমুখী বীজও খুব পুষ্টিকর। এই বীজে জিঙ্ক এবং ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড রয়েছে, যা চুলের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

মেথি বীজ- মেথি বীজ চুল পড়া কমায়, চুলের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এবং খুশকি দূর করে। এতে রয়েছে প্রোটিন, নিয়াসিন, অ্যামিনো অ্যাসিড এবং পটাশিয়াম। এই উপাদানগুলি চুল সুস্থ রাখে।

কুমড়োর বীজ-জিঙ্ক, সেলেনিয়াম, কপার, ভিটামিন এ, বি এবং সি'তে ভরপুর কুমড়োর বীজ। এই উপাদানগুলিই চুল পড়া কমায় এবং উজ্জ্বল করে তোলে।ফ্ল্যাক্সসিড- ফ্ল্যাক্সসিডও চুল পড়া কমায় এবং চুলের বৃদ্ধি ঘটায়। তাছাড়া, রক্তে শর্করা এবং কোলেস্টেরল চুল পড়ার অন্যতম কারণ হতে পারে। ফ্ল্যাক্সসিড এই সব শারীরিক সমস্যা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে, যে কারণে চুল পড়া অনেকটাই কমে। ফ্ল্যাক্সসিড ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, ফাইবার, প্রোটিন, ম্যাগনেশিয়াম, ক্যালশিয়াম, ফসফরাস সমৃদ্ধ। এই সব গুণের কারণেই চুলের ফলিকল খুব ভালো থাকে।

ত্বকের লক্ষণ দেখে বোঝা যাবে শরীরের হাল হকিকত!

বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, ত্বকের নানা লক্ষণ দেখেই বোঝা যায় শরীরের মধ্যে কোন রোগ বাসা বেঁধেছে। তাই ত্বকের যতই যত্ন নিন না কেন, শরীরে ভিতরের কোনও সমস্যা থাকলে তার প্রভাব চেহারায় পড়বেই। মুখে ব্রণ, র‍্যাশ, দাগছোপ, শুষ্ক ত্বক, এ সবই কিন্তু শরীরের অভ্যন্তরীণ কোনও গোলযোগকে চিহ্নিত করে। এমনকী ফোলা চোখের কোল, চোখের নীচে কালি, এ সবও শারীরিক সমস্যার লক্ষণ। তাই শত রুপচর্চা করলেও কমবে না এই সব সমস্যা, বরং চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়াই ভালো। কিন্তু কী ভাবে বুঝবেন, আপনার ত্বকের নানা সমস্যার পিছনে শারীরিক গোলযোগ আছে কি না? আসুন জেনে নেওয়া যাক এ ব্যাপারে।ব্রণ-ব্রণের সমস্যায় পুরুষ এবং নারী নির্বিশেষে প্রায় সকলেই ভোগেন। বিশেষত তৈলাক্ত ত্বকে ব্রণ, ফুসকুড়ি, ব্রেকআউট লেগেই থাকে। কারণ তৈলাক্ত ত্বকের ছিদ্র বা পোর্স বন্ধ হয়ে যায়। আর এর ফলেই বাড়তে থাকে

ব্রণের সংখ্যা। এ ছাড়া, বয়ঃসন্ধি, হরমোনের ভারসাম্যহীনতা, মেনোপজ, পিরিয়ডের সমস্যা এবং অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার কারণে ব্রণ হতে পারে। পলিসিস্টিক ওভারি সিন্ড্রোমের কারণেও মুখে ব্রণ দেখা দেয়। অতিরিক্ত স্ট্রেসের ফলে ত্বকে অ্যান্ড্রোজেন হরমোন ক্ষরণ হয়। ফলে তৈলাক্ত ত্বক আরও বেশি তৈলাক্ত হয়ে ওঠে। যে কারণে ব্রণপিম্পল আরও বেশি হয়।একজিমা-একজিমা এমন একটি চর্মরোগ, যা ত্বককে লাল করে তোলে। একজিমার ফলে ত্বক শুষ্ক, জ্বালা এবং চুলকানি হয়। মানসিক চাপ বা অত্যধিক স্ট্রেসের ফলে একজিমা হতে পারে। অ্যালার্জির প্রতিক্রিয়াও হতে পারে। একবার একজিমা হলে তা সহজে সারতে চায় না।সোরিয়াসিস- সোরিয়াসিস হল, ত্বকের বিভিন্ন জায়গায় সাদা আঁশের মতো খসখসে শুকনো অংশ। এতে ত্বক লালচে হয়ে ফুলে ওঠে। তার উপর থেকে আঁশের মতো ছাল উঠতে থাকে। অটো ইমিউন ডিজঅর্ডার থেকে এই ধরনের ত্বকের সমস্যা হয়।

আসল দলিল নেই বিশ্বভারতীর কাছে

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ১৩ মার্চ ঃ নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেনের পিতা আশুতোষ সেন এক দশমিক পঁচিশ ডেসিমেল জমির অধিকারী। বাকি তেরো ডেসিমেল জমি লিজে দেওয়া জমির অতিরিক্ত এবং তা ফেরতযোগ্য। এই দাবি বার বার নোটিশ মারফৎ বিশ্বভারতী নোবেলজয়ীকে জানিয়েছে। কিন্তু শেষমেশ তথ্য জানার অধিকারে নীলকণ্ঠ মণ্ডল নামে মালদার এক বাসিন্দা তথা আইনের এক পড়ুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আবেদন করেন। তার প্রেক্ষিতে যে নথি তার কাছে এসেছে তাতে পরিস্কার বিশ্বভারতীর কাছে এক জেরক্স কপি ছাড়া আসল কোনো দলিল নেই, যার ভিত্তিতে ঐ জমি নিয়ে বিশ্বভারতী এমন জোরালো আবেদন করতে পারে। আবেদনকারী নীলকণ্ঠ মণ্ডল জানান, বিশ্বভারতী জগৎ বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান। বিভিন্ন দেশের পড়ুয়ারা এখানে আসেন। তার একটা ঐতিহ্য ও সম্মান আছে। পাশাপাশি, নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেনের মতো বিশ্ববরেণ্য মানুষের একটি সম্মান আছে। সামান্য তেরো ডেসিমেল জায়গা নিয়ে যা হচ্ছে তা বাঞ্চনীয় নয়। তাই সত্যটা জানতে আমি তথ্য জানার অধিকারে বিশ্বভারতীর কাছে আবেদন করি। বিশ্বভারতী তার উত্তরে মোট চারটি উত্তরের মধ্যে দুটি উত্তরে জানায় যে ১৯৪৩ সালে নিরানব্বই বছরের লিজে অমর্ত্য সেনের বাবার নামে যে জমি দেওয়া হয় তার পরিমাণ এক দশমিক পঁচিশ ডেসিমেল। কিন্তু তৃতীয় পক্ষের অন্তর্ভূক্তির যুক্তি দেখিয়ে বিশ্বভারতীর প্রামাণ্য দিতে অস্বীকার করেন এস্টেট অফিসার তথা জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার-২। পাশাপাশি, তথ্য বা প্রামাণ্য চাক্ষুষ করতে আবেদনকারীকে আসতে বলা হয়। কিন্তু যে তারিখে হাজির হওয়ার কথা বলা হয়, সেই তারিখ পার হয়ে আবেদনকারীর কাছে চিঠি আসে। এর পর ইমেইল মারফৎ বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে জানালে চলতি বছরের ১০ মার্চ হাজিরার তারিখ দেওয়া হয়। আবেদনকারী নীলকণ্ঠ মণ্ডল বলেন, এস্টেট অফিসে গিয়ে লিজ দলিলের অথেনটিকেটেড কপি দেখতে চাইলে ওনারা জেরক্স কপি দেখান, সেই জেরক্স দলিলের ৫ নম্বর পাতায় নিচের দিকে জমির পরিমাণ ১.২৫ একর লেখা হলে ও সেই পাতার উপরের অংশ ও নিচের অংশের টাইপিং এ দুরকম লেখা আমার চোখে পড়ে। এই বিষয়ে আমি এস্টেট অফিসের জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারকে জিজ্ঞেস করলে উনি জানান এই দলিলের জেরক্স নাকি ওনারা অমর্ত্য সেনের কাছ থেকেই পেয়েছেন, এ ছাড়া কোনো অথেনটিকেটেড দলিল অফিসে নেই।

অবৈধ নির্মান ভাঙল বর্ধমান পৌরসভা

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৩ মার্চ ঃ হাইকোর্টের নির্দেশে বর্ধমানে অবৈধ নির্মাণ ভাঙলো বর্ধমান পৌরসভা। বর্ধমান শহরের শ্রীপল্লী কালিবাড়ির পাশে বেশ কয়েকটি দোকান অবৈধভাবে নির্মানের অভিযোগ উঠে আসে কয়েক বছর ধরে। এই বিষয়ে মামল চলছিলো আদালতে। অবশেষে ওই মামলায় রায় অনুসারে সোমবার বর্ধমান পৌরসভা ভেঙে দেয় ওই দোকানগুলি। স্থানীয়দের অভিযোগ, ওই অবৈধ নির্মাণের জায়গাটি স্থানীয় ক্লাব ও ক্লাব সংলগ্ন শিশুদের পার্ক ছিল। এই জায়গাটি স্থানীয় কোন প্রভাবশালী নেতার মদতে মোটা আর্থিক লেনদেনের মাধ্যেমে এই দোকান ঘরগুলি তৈরী হয়েছিল। ১০ মার্চ পৌরসভার পক্ষ থেকে দোকানগুলি ভাঙার নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই নির্দেশ কার্যকর করতে বর্ধমান পৌরসভা ও বর্ধমান থানার পুলিশ অভিযান চালায়। পৌরসভার আনা বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দেওয়া হয় এই অবৈধ দোকানগুলি। যদিও দোকানদাররা বলেন, সমস্তটাই পৌরসভা তার নিজের ইচ্ছামত কাজ করছে। বহু কষ্ট করে তারা এই দোকানগুলি এখানে করছে এবং এই দোকানগুলি করেই তাদের সংসার চলে। দোকান চালাতে গিয়ে নিয়েছেন বড় অংকের লোন। এই দোকান ভাঙাতে তারা এখন দুশ্চিন্তায় জর্জরিত। স্থানীয় বাসিন্দা তথা শুভাশিস মোহন্ত বলেন, দীর্ঘদিন ধরে দোকানগুলি এখানে আছে। পরেশ চন্দ্র সরকার যখন এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ছিলেন তখন তিনি দোকানগুলি করতে দিয়েছিলেন। এখন তিনি বর্ধমান পৌরসভার চেয়ারম্যান। তাহলে এখন প্রশ্ন হল এমন কি হলো যে তিনি নিজেই করতে বলেন এবং নিজেই এখন ভাঙছেন। যারা এই দোকানগুলি করেছে তারা খুব গরিব মানুষ এই করেই তারা তাদের সংসার চলে। মহিলা দোকানদার বলেন, এখানেই তিন-চারটি দোকান আছে তার মধ্যে আমার দোকানটাও ভেঙ্গে দেওয়া হচ্ছে। পরেশবাবু ইচ্ছাকৃত এই জিনিসটি করলেন, আমাদের আজকে পথে বসিয়ে দিলেন। অনেক ধার দেনা করে আমরা এই দোকানগুলি চালাতাম। এখন কি করবো সেটাই সবথেকে বড় চিন্তা। বর্ধমান পৌরসভার চেয়ারম্যান পরেশচন্দ্র সরকার বলেন, আমরা কোন ব্যক্তিগত আক্রোশ বা নিজদের উদ্যোগে এই দোকান গুলি ভাঙা হয়নি। হাইকোর্টের নির্দেশে এই অবৈধ দোকানগুলি ভাঙা হয়েছে। কেউ যদি এই বিষয়ে কোন অভিযোগ করে সেটা অবশ্যই প্রমাণ সাপেক্ষ হতে হবে। দোকানগুলি ভাঙা পড়েছে বলে হয়তো তারা আক্ষেপে আমার বিরুদ্ধে দু'এক কথা বলেছে। যারা বলেছে তারা বয়সে ছোট, তাই তাদের অভিমানের কথা বলেছে। আমার ওদের বিরুদ্ধে কোন রকম অভিযোগ নাই।

বীরভূমে উদ্ধার হল তাজা বোমা ও বিস্ফোরক

দুরন্ত বার্তা, তারাপীঠ, ১৩ মার্চ ঃ ফের বীরভূমের গ্রাম থেকে বামা উদ্ধার করল পুলিশ। ইতিমধ্যেই বোম স্কোয়াডকে খবর দেওয়া হয়েছে। বোম স্কোয়াড এসে বোমাগুলি নিস্ক্রিয় করবে বলে জানা গিয়েছে। ঝুঁকি এড়াতে এলাকাটি ঘিরে রেখেছে পুলিশ। প্লাস্টিকের চারটি বালতিতে এই বোমাগুলি রাখা ছিল বলে জানা গিয়েছে। সোমবার সকাল থেকেই সেই বোমাগুলি কোথা থেকে এল কিভাবে এল সেই নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পঞ্চায়েত ভোটের আগে প্রায় বোমা উদ্ধার হচ্ছে। রাজ্যের একাধিক জেলার তালিকার মধ্যে বোমা উদ্ধারের তালিকায় প্রথম সারিতে বীরভূম। আর ফের বোমা উদ্ধার হয়েছে এবার বীরভূমে। তারাপীঠ থানার খামেডডা গ্রাম থেকে প্রচুর বোমা উদ্ধার করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে খামেডডা কোয়েল পুকুরের ধার থেকে এই বোমাগুলি উদ্ধার করা হয়েছে। প্লাস্টিকের চারটি বালতিতে এই বোমাগুলি রাখা ছিল বলে জানা গিয়েছে। সম্প্রতি পাড়ুই থানার ভেড়ামারি গ্রাম থেকে তিনটি প্লাস্টিকের ড্রাম ভর্তি বোমা উদ্ধার করে পাড়ুই থানার পুলিশ। বোমা যেখান থেকে উদ্ধার করা হয়, সেই এলাকা প্রথমে ঘিরে রেখেছিল পুলিশ। পাশাপাশি কিছুদিন আগে শুধুই বোমা উদ্ধার নয়, বোমা বিস্ফোরণও হয়েছিল বীরভূমের ওই এলাকায়। পাড়ুইয়ের এই ভেড়ামারি গ্রামেই তৃণমূলের অঞ্চল কমিটির সদস্য শেখ হাফিজুলের বাড়ির গোয়াল ঘরে বোমা বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণের তীব্রতায় প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় গোয়ালঘর। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই ছিল যে, তাঁর বিকট শব্দ ১২ থেকে ১৪ কিলোমিটার দূরে বোলপুরেও শোনা গিয়েছিল বলে জানানো হয়েছিল পুলিশের তরফে। এদিকে রবিবার রাতে নাকা চেকিংয়ের সময় মোটর বাইকের ডিকি থেকে পাঁচ কেজি বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধার করলো রামপুরহাট থানার পুলিশ। দমকা-মুনসুবা রোডের ঝনঝনিয়া মোড়ে নাকা চেকিংয়ের একটি মোটর সাইকেলে দুই জন আরোহী ছিল। নাকা চেকিং দেখে ওই বাইক আরোহী পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। পুলিশের তৎপরতায় তাদের আটক করে তাদের গাড়ির ডিকি খুলে পরীক্ষা করা হয়। ডিকি খুললে দেখা যায়, তিনটে প্লাস্টিক প্যাকেট আলাদা আলাদা রঙের গুঁড়ো পদার্থ আছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায় যে, মুর্শিদাবাদ থেকে ওই বোমের মশলাগুলি ঝাড়খণ্ড নিয়ে যাচ্ছিলো ধৃত ব্যক্তিরা। ধৃতদের বাড়ি মাড়গ্রামে এবং যথারীতি ওই বোমের মশলা রাখার জন্য কোনো বৈধ কাগজ দেখাতে পারে নি তারা। এই ধরনের বেআইনি বিস্ফোরক রাখার অভিযোগে ওই দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয় এবং ওই বিস্ফোরক ভর্তি প্যাকেটগুলো বাজেয়াপ্ত করা হয়, যার আনুমানিক ওজন ০৫ কিলো। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, ওই পাঁচ কিলো বিস্ফোরক থেকে অন্তত ৫০ থেকে ৬০টি ক্রুড বোমা তৈরী করা যেত। বীরভূম জেলার নতুন পুলিশ সুপার ভাস্কর মুখোপাধ্যায় জানান, রুটিন মাফিক প্রতিনিয়ত নাকা চেকিং চলছে।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ১১৪-ইএল-জি-কেজিপি-২২-২৩-২৯, তারিখ : ১০.০৩.২০২৩। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে নিম্নলিখিত কাজের জন্য আইটেমের ক্ষেত্রে উল্লেখিত তারিখে দুপুর ৩টের পূর্বে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন এবং দুপুর ৩.৩০ মিনিটে খোলা হবে। কাজের বিবরণ: কেজিপি/কেজিপি-র ভিতর বিভিন্ন হেরিটেজ ভবনের উন্নয়নের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ। টেন্ডার মূল্য: ৮,৩৪,৪০২.৫৫ টাকা। ইএমডি : ১৬,৭০০ টাকা। টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য : শূন্য। কাজ শেষের মেয়াদ : স্বীকৃতি পত্র ইস্যুর তারিখ থেকে ৬ মাস। জমা করার তারিখ : ০৫.০৪.২০২৩ তারিখ দুপুর ৩টে পর্যন্ত। খোলার তারিখ : ০৫.০৪.২০২৩। টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিস্তারিত বিবরণ, স্পেসিফিকেশনের জন্য ইচ্ছুক টেন্ডারদাতা www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাঁদের দরপত্র জমা করবেন। এই কাজটির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার কোনভাবেই গৃহীত হবে না। দ্রষ্টব্য : সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে [illegible] নিয়মিতভাবে "www.ireps.gov.in" দেখতে পারেন। (PR-1191)

নামখানা গ্রাম পঞ্চায়েত
শিবনগর আবাদ, নামখানা
Mail: namkhanagp@gmail.com

নামখানা গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে প্রধান এলাকার বিভিন্ন কাজের জন্য 15 th FC Tied & PBG_IBRD Fund থেকে ই-দরপত্র আহ্বান করছেন।
1) NIT-24/NAMGP/2022-23
2) NIT-25/NAMGP/2022-23
বিস্তারিত জানার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে যোগাযোগ করুন বা https://wbtenders.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।
স্বা /- প্রধান
নামখানা গ্রাম পঞ্চায়েত

OFFICE OF THE PRADHAN
MANKIARY GRAM PANCHAYAT
VILL: MANKIARY, PO.: THAKURSIMA, DIST.: PURULIA (W.B.)
UNDER ARSHA DEVELOPMENT BLOCK
TENDER NOTICE
NIT No.: MGP/NIT-06/2022-23 dt. 13/03/2023
Sealed tender in prescribed tender form of Mankiary GP is hereby invited from the eligible, reliable and bonafied contractors for some works in Mankiary GP area. The schedule of the tender process is as follows. 1. Date and Time of Tender Form Issue: **13/03/2023 to 22/03/2023 upto 1:30pm.** 2. Date and Time of Dropping Tender Form: **13/03/2023 to 22/03/2023 upto 2pm.** 3. Date and time of opening of the tender : **22/03/2023 at 2:30pm.** The list of schemes & other details will be available in the office notice board of the undersigned.
Sd/- Upa-Pradhan-In-Charge
Mankiary Gram Panchayat

E-Tender Notice
NIT No-111/SUSU/2023 dt-03/03/2023
112/SUSU/2023 dt-03/03/2023
113/SUSU/2023 dt-03/03/2023
&
120/SUSU/2023 dt-11/03/2023
Online Bids are invited for the year 2022-23 from the bonafide contractors for Listed Works under 15 th FC(Tied) & 15 th FC (Untied). Last Date of Paper Submission **20-03-2023 For (NIT No-111,112,113) & 22-03-2023 For (NIT No-120)** details information contact.
Sd/- Prodhan
SUSUNIA GRAM PANCHAYAT

OFFICE OF THE JHALDA-II PANCHAYAT SAMITY
At-Kotshila, PO-Jiudaru, PS-Kotshila, Dist.-Purulia, 723213
Memo. No. 225/1(14)/EO/JLD-II, Dated: 13/03/2023
Notice
Executive Officer, Jhalda-II Panchayat Samity invites E-tender as follows: **NIeT No.-12(e)/EO/JLD-II/2022-23 (dt 23.02.2023)** as a 2nd Call along with cancellation of the previous one through Corrigendum and Retender, for 1 no. of scheme **(Tender ID 2023_ZPHD_480888_16)** within the jurisdiction of Jhalda-II Panchayat Samity. Last Date of tender submission is **27.03.2023 up to 5-00 pm** respectively. Details may be obtained from website: **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Executive Officer
Jhalda-II Panchayat Samity

হালিসহর এবং কল্যাণীর মধ্যে স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালিংসহ ৩য় লাইন চালু করার জন্য ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ

হালিসহর এবং কল্যাণীর মধ্যে স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালিং সহ ৩য় লাইন চালু করার জন্য, ১৫.০৩.২০২৩ থেকে ১৯.০৩.২০২৩ পর্যন্ত নন-ইন্টারলকিং কাজ করা হবে। ফলস্বরূপ, শিয়ালদহ - রানাঘাট শাখায় নৈহাটি এবং কল্যাণীর মধ্যে ট্রেনের জমায়েত এড়াতে ট্রেন চলাচলের নিম্নলিখিত ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১৫.০৩.২০২৩ ও ১৬.০৩.২০২৩ (বুধবার ও বৃহস্পতিবার)

ট্রেন বাতিলঃ আপ ট্রেনঃ রানাঘাটঃ ৩১৬১১, ৩১৬১৩। কৃষ্ণনগর সিটি লেডিস স্পেশালঃ ৩১৮০১। শান্তিপুরঃ ৩১৫১১, ৩১৫৩৭। কৃষ্ণনগর সিটি ঃ ৩১৮২৭, ৩১৮১৩। রানাঘাট লেডিস স্পেশাল ঃ ৩১৬০১। **ডাউন ট্রেনঃ** রানাঘাট ঃ৩১৬১৬, ৩১৬৩৪। রানাঘাট লেডিস স্পেশালঃ ৩১৬০২। শান্তিপুর ঃ ৩১৫১২, ৩১৫৩৮ (কেবলমাত্র ১৫.০৩.২০২৩) এবং ৩১৫৪২ (কেবলমাত্র ১৬.০৩.২০২৩)। কৃষ্ণনগর সিটিঃ ৩১৮০২, ৩১৮২৪ ও ৩১৮৩৮। ব্যারাকপুরঃ ৩১২৪২। **১৬.০৩.২০২৩ তারিখে ট্রেনের পুনঃনির্ধারণ ঃ** ডাউন লালগোলা - শিয়ালদহ (০৩১৭২) ১৮০ মিনিটের জন্য পুনঃনির্ধারিত হবে অর্থাৎ লালগোলা থেকে রাত ১০টা ১৫ মিনিটের পরিবর্তে শুক্রবার মধ্যরাত্রি ০১টা ১৫ মিনিটে ছাড়বে।

১৭.০৩.২০২৩ (শুক্রবার)

মদনপুর এবং কাঁচরাপাড়া ডাউন লাইনের মধ্যে সকাল ৬টা ২৫ মিনিট পর্যন্ত ট্রাফিক ব্লক। ট্রেন বাতিলঃ আপ ট্রেনঃ রানাঘাটঃ ৩১৬১১, ৩১৬১৩। কৃষ্ণনগর সিটি লেডিস স্পেশালঃ ৩১৮০১। শান্তিপুরঃ ৩১৫১১, ৩১৫৩৭। কৃষ্ণনগর সিটি ঃ ৩১৮১৫, ৩১৮২৭, ৩১৮১৩। গেদে ঃ ৩১৯১১। রানাঘাট লেডিস স্পেশাল ঃ ৩১৬০১। **ডাউন ট্রেনঃ** রানাঘাটঃ ৩১৬১২, ৩১৬৩৪। রানাঘাট লেডিস স্পেশাল ঃ ৩১৬০২। শান্তিপুরঃ ৩১৫১২, ৩১৫৪২। কৃষ্ণনগর সিটি ঃ ৩১৮০২, ৩১৮১২, ৩১৮২৪, ৩১৮৩৮। গেদেঃ ৩১৯১২। ব্যারাকপুরঃ ৩১২৪২। **ট্রেনের পুনঃনির্ধারণ ঃ (i) ডাউন** ৩১৫১৪ শান্তিপুর-শিয়ালদহ ৪০ মিনিটের জন্য পুনঃনির্ধারিত হবে অর্থাৎ শান্তিপুর থেকে সকাল ৪টা ৪৬ মিনিটের পরিবর্তে সকাল ০৫টা ২৬ মিনিটে ছাড়বে। **(ii) ডাউন** ৩১৯১৪ গেদে - শিয়ালদহ ২০ মিনিটের জন্য পুনঃনির্ধারিত হবে অর্থাৎ গেদে থেকে সকাল ৫টা ০২ মিনিটের পরিবর্তে সকাল ০৫টা ২২ মিনিটে ছাড়বে। **(iii) ডাউন** ৩১৮১৪ কৃষ্ণনগর সিটি - শিয়ালদহ ২৫ মিনিটের জন্য পুনঃনির্ধারিত হবে অর্থাৎ কৃষ্ণনগর সিটি থেকে সকাল ৫টার পরিবর্তে সকাল ০৫টা ২৫ মিনিটে ছাড়বে। **(iv) ডাউন** লালগোলা - শিয়ালদহ (০৩১৭২) ১৮০ মিনিটের জন্য পুনঃনির্ধারিত হবে অর্থাৎ লালগোলা থেকে রাত ১০টা ১৫ মিনিটের পরিবর্তে শনিবার মধ্যরাত্রি ০১টা১৫ মিনিটে ছাড়বে।

১৮.০৩.২০২৩ (শনিবার)

মদনপুর এবং কাঁচরাপাড়া ডাউন লাইনের মধ্যে সকাল ০৫টা ২৫ মিনিট পর্যন্ত ট্রাফিক ব্লক। ট্রেন বাতিলঃ আপ ট্রেনঃ রানাঘাটঃ ৩১৬১১, ৩১৬১৩। কৃষ্ণনগর সিটি লেডিস স্পেশালঃ ৩১৮০১। শান্তিপুরঃ ৩১৫১১, ৩১৫৩৭। কৃষ্ণনগর সিটি ঃ ৩১৮১৩, ৩১৮২৭ রানাঘাট লেডিস স্পেশাল ঃ ৩১৬০১। **ডাউন ট্রেনঃ** রানাঘাটঃ ৩১৬১২, ৩১৬৩৪। রানাঘাট লেডিস স্পেশাল ঃ ৩১৬০২। শান্তিপুর ঃ ৩১৫১২, ৩১৫৩৮। কৃষ্ণনগর সিটিঃ ৩১৮০২, ৩১৮২৪, ৩১৮৩৮। ব্যারাকপুরঃ ৩১২৪২। **ট্রেনের পুনঃনির্ধারণ ঃ (i) ডাউন** ৩১৯১২ গেদে - শিয়ালদহ, ২০ মিনিটের জন্য পুনঃনির্ধারিত হবে অর্থাৎ গেদে থেকে ভোর ৩টে ৫০ মিনিটের পরিবর্তে সকাল ০৪টা ১০ মিনিটে ছাড়বে। **(ii) ডাউন** ৩১৮১২ কৃষ্ণনগর সিটি - শিয়ালদহ, ১৫ মিনিটের জন্য পুনঃনির্ধারিত হবে অর্থাৎ কৃষ্ণনগর সিটি থেকে সকাল ৪টা ২০ মিনিটের পরিবর্তে সকাল ০৪টা ৩৫ মিনিটে ছাড়বে।

১৯.০৩.২০২৩ (রবিবার)

ট্রেন বাতিলঃ আপ ট্রেনঃ রানাঘাটঃ ৩১৬১১। শান্তিপুরঃ ৩১৫১১, ৩১৫৩৭। কৃষ্ণনগর সিটি ঃ ৩১৮২৭। **ডাউন ট্রেনঃ** রানাঘাট ঃ ৩১৬১৬। শান্তিপুর ঃ ৩১৫১২ ও ৩১৫৩৮। কৃষ্ণনগর সিটিঃ ৩১৮২৪। ব্যারাকপুরঃ ৩১২৪২।

দ্রষ্টব্যঃ (ক) ১৫.০৩.২০২৩ তারিখ থেকে এনআই কাজ চলাকালীন, ১৬.০৩.২০২৩ ও ১৭.০৩.২০২৩ তারিখ ছাড়া, ডাউন ০৩১৭২ লালগোলা - শিয়ালদহ ৯০ মিনিটের জন্য পুনঃনির্ধারিত হবে অর্থাৎ লালগোলা থেকে রাত ১০টা ১৫ মিনিটের পরিবর্তে রাত ১১টা ৪৫ মিনিটে ছাড়বে। (খ) ১৫.০৩.২০২৩ তারিখ থেকে এনআই কাজ চলাকালীন মেন লাইন শাখার সকল ইএমইউ ট্রেন পথিমধ্যে সব স্টেশনে থামবে। (গ) **এনআই কাজ চলাকালীন ট্রেনের সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ এবং শুরু ঃ** (১) ৩১৩১৭ শিয়ালদহ - কল্যাণী সীমান্ত, কল্যাণী সীমান্তের পরিবর্তে নৈহাটিতে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে এবং ৩০১২৮ কল্যাণী সীমান্ত - মাঝেরহাট, কল্যাণী সীমান্তের পরিবর্তে নৈহাটি থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে। (২) ৩৪০৫৬ কল্যাণী সীমান্ত - বজবজ, কল্যাণী সীমান্তের পরিবর্তে ব্যারাকপুর থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে। **এই ট্রেনগুলি ছাড়া ১৫.০৩.২০২৩ তারিখ থেকে এনআই কাজ চলাকালীন সব কল্যাণী সীমান্ত ইএমইউ ট্রেন বাতিল থাকবে।**

কল্যাণী এবং কল্যাণী সীমান্তের মধ্যে একটি ইএমইউ ট্রেন সকাল ০৫টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত নিম্নলিখিত সময়সূচী অনুযায়ী চলবেঃ

ট্রেন নং.	কল্যাণী থেকে ছাড়বে	কল্যাণী সীমান্তে পৌঁছাবে	ট্রেন নং.	কল্যাণী সীমান্ত থেকে ছাড়বে	কল্যাণীতে পৌঁছাবে
আপ প্যা. স্পে.	০৫:২৮	০৫:৪৩	ডাউন প্যা. স্পে.	০৬:০২	০৬:১২
আপ প্যা. স্পে.	০৬:৪৪	০৭:০০	ডাউন প্যা. স্পে.	০৭:১০	০৭:২০
আপ প্যা. স্পে.	০৭:৪৪	০৭:৫৮	ডাউন প্যা. স্পে.	০৮:১৪	০৮:২৬
আপ প্যা. স্পে.	০৮:৩৩	০৮:৪৮	ডাউন প্যা. স্পে.	০৯:১৫	০৯:২৫
আপ প্যা. স্পে.	০৯:৪৬	১০:০০	ডাউন প্যা. স্পে.	১০:১২	১০:২২
আপ প্যা. স্পে.	১০:৩৩	১০:৫২	ডাউন প্যা. স্পে.	১১:০৭	১১:১৭
আপ প্যা. স্পে.	১২:৩৮	১২:৫২	ডাউন প্যা. স্পে.	১৩:১৮	১৩:৩১
আপ প্যা. স্পে.	১৩:৪৫	১৪:০৩	ডাউন প্যা. স্পে.	১৪:১৬	১৪:২৬
আপ প্যা. স্পে.	১৫:৫৭	১৬:১০	ডাউন প্যা. স্পে.	১৬:৩২	১৬:৪২
আপ প্যা. স্পে.	১৬:৫৩	১৭:০৬	ডাউন প্যা. স্পে.	১৭:৩২	১৭:৪৩
আপ প্যা. স্পে.	১৮:০৮	১৮:২০	ডাউন প্যা. স্পে.	১৯:০৭	১৯:১৭
আপ প্যা. স্পে.	১৯:৩১	১৯:৪৬	ডাউন প্যা. স্পে.	২০:০২	২০:১২
আপ প্যা. স্পে.	২০:১৫	২০:৩৪	ডাউন প্যা. স্পে.	২১:১৪	২১:২৪
আপ প্যা. স্পে.	২১:২৮	২১:৪০	ডাউন প্যা. স্পে.	২২:১২	২২:২২

অসুবিধার জন্য দুঃখিত।
ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, শিয়ালদহ
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

NOTICE INVITING TENDER NO:
NIeT-07(Sl-13)(2 nd Call)/E.O/J.P.S/2022-23
E-tenders are invited by the undersigned from the bonafied contractors for PCC ROAD FROM KALI MANDIR TO SANARAM MAHATO HOUSE DURMA, under Joypur Panchayat Samity. Period for downloading of bid documents **13/03/2023 to 20/03/2023 up to 11.00 AM.** Period for submission of bid documents **up to 11.00AM of 20/03/2023** & the time & date of opening of Technical bid on **22/03/2023 at 11.00 A.M.** The Financial bid to be notified. For details intending participants may contact to the office of The undersigned or visit website **www.wbtenders.gov.in** in any working day before the Last date for submission of bid documents.
Sd/- Executive officer
Joypur Panchayat Samity

বেগমপুর গ্রাম পঞ্চায়েত
(চণ্ডীতলা-২নং ব্লকের অধীন)
গ্রাম ও পোঃ-বেগমপুর, জেলা-হুগলী (প.ব.)
TENDER NOTICE
e-Tenders are invited from reputed and eligible bidders for civil works under Begampur GP area, Chanditala-2 dev. Block, Hooghly. For details login to https://wbtenders.gov.in/
Sd/- Pradhan
Begampur Gram Panchayet

কিলবার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড
CIN: L24232WB1987PLC042956
রেজি. অফিস ঃ চার ম্যাঙ্গো লেন, সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ সরণী, কলকাতা-৭০০০০১
টেলি. নং. ০৩৩-২২৩১৩৩৩৭ / ২২৩১৩৪৫০, ফ্যাক্স নং. ০৩৩-০৩৩-২২৩১৪৭৬৮
E-mail :cs@kilburnengg.com Website : www.kilburnengg.com

বিজ্ঞপ্তিতে সংশোধনী
অতিরিক্ত-সাধারণ সাধারণ সভা (ইজিএম)-এর

সূত্র অনুসারে নোটিস তারিখ ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ অতিরিক্ত-সাধারণ সাধারণ সভা মে. কিলবার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড এর শেয়ারহোল্ডারদের যা অনুষ্ঠিত হবে ২০ মার্চ, ২০২৩ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি)/ অন্যান্য অডিও ভিজুয়াল মাধ্যমে (ওএভিএম) (এরপর উল্লেখ হবে নোটিস), শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন প্রাপ্তির জন্য নোটিসে উল্লেখিত বিষয়ে। নোটিসে উল্লেখিত পরিবর্তন/ সংস্করণ লক্ষ্য করা গিয়েছে যা সংশোধনী হিসাবে সূচিত করা হয়েছে সমস্ত স্টেকহোল্ডার / শেয়ারহোল্ডারদের।

রেজোলিউশান নং. ৩ (প্রথম প্যারা, পাতা নং.৩) ঃ ''.......উল্লেখিত প্রস্তাব বরাদ্দ হয়েছে প্রোমোটার গ্রুপে.....'' যা পরিবর্তিত হবে ''.......উল্লেখিত প্রস্তাব বরাদ্দ হয়েছে প্রোমোটার গ্রুপ / পাবলিক ক্যাটাগরিতে.....''

বিস্তৃত বিবরণীতে প্রস্তাবিত রেজোলিউশান আইটেম নং. ২ এবং ৩ ইজিএম নোটিস সংক্রান্ত যা প্রস্তাবিত অগ্রাধিকারমূলক বিষয় ইক্যুইটি শেয়ারে এবং রূপান্তরিত হবে ওয়ার‍্যান্ট হিসাবে প্রস্তাবিত বিনিয়োগকারীদের জন্য, উল্লেখিত সংশোধনীগুলি আনা হয়েছে।

ক. পাতা নং. ১১ ঃ ডিসক্লোজার পয়েন্ট নং. ২ যা অসাবধানতাবশথঃ উল্লেখ হয়েছে ''রূপান্তরিত ওয়ার‍্যান্ট যা জারি করা হবে তার সংখ্যা'', যেহেতু উভয় ইক্যুইটি শেয়ার এবং রূপান্তরিত ওয়ার‍্যান্ট জারি হয়েছে, এবং উল্লেখ্য টাইটেল পয়েন্ট নং. ২, যা পড়তে হবে ''**জারি হওয়া সিকিউরিটিজের মোট সংখ্যা।**''

খ. পাতা নং. ১৩ ঃ ডিসক্লোজার পয়েন্ট নং. ৯, প্রস্তাবিত বরাদ্দের শেয়ারহোল্ডারদের বিস্তারিত (যা হল টাস্ক ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড) রূপান্তরের পর সমস্ত রূপান্তরিত ওয়ার‍্যান্ট ভুল উল্লেখ হয়েছে, মুদ্রণ ভুলের জন্য। সুতরাং, উল্লেখিত সংস্করণ সাধিত হয়েছে রেজোলিউশানের বিস্তৃত বিবরণীর অংশে।

রূপান্তরিত ওয়ার‍্যান্টস ঃ

প্রস্তাবিত বরাদ্দ নাম	বর্তমান ইক্যুইটি শেয়ার সংখ্যা	% শেয়ার মূলধন	প্রস্তাবিত ইক্যুইটি শেয়ার সংখ্যা ওয়ার‍্যান্ট রূপান্তরের পর)	% রূপান্তরের পর শেয়ার মূলধন
ফার্স্টভিউ ট্রেডিং প্রাইভেট লিমিটেড	১,২০,৭০,০০০	৩৩.৭১%	১,৪১,০৫,২৯৪	৩৪.৩৯%
একতা ক্রেডিট প্রাইভেট লিমিটেড	২,৫০,০০	০.৭০%	৮,৩৮,২৩৫	২.০৪%
ভিভায়া এন্টারপ্রাইজ প্রাইভেট লিমিটেড	২,৫০,০০	০.৭০%	৮,৩৮,২৩৫	২.০৪%
খিবরাজ মোটরস প্রাইভেট লিমিটেড	৬,১০,০০	১.৭০%	১১,১০,০০০	২.৭১%
টাস্ক ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড	৪,৪৩,২৪১	১.২৪%	১৪,৪৩,২৪১	৩.৫২%
বংশীধর বদ্রীদাস মোদি প্রাইভেট লিমিটেড	০	০	৫,০০,০০০	১.২২%

গ. পাতা নং. ১৩ / ১৪ ঃ ডিসক্লোজার পয়েন্ট নং. ১২, জারি-পূর্ব এবং জারির পর শেয়ারহোল্ডিং প্যাটার্ন কোম্পানির, সাব-মোট জারি-পূর্ব প্রোমোটারস ধরে রেখেছে যার উল্লেখ হয়েছে ২,০২,১৩৭ যা ছাপার ভুল, সঠিক রাশি হবে ২,০৩,৯২,১৩৭। আরও, জারি-পূর্ব নন-প্রোমোটারস হোল্ডিং (সাব টোটাল বি) যা উল্লেখ হয়েছে ১,৫৪,১৬,৫১২, ছাপার ভুলে, সঠিক সংখ্যা হবে ১,৫৪,১৬,৪৫৭।

সংশোধিত এবং আসল ইজিএম নোটিস পাঠানো হয়েছে শেয়ারহোল্ডারদের অতিরিক্ত সাধারণ সাধারণ সভার জন্য যা অনুষ্ঠিত হবে ২০ মার্চ, ২০২৩ অনুমোদনের জন্য। এই সংশোধনী আরও দেখা যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে- www.kilburnengg.com, স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটে যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে www.evotingindia.com।

বোর্ডের আদেশানুসারে
কিলবার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড-এর পক্ষে
অরবিন্দ বাজোরিয়া
কোম্পানি সচিব
সদস্যপদ নং. ঃ এ১৫৩৯০

কলকাতা
১৩ মার্চ, ২০২৩

MUTHOOT FINCORP LTD. | সোণা নিলাম সূচনা
Regd. Office: Muthoot Centre, TC No 27/3022, Punnen Road, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695001.
CIN : U65929KL1997PLC011518, Ph: +91 471 4911400, 2331427

এতদ্বারা সবাইকে সূচনা দেয়া হচ্ছে যে 31.03.2022 & MSGL, SPL-16, One plus, Guide Prepaid, Super value, ADGL and all other 6 months tenure Gold loans up to 30.06.2022 and MSGB, SME Suvarna & EMI due up to 31.12.2022 পর্যন্ত নিম্নোক্ত শাখাগুলিতে যেগুলি সোণা বন্ধক স্বরূপ জমা ছিল যাদের দায়মোচনের জন্যে পরিশোধ করার অন্তিম তারিখ পার হয়ে গেছে এবং বারংবার সূচিত করা স্বত্তেও দায়মোচনের জন্যে পরিশোধ করা হয়নি ওই সোণাগুলি 22.03.2023 & 23.03.2023 তারিখে সকাল 10 টা থেকে নিলাম করা হবে।

Auction Date: 22.03.2023 - NORTH 24 PARGANAS DISTRICT - BARASAT-DAKBANGLO MORE: F17075, F17251, F17299, F17307, F17417, F17418, F17428, F17497, F17513, F17567, F17570, F17612, F17621, F17622, F17646, F17658, F17665, F17670, F17672, F17709, F17732, F17740, F17742, F17766, F17767, F17768, F17769, F17782, F17798, F17803, F17814, F17830, F17832, F17837, F17840, F17852, F17854, F17864, F17866, F17891, F17904, F17907, F17908, F17916, F17919, F17926, F17934, F17937, F17944, F17947, F17956, F17959, F17960, F17968, F17994, F18000, F18005, F18007, F18011, F18012, F18014, F18022, F18032, F18033, F18050, F18056, F18057, F18058, F18061, F18062, F18075, F18078, F18081, F18082, F18083, F18098, F18112, F18113, F18114, F18115, F18116, F18118, F18121, F18123, F18143, F18153, F18164, F18175, F18182, F18195, F18206, F18231, F18234, F18261, F18295, F18360, F18380, F18391, F18400, F18405, F18479, F18484, F18490, F18491, F18499, F18500, F18514, F18549, F18559, F18560, F18561, F18578, F18582, F18644, F18646, F18647, F18677, F18678, F18692, F18696, F18751, F18759, F18791, F18805, F18834, [illegible] F6823, F6824, F6829, F6830, F6838, F6840, F6843, F6895, F6896, F6903, F6928, F6932, F6949, F6954, F6966, F6975, F6976, F6985, F6989, F6996, F7001, F7005, F7006, F7007, F7008, F7009, F7022. **NAIHATI-WEST BENGAL:** F1824, F1878, F2970, F3022, F3045, F3121, F3148, F3285, F3317, F3333, F3372, F3422, F3430, F3453, F3462, F3468, F3470, F3529, F3576, F3584, F3606, F3633, F3649, F3788, F3883, F3909, F3930, F3932, F3938, F3949, F3961, F3970, F3981, F3982, F3994, F3995, F4000, F4027, F4054, F4101, F4166, F4194. **RAJARHAT:** F3257, F3335, F3356, F3478, F3570, F3575, F3584, F3678, F3696, F3719, F3723, F3731, F3744, F3749, F3750, F3759, F3776, F3786, F3787, F3790, F3800, F3848, F3918, F3934, F3981, F3998, F4013, F4046, F4059, F4114, F4147, F4207, F4221, F4263, F4294, F4305. **WEST BENGAL-SHYAM NAGAR:** F23396, F30473, F30474, F30716, F30952, F30964, F31139, F31202, F31240, F31314, F31331, F31356, F31511, F31682, F31778, F31795, F31798, F31811, F31812, F31833, F31853, F31854, F31865, F31919, F31991, F32021, F32066, F32083, F32084, F32094, F32095, F32096, F32105, F32120, F32123, F32140, F32148, F32151, F32190, F32200, F32206, F32238, F32246, F32250, F32257, F32260, F32265, F32269, F32272, F32274, F32278, F32281, F32292, F32307, F32313, F32314, F32315, F32316, F32337, F32346, F32352, F32371, F32399, F32400, F32402, F32403, F32406, F32409, F32422, F32424, F32429, F32432, F32433, F32440, F32447, F32450, F32451, F32454, F32456, F32458, F32461, F32463, F32465, F32469, F32472, F32475, F32486, F32487, F32489, F32490, F32501, F32517, F32525, F32543, F32553, F32554, F32570, F32573, F32576, F32578, F32581, F32595, F32596, F32606, F32612, F32613, F32616, F32617, F32618, F32623, F32631, F32632, F32633, F32634, F32635, F32636, F32650, F32651, F32654, F32657, F32659, F32665, F32667, F32670, F32672, F32683, F32684, F32688, F32705, F32714, F32716, F32718, F32719, F32723, F32731, F32732, F32733, F32742, F32746, F32834, F32835, F32909, F32941, F33041, F33080, F33128, F33134, F33193, F33204, F33244, F33371, F33388, F33408, F33507, F33684, F33688, F33697, F33746, F33771, F33846, F33849, F33853, F33903, F33924, F33926, F33929, F33961, F33972, F34020, F34030, F34039, F34042, F34078, F34083, F34096, F34108, F34127, F34132, F34133, F34152, F34201, F34232, F34242, F34262, F34268, F34301, F34302, F34368, F34377, F34476, F34492, F34500, F34520, F34538, F34573, F34577, F34647, F34686, F34691, F34697, F34702, F34707, F34712, F34714, F34758, F34769, F34790, F34794, F34831, F34840, F34841, F34850, F34875, F34923, F34937, F34955, F34969, F34975, F34988, F34997, F35002, F35006, F35024, F35026, F35058, F35063, F35099, F35105, F35108, F35114, F35120, F35123, F35131, F35132, F35135, F35147, F35148, F35153, F35188, F35199, F35200, F35207, F35217, F35222, F35231, F35232, F35235, F35236, F35305, F35309, F35313, F5637, F5920, F5930, F6067, F6579, F7349.

নিলাম যথাযথ শাখাগুলিতে সম্পন্ন করা হবে। অনুগ্রহ করে জ্ঞাত হোন যে যদি কোনো কারণে একই দিনে নিলাম সম্পূর্ণ না হলে 25.03.2023 & 27.03.2023 at 10.00 am at **NORTH 24 PARGANAS DISTRICT:** Muthoot FinCorp Ltd., Ground Floor, 164 BT Road, Holding No.705, Kolkata, West Bengal - 700108. **NADIA DISTRICT:** Muthoot FinCorp Ltd., First Floor 13 No, M M Ghosh Street, Nadia, West Bengal - 741101. এই ঠিকানায় এই নিলাম সম্পন্ন করা হবে। যেগুলি ব্যক্তি নিলাম ডাকবে সবাইকে ফটো পরিচয় পত্র, প্যান কার্ড দেখানোর জন্যে অনুরোধ করা হচ্ছে। যে ব্যক্তি নিলামে সফল হওয়া ব্যক্তি আর টি জি এস (RTGS) এর মাধ্যমে টাকা স্থানান্তরণ করতে হবে।
মুথুট ফিনকর্প লিমিটেড

রোহিতদের ‘উপহার’ গতবারের স্বপ্নভঙ্গকারী উইলিয়ামসনদের

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল খেলবে রোহিতরা

আমেদাবাদ, ১৩ মার্চঃ টানা দ্বিতীয় বার। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ভারত। ফাইনালে ভারত-অস্ট্রেলিয়া মুখোমুখি হবে। ইন্দোর টেস্ট জিতে ফাইনাল আগেই নিশ্চিত করেছিল অস্ট্রেলিয়া। কোনও অঙ্ক ছাড়াই ফাইনাল নিশ্চিত করতে ভারতকে এই সিরিজ ৩-১ ব্যবধানে জিততে হত। তবে ভারতের কাজ অনেকটাই সহজ করে দেয় নিউজিল্যান্ড। দ্বিতীয় দল হিসেবে ফাইনালে যাওয়ার দৌড়ে ভারতের সঙ্গে ছিল শ্রীলঙ্কাও। তার জন্য নিউজিল্যান্ডের মাটিতে টেস্ট সিরিজ ২-০ ব্যবধানে জিততে হত শ্রীলঙ্কাকে। কিন্তু প্রথম টেস্টে নিউজিল্যান্ডের নাটকীয় জয় শ্রীলঙ্কাকে ছিটকে দিল। শেষ বল থ্রিলারে শ্রীলঙ্কাকে হারাল নিউজিল্যান্ড। এর ফলেই ভারতের ফাইনাল নিশ্চিত হয়ে যায়। যদিও পরিস্থিতি যা ছিল, শ্রীলঙ্কাও জিততে পারত। নিউজিল্যান্ড বনাম শ্রীলঙ্কা প্রথম টেস্ট রুদ্ধশ্বাস সমাপ্তি হল। তিনটি রেজাল্টই সম্ভব ছিল। শেষ অবধি লাস্ট বল থ্রিলার জিতল নিউজিল্যান্ড। দিনের শুরুতে কিছুটা অস্বস্তি ছিল বৃষ্টির কারণে। চতুর্থ ইনিংসে নিউজিল্যান্ডের জয়ের জন্য লক্ষ্য ছিল ৭০ ওভারে ২৮৫। চতুর্থ দিনের শেষে নিউজিল্যান্ডের স্কোর ছিল ২৮-১ (১৭ ওভার)। শেষ দিন ৫৩ ওভারে লক্ষ্য দাঁড়ায় ২৫৭ রান। জয়ের জন্য প্রয়োজন ওভার প্রতি ৪-এর উপর রান। শেষ দিনে এই রান তাড়া করা খুবই কঠিন। বৃষ্টির কারণে শেষ দিনের খেলা শুরু হয় অনেক দেরিতে। তারপরও কোনও রেজাল্ট হবে এমন প্রত্যাশা হয়তো অনেকেই করেননি। ম্যাচ এগতেই রুদ্ধশ্বাস হয়ে দাঁড়ায়। দলীয় ৯০ রানে ৩ উইকেট হারায় নিউজিল্যান্ড। চতুর্থ উইকেটে ১৫৭ বলে ১৪২ রান যোগ করেন কেন উইলিয়ামসন ও ড্যারেল মিচেল। ম্যাচ জমিয়ে দেয় শ্রীলঙ্কা। ড্যারেল মিচেলকে ফেরান অসিতা ফার্নান্ডো। কিছুক্ষণের ব্যবধানে টম ব্লান্ডেলকেও ফেরান ফার্নান্ডো। কিছুটা চাপ বাড়ে কিউয়ি শিবিরে। কিন্তু ক্রিজে কেন উইলিয়ামসন থাকায় তখনও আশা ছিল নিউজিল্যান্ডের। বল এবং প্রয়োজনীয় রানের দূরত্ব কমতে থাকে। শেষ ১৯ বলে লক্ষ্য দাঁড়ায় ২৪ রান। মাইকেল ব্রেসওয়েলকে ফিরিয়ে ফের ধাক্কা শ্রীলঙ্কার। শেষ ওভারে ৭ রান প্রয়োজন ছিল। পঞ্চম বলে স্কোর লেভেল হয়। ম্যাচ টাই হওয়ারও সম্ভাবনা ছিল। শেষ বলে বাউন্সার ফার্নান্ডোর। কেন উইলিয়ামসন মিস করলেও বাই রান নেন এবং ম্যাচ জেতান। সঙ্গে ভারতের ফাইনালও নিশ্চিত করেন। কেন উইলিয়ামসন ১২১ রানে অপরাজিত থাকেন। ২ উইকেটে জয় নিউজিল্যান্ডের।

আমেদাবাদ টেস্ট নিষ্ফলা সিরিজ জয় ভারতের

আমেদাবাদ, ১৩ মার্চঃ রুদ্ধশ্বাস একটা ম্যাচের অপেক্ষা ছিল। কিন্তু ম্যাচ নিষ্ফলাই থাকল। প্রথম তিন ম্যাচের ভিন্ন রূপ আমেদাবাদে। নাগপুর ও দিল্লি টেস্টে জিতেছিল ভারত। ইন্দোর টেস্টে জেতে অস্ট্রেলিয়া। গত ম্যাচগুলি তিন দিনের মধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। যা নিয়ে প্রচুর সমালোচনাও হয়। স্পিন সহায়ক পিচ তৈরি করা নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক হয়। বিশেষ করে ইন্দোর ম্যাচে বেশি বিতর্ক হয়েছে। ম্যাচ তিন দিনেই শুধু শেষ হওয়া নয়, আইসিসি ইংদোরের পিচকে খারাপ রেটিং দিয়েছে আইসিসি। বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সিরিজ নির্ণায়ক ম্যাচ ছিল। অস্ট্রেলিয়ার কাছে সুযোগ ছিল ম্যাচ জিতে সিরিজ ড্র করার। ভারতের লক্ষ্য ছিল ম্যাচ জিতে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল নিশ্চিত করা। কিন্তু ভারতের ফাইনাল আগেই নিশ্চিত হয়ে যাওয়ায় শেষ দিন বিনোদনের ম্যাচ দেখা গেল। উসমান খোয়াজার চোট থাকায় নাইট-ওয়াচম্যানকে দিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ওপেন করায় অস্ট্রেলিয়া। ট্রাভিস হেডের সঙ্গে দিনের খেলা শুরু করেন নাইট-ওয়াচম্যান ম্যাট কুনেম্যান। অশ্বিনের বোলিংয়ে লেগ বিফোর হন তিনি। রিভিউ নেননি। যদিও রিপ্লেতে দেখা যায়, বল উইকেট মিস করছিল। নাইট-ওয়াচম্যানের জন্য রিভিউ নষ্ট করেনি অস্ট্রেলিয়া। ট্রাভিস হেডের সঙ্গে ক্রিজে যোগ দেন মার্নাস লাবুশেন। পঞ্চম দিনের শুরুতে ৮৮ রানে পিছিয়ে ছিল অস্ট্রেলিয়া। হেড-লাবুশেনের অনবদ্য জুটিতে লিড নেয় অস্ট্রেলিয়া। ট্রাভিস হেড ক্রমশ

শতরানের দিকে এগোচ্ছিলেন। ৯০ রানে তাঁকে বোল্ড করেন অক্ষর প্যাটেল। টেস্ট ক্রিকেটে ৫০ উইকেটের মাইলফলকে অক্ষর। ভারতের মাটিতে শেষ টেস্ট খেলতে নেমেছিলেন স্টিভ স্মিথ। লাবুশেনের সঙ্গে বেশ কিছুটা সময় ক্রিজে কাটান। দু-দলের ফাইনাল নিশ্চিত হয়ে যাওয়ায় ক্রমশ প্রাণ হারায় ম্যাচ। বিরল দৃশ্য দেখা গেল আমেদাবাদ টেস্টের পঞ্চমদিনে। চা বিরতির পর শুভমন গিল, চেতেশ্বর পূজারাদের মতো তারকা ব্যাটাররা নেমে পড়েন বল হাতে। দেখে হেসে গড়িয়ে পড়লেন বিরাট কোহলি, সূর্যকুমার যাদবরা। অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটাররা প্রথমে অবাক হলেও পরে তাঁরাও হাসতে থাকেন। ডাগ আউট থেকে জয়দেব উনাদকট, কুলদীপ যাদবদের চিৎকার। আমেদাবাদ টেস্টের পঞ্চমদিনে রুদ্ধশ্বাস সমাপ্তির অপেক্ষা করছিলেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। অথচ দ্বিতীয় সেশনের পরই আমেদাবাদ টেস্টের গা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব উধাও। ক্রিকেটপ্রেমীরা অবাক করে দেশের তাবড় তাবড় বোলারদের বাদ দিয়ে বল হাতে নেমে পড়েন গিল, পূজারা! দেখেই মাঠ ছাড়লেন ক্রিজে থাকা দুই ব্যাটার স্টিভ স্মিথ, মার্নাস লাবুশেন। দ্বিতীয় সেশন চলাকালীন এসেছিল সুখবর। ক্রাইস্টচার্চে নিউজিল্যান্ড বনাম শ্রীলঙ্কা প্রথম টেস্টে লঙ্কা টিমকে ২ উইকেটে হারিয়েছে নিউজিল্যান্ড। এই হারে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের দৌড় থেকে ছিটকে যায় শ্রীলঙ্কা। সরাসরি ফাইনালের জন্য যোগ্যতা অর্জন করে যায় ভারত। বিরাট-রোহিতরা তখন ফিল্ডিং করছেন। ৪১ ওভারের পর তাঁদের সুখবর দিতে মাঠে পৌঁছে যান সূর্যকুমার যাদব। ভারত ফাইনালে উঠে গিয়েছে জেনে নিজেদের মধ্যে হাত মেলান বিরাটরা। এরপর হঠাৎ করেই যেন ঝিমিয়ে পড়ে পঞ্চমদিনের খেলা। চা বিরতির পর বল হাতে নেমে পড়েন শুভমন গিল ও চেতেশ্বর পূজারা। পূজারা ১ ওভার বল করেন। গিল এক ওভার বল করে সবে দ্বিতীয় ওভারের প্রথম বল করেছেন, তখনই এগিয়ে এসে হাত মেলাতে শুরু করেন দেন স্টিভ স্মিথ। নিয়ম অনুযায়ী আরও আধঘণ্টার মধ্যে ফলাফল না এলে টেস্ট ড্র হত। তার আগেই মাঠ ছাড়েন স্মিথ, লাবুশেনরা। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এই প্রথম বোলিং করলেন গিল। ১ ইনিংসে ৭টি বল করলেন। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ৫ ইনিংসে ৬১ বার বল করেছেন গিল। ৪৪ রান দিয়ে একটিও উইকেট পাননি। অন্যদিকে পূজারা এই নিয়ে দু'বার টেস্ট ম্যাচে বল করলেন। ২ ওভার বল করে ৩ রান দিয়েছেন। যদিও প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে পূজারার উইকেট নেওয়ার নজির রয়েছে। ২৩ ইনিংসে ২৬৩টি বল করেছেন পূজারা। উইকেটের সংখ্যা ৬।

হার্দিককে টেস্ট টিমেও দেখতে চান অজি কিংবদন্তি

আমেদাবাদ, ১৩ মার্চঃ একটা সময় হার্দিক পান্ডিয়াকে নিয়ে প্রচুর স্বপ্ন দেখেছিল ভারতীয় ক্রিকেট। তিন ফরম্যাটেই ধারাবাহিক খেলতেন। এমনকি কপিল দেবের সঙ্গেও তুলনায় আনা হয়েছে। তবে চোটের কারণে হার্দিকের কেরিয়ার বড় ধাক্কা খেয়েছে। ধীরে ধীরে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন হার্দিক। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে তাঁর নেতৃত্বে অভিষেকেই চ্যাম্পিয়ন হয়েছে গুজরাট টাইটান্স। জাতীয় দলকেও টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁর ব্যক্তিগত পারফরম্যান্স এবং নেতৃত্ব দুই নজর কেড়েছে। সীমিত ওভারের ক্রিকেটে ভালো পারফরম্যান্স করলেও টেস্টে প্রত্যাবর্তন ভালো হয়নি। এরপরই টিম ম্যানেজমেন্টের তরফে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছিল, বোলিংয়ের দিক থেকে লম্বা স্পেল করার মতো ফিটনেস না পাওয়া অবধি টেস্টে হার্দিককে ভাবা হবে না। সীমিত ওভারে নিয়মিত হওয়ার পর এ বার টেস্টেও হার্দিককে দেখতে চান অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অলরাউন্ডার শেন ওয়াটসন। অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া বরাবরই চোটপ্রবণ। সে কারণেই সীমিত ওভারের ফরম্যাটেই শুধু খেলছেন। বোলিং অ্যাকশনেও পরিবর্তন করেছেন হার্দিক। টি-টোয়েন্টি, ওডিআইয়ের পাশাপাশি টেস্টেও হার্দিককে খেলিয়ে প্রস্তুত করার পক্ষে শেন ওয়াটসন। কাতারে লেজেন্ডস লিগ ক্রিকেটে অংশ নিচ্ছেন অজি কিংবদন্তি। সেখানেই বলেন, ‘‘হার্দিকের শরীর যদি ফিট থাকে, ওকে টেস্ট ক্রিকেটেও ফেরানো উচিত। ব্যাটিং-বোলিংয়ে ওর দক্ষতা প্রশংসনীয়। ব্যাটিং টেকনিকের দিক থেকেও খুবই ভালো। এটা ঠিক যে, ও পাওয়ার হিটার। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ব্যাটিং অর্ডারেও ওপরের দিকে

ব্যাট করছেন। আইপিএলে গুজরাট টাইটান্সের হয়ে চারে ব্যাট করেন হার্দিক। তবে ও শুধু পাওয়ার হিটারই নয়। টেস্ট ক্রিকেট খেলার মতো ওর ব্যাটিং টেকনিক রয়েছে। টেস্টেও সাফল্য পাবে।’’ টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে চার ওভারের স্পেল। ওডিআইতেও পুরো ১০ ওভার বোলিং করানো হয় না হার্দিককে। টেস্ট ক্রিকেটে তাঁকে রাখা ঠিক হবে কী না, এই নিয়ে ধোঁয়াশা থাকেই। সেই প্রসঙ্গই উঠে এল ওয়াটসনের কথায়, ‘‘বোলিংয়ের দিক থেকে ও যদি লম্বা স্পেল করার মতো ফিট থাকে, তাহলে অবশ্যই খেলানো উচিত। নতুন বল সুইং করানোর দক্ষতা রয়েছে হার্দিকের। দক্ষতা নিয়ে কোনও প্রশ্ন নেই। তবে ওর শরীর এতটা ধকল নিতে পারবে কী না, সেটাই এক মাত্র ভাবনার জায়গা। ও টেস্ট ক্রিকেটেও নিজেকে মেলে ধরার চেষ্টা করলে খুশি হব। বিশ্ব ক্রিকেটে হার্দিক স্পেশাল ট্যালেন্ট। ও যদি তিন ফরম্যাটেই খেলতে পারে, সেটা খুবই ভালো হবে।’’

ডেভেলপমেন্ট লিগের দল ঘোষণা ইস্টবেঙ্গলের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৩ মার্চঃ দাদারা পারেননি। এবার ভাইদের পালা। ডেভলপমেন্ট লিগের জন্য ৪০ জনের দল ঘোষণা করল ইস্টবেঙ্গল। বেশ কয়েকদিন ধরে সল্টলেকের ট্রেনিং গ্রাউন্ডে অনুশীলন করছে লাল-হলুদের উদীয়মান ফুটবলাররা। রিজার্ভ বেঞ্চের ফুটবলার এবং অনূর্ধ্ব-২১ দলের ফুটবলাররা অনুশীলন করছেন দলের সঙ্গে। ম্যাচের দিন পাঁচজন অনূর্ধ্ব-২৩ ফুটবলার খেলানো যাবে। ৪০ জনের দলে ১০ জন অনূর্ধ্ব-২৩ ফুটবলার রয়েছে ইস্টবেঙ্গলের। মাঝে অন্যান্য ক্লাব থেকেও বেশ কয়েকজনকে ট্রায়ালে ডাকে লাল-হলুদ। ইস্টবেঙ্গলের ডেভলপমেন্ট টিমের কোচ বিনো জর্জ। রিজার্ভ বেঞ্চের ফুটবলাররা এ বারে কলকাতা লিগ খেলেছিলেন। এছাড়া অন্যান্য টুর্নামেন্টে খেলে থাকে ইস্টবেঙ্গলের এই ফুটবলাররা। তিন দফায় এবারের ডেভেলপমেন্ট লিগ হবে। ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ কোয়ালিফায়ার, ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ গ্রুপ পর্ব এবং ন্যাশনাল ফাইনাল। টুর্নামেন্টের প্রথম চার দল কোয়ালিফাই করবে নেক্সট জেন কাপে। ইস্টবেঙ্গলের সিনিয়র টিম থেকে তিন ফুটবলারকে নেওয়া হয়েছে ডেভলপমেন্ট লিগে। তাঁরা হলেন- হিমাংশু জ্যাংরা, তুহিন দাস, অতুল উন্নিকৃষ্ণণ। অনূর্ধ্ব-১৭ দল থেকে নেওয়া হয়েছে ৮ ফুটবলারকে। এদের মধ্যে রয়েছে নুর আলম, হারু রায়, সুদীপ্ত মন্ডল, মহম্মদ ইয়াসিন, রাকেশ মালি, মহম্মদ আফজল, মোচা ইরোম, মিরাজ মল্লিক। গত ডিসেম্বরে অনূর্ধ্ব-১৭ ইয়ুথ কাপে অংশ নিয়েছিল এই ৮ ফুটবলার। রিজার্ভ টিমের অর্পন পোল্লে, আদিল অমল, আদিত্য পাত্র, মহম্মদ নিশাদ, সঞ্জীব ঘোষ, বিষ্ণু টিএম, দীপ সাহা, তন্ময় দাস, লিজো, জেসিন টিকেরা আছেন দলে। অন্যান্য ফুটবলারদের ট্রায়ালের মাধ্যমে নেওয়া হয়েছে। দলের কোচ বিনো জর্জ। সহকারী কোচ অর্চিষ্মান বিশ্বাস।

‘পুরনো আমি’-কে খুঁজে পেয়ে উচ্ছ্বসিত বিরাট কোহলি

আমেদাবাদ, ১৩ মার্চঃ হলই বা আমেদাবাদ টেস্ট নিষ্ফলা, সিরিজ গেল ভারতের ঝুলিতেই। এই নিয়ে টানা চতুর্থ বার বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি জিতল ভারত। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে চতুর্থ টেস্ট ড্র হলেও আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম পয়া হয়ে রইল বিরাট কোহলির কাছে। কারণ এই মাঠেই কোহলির তিন বছরের টেস্ট সেঞ্চুরির খরা কেটেছে। চতুর্থ টেস্টের চতুর্থ দিন ৩৬৪ বলে ১৮৬ রানের অসাধারণ ইনিংস উপহার দিয়েছিলেন বিরাট কোহলি। তাঁর এই ইনিংসের সুবাদে প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার গিয়েছে কোহলির ঝুলিতে। পুরনো কোহলিকে খুঁজে পেয়ে বিরাট ভীষণ আনন্দিত। দলের হয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পেরে বিরাট বেশ খুশিও। তিন বছর তিন মাস ১৯ দিন পর টেস্টে শতরান হাঁকিয়েছেন বিরাট। তারপর তাঁর সেলিব্রেশনে সেই অর্থে উচ্ছ্বাস দেখা যায়নি। কেরিয়ারের ২৮তম টেস্ট সেঞ্চুরি করেছেন কোহলি। তাও আবার বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির শেষ ও গুরুত্বপূর্ণ টেস্টে। বিরাট মাঠে নামা মানেই ক্রিকেট প্রেমীদের কাছে একরাশ প্রত্যাশা জেগে উঠত। গত কয়েক বছর টেস্ট ক্রিকেটে কোহলি দর্শকদের সেই প্রত্যাশা পূরণ করতে পারছিলেন না। যার ফলে তিনি নিজেও হতাশ হয়েছেন। অবশেষে তিনি ছন্দে ফিরলেন, এল সেঞ্চুরিও। ম্যাচের শেষে কোহলি বলেন, ‘‘একজন প্লেয়ার হিসেবে নিজের কাছে আমার কাছে যে প্রত্যাশাগুলি রয়েছে, তা আমার কাছে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। গত ১০ বছর যে তাগিদ নিয়ে খেলেছি, বেশ কিছু সময় ধরে সেটা কোথাও যেন খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তাই আমি সেটার কারণটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করে গিয়েছি। নাগপুরে প্রথম ইনিংস থেকে আমি সত্যিই ভালো ব্যাটিং করছি বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু আমরা দলের জন্য যতক্ষণ সম্ভব ব্যাটিংয়ে বেশি মনোযোগ দিয়েছিলাম। আমিও সেটাই করেছি। আমি অতীতে যা করেছি, সেই

দৃষ্টিকোণ থেকে এখনকার পারফরম্যান্সে আমি হতাশ ছিলাম। কিন্তু কোথাও বিশ্বাস ছিল যে, আমি ভালো খেলছি এবং যদি আমি একটি ভালো উইকেটে সুযোগ পাই তবে আমি বড় রানে ইনিংস পরিণত করতে পারব।’’ আমেদাবাদের উইকেট হতাশ করেনি কোহলিকে। এই প্রসঙ্গে বিরাট বলেন, ‘‘আমি বর্তমানে এমন জায়গায় নেই, যেখানে কাউকে কিছু প্রমাণ করতে যাব বা কাউকে ভুল প্রমাণিত করব। আমি কেন মাঠে রয়েছি সেটা প্রমাণ করাটাই আসল। যখন আমি ৬০ রানে অপরাজিত ছিলাম তখন আমরা ঠিক করেছিলাম আমরা ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে খেলব। কিন্তু সত্যি বলতে কী আমরা চোটের কারণে শ্রেয়সকে পাইনি। তাই আমাদের পরিকল্পনা ছিল সময় ধরে খেলতে হবে। ওরা ভালো বোলিং করছিল এবং ফিল্ডও ভালো সাজাচ্ছিল। তার মাঝেও আমরা ভালো কিছুটা লিডও নিতে পেরেছিলাম। পাশাপাশি আমি দলের জন্য ভালো পারফর্ম করতে পেরেছি এটা আমাকে স্বস্তি দিচ্ছে।’’

বুটের চুক্তি থেকে আয়ে নেইমারের ধারেকাছেও নেই মেসি-রোনাল্ডোরা

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

মাঠের মানুষ সর্বোচ্চ কত দিন মাঠের বাইরে থাকতে পারেন-এ নিয়ে একটা প্রতিযোগিতা হলে নেইমার নিশ্চিতভাবেই ওপরের সারিতে থাকতেন! গত এক দশকে ৩৩ বার চোটে পড়েছেন পিএসজির ব্রাজিলিয়ান তারকা। সে সব চোট তাঁকে ৮৮০ দিন খেলা থেকে দূরে রেখেছে। সর্বশেষ ফরাসি লিগ আঁতে লিলের বিপক্ষে নতুন করে অ্যাঙ্কেলের চোটে পড়ে মরসুমই শেষ হয়ে গেছে নেইমারের। চোট থেকে সেরে উঠতে সম্প্রতি অস্ত্রোপচার করিয়েছেন ৩১ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড। মাঠের সঙ্গে নেইমারের দূরত্ব যতই বাড়ুক, ক্রীড়াসামগ্রী প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে তিনি চাহিদার তুঙ্গে। বুটের চুক্তিতে তো তাঁর ধারেকাছেও কেউ নেই। ২০২০ সালে বিশ্বের শীর্ষ ক্রীড়াসামগ্রী প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান নাইকির সঙ্গে ১৫ বছরের চুক্তি শেষ হয় নেইমারের। এরপর তিনি চুক্তি করেন জার্মান প্রতিষ্ঠান পিউমার সঙ্গে। বর্তমানে পিউমার বুট পায়ে দিয়ে বছরে নেইমার ২ কোটি ৫৯ লক্ষ ইউরো বা ২২৭ কোটি টাকা আয় করেন যা ক্রীড়া ইতিহাসে পৃষ্ঠপোষক কোম্পানির সঙ্গে সবচেয়ে বড় ব্যক্তিগত চুক্তি। চুক্তিপত্রে আরও বেশি আয়ের সুযোগ আছে নেইমারের। চ্যাম্পিয়নস লিগ জিততে পারলে বছরে ২৯ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা বোনাস পাবেন তিনি। বুটের এই চুক্তিতে নেইমারের ধারেকাছে কেউ নেই। তিন যুগ অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে আর্জেন্টিনাকে তৃতীয় বিশ্বকাপ ট্রফি এনে দেওয়া লিওনেল মেসি বুটের চুক্তি থেকে বছরে পান ২ কোটি ৩ লক্ষ ইউরো বা ২০১ কোটি টাকা। মানে, পিএসজি সতীর্থ নেইমারের চেয়ে ২৬ কোটি টাকা কম পান মেসি। তাঁর সঙ্গে আজীবনের চুক্তি করেছে আরেক জার্মান প্রতিষ্ঠান অ্যাডিডাস। শীর্ষ ক্রীড়াসামগ্রী প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের তালিকায় নাইকির পরেই অ্যাডিডাসের অবস্থান। তালিকার তিনে আছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। নাইকির সঙ্গে পর্তুগিজ মহাতারকার চুক্তিও চিরকালের। নাইকির বুট পরে খেলতে নেমে বছরে ১ কোটি ৬৯ লক্ষ ইউরো বা ১৪৮ কোটি টাকা পান সৌদি আরবের ক্লাব আল নাসরে যোগ

দেওয়া রোনাল্ডো, যা নেইমারের চেয়ে ৭৯ কোটি টাকা কম। হালের অন্যতম সেরা কিলিয়ান এমবাপের পৃষ্ঠপোষক হতে ২০১৯ সালে উঠেপড়ে লেগেছিল নাইকি ও অ্যাডিডাস। শেষ পর্যন্ত প্রথমটিকেই বেছে নেন এমবাপে। যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানিটির বুট পরায় বছরে তাঁর অ্যাকাউন্টে জমা হয় ১ কোটি ৫৮ লক্ষ ইউরো বা ১৩৮ কোটি টাকা। তাদের সঙ্গে ১০ বছরের চুক্তি আছে বিশ্বকাপজয়ী তারকার। তবে এ মুহূর্তে তালিকার চারে থাকলেও পিএসজির হয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগে বারবার ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর চাহিদা পড়তির দিকে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ডেইলি মেইল জানিয়েছে, পিএসজির হয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগ জিততে না পারলে অথবা রিয়াল মাদ্রিদে যোগ না দিলে এমবাপের ওপর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে নাইকি। বুটের চুক্তিতে এমবাপের চাহিদা পড়তির দিকে থাকলেও সম্প্রতি সবচেয়ে বড় চমক দেখিয়েছেন জ্যাক গ্রিলিশ। ম্যানচেস্টার সিটির ইংলিশ উইঙ্গার নাইকির সঙ্গে পাট চুকিয়ে পিউমার সঙ্গে ১০ বছরের চুক্তি করেছেন। তাদের বুট পায়ে দিয়ে বছরে ১ কোটি ১২ লক্ষ ইউরো বা ৯৮ কোটি টাকা আয় করবেন তিনি। বর্তমানে এটাই কোনো পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ব্রিটিশ খেলোয়াড়ের সবচেয়ে লাভজনক চুক্তি। এত দিন বছরে ৪৫ লক্ষ ১৬ হাজার ইউরো বা ৪০ কোটি টাকা নিয়ে ব্রিটিশ ফুটবলারদের মধ্যে যৌথভাবে শীর্ষে ছিলেন হ্যারি কেইন ও সম্প্রতি ফুটবলকে বিদায় জানিয়ে দেওয়া গ্যারেথ বেল। ২৭ বছর বয়সী গ্রিলিশের সঙ্গে পিউমার চুক্তির পথটা সহজ করে দিয়েছেন পেপ গার্দিওলা। সিটি কোচ অনেক দিন হলো প্রতিষ্ঠানটির দূত হিসেবে কাজ করছেন। সিটিজেনদেরও চার বছর ধরে ক্রীড়াসামগ্রী সরবরাহ করে যাচ্ছে পিউমা। রবার্ট লেভানডফস্কি, আর্লিং হলান্ড, করিম বেনজেমাদের মতো তারকাদের ছাপিয়ে কীভাবে বুটের চুক্তিতে শীর্ষ পাঁচে উঠে এলেন গ্রিলিশ? পিউমাই বা কেন তাঁর দিকেই ঝুঁকল? এর ব্যাখ্যায় ব্লিচার রিপোর্ট জানিয়েছে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যেসব খেলোয়াড়ের অনুসারী বেশি, ক্রীড়াসামগ্রী প্রস্তুতকারক ব্র্যান্ডগুলো এখন তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা করতে বেশি আগ্রহী। ব্র্যান্ডগুলো মনে করে, এসব খেলোয়াড়ের ভক্ত ধরে রাখার শক্তি আছে। যাঁদের অনুসারী বেশি, তাঁদের একটা পোস্ট মানেই ওই ব্র্যান্ডের ব্যাপক প্রচার। এ ব্যাপারে ক্রীড়া বিপণন এজেন্ট এহসেন শাহ বলেছেন, ‘‘কোনও ব্র্যান্ডের সঙ্গে চুক্তি করার সময় ফুটবলাররা আগে শুধু টাকার কথা ভাবতেন। তবে এখন তাঁরা যথেষ্ট সচেতন। বর্তমানে খেলোয়াড়েরা বুটের মান পরীক্ষা করেন। তাঁরা জুতার তলি এবং ওজন ভালোভাবে যাচাই করেন। এরপর তাঁরা ব্র্যান্ডের সুযোগ-সুবিধা নিয়ে ভাবেন। তবে যে ব্র্যান্ডের জুতো পরে তাঁরা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন ও নিজের সেরাটা খেলতে পারেন, সেটাকেই বেছে নেন। এ ছাড়া তাঁদের হাতে এখন অনেক বিকল্প।’’ মেসি-রোনাল্ডোরা অ্যাডিডাস ও নাইকির সঙ্গে আজীবন চুক্তি করে ফেলায় চাইলেই ব্র্যান্ড পরিবর্তন করতে পারবেন না। এখান থেকে বাড়তি আয়েরও সুযোগ নেই তাঁদের। তবে বর্তমানে ফুটবলাররা বুটের চুক্তিতে মেসি-রোনল্ডোদের পথে হাঁটেন না। তাঁরা কয়েক বছরের চুক্তি করায় মেয়াদ শেষে ব্র্যান্ড পাল্টাতে পারেন। এ ছাড়া মাঠে ভালো পারফরম্যান্সের সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনুসারী বেশি হলে তাঁদের পৃষ্ঠপোষক হতে ক্রীড়াসামগ্রী প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানগুলো অঢেল অর্থ ঢালতেও কার্পণ্য করে না।

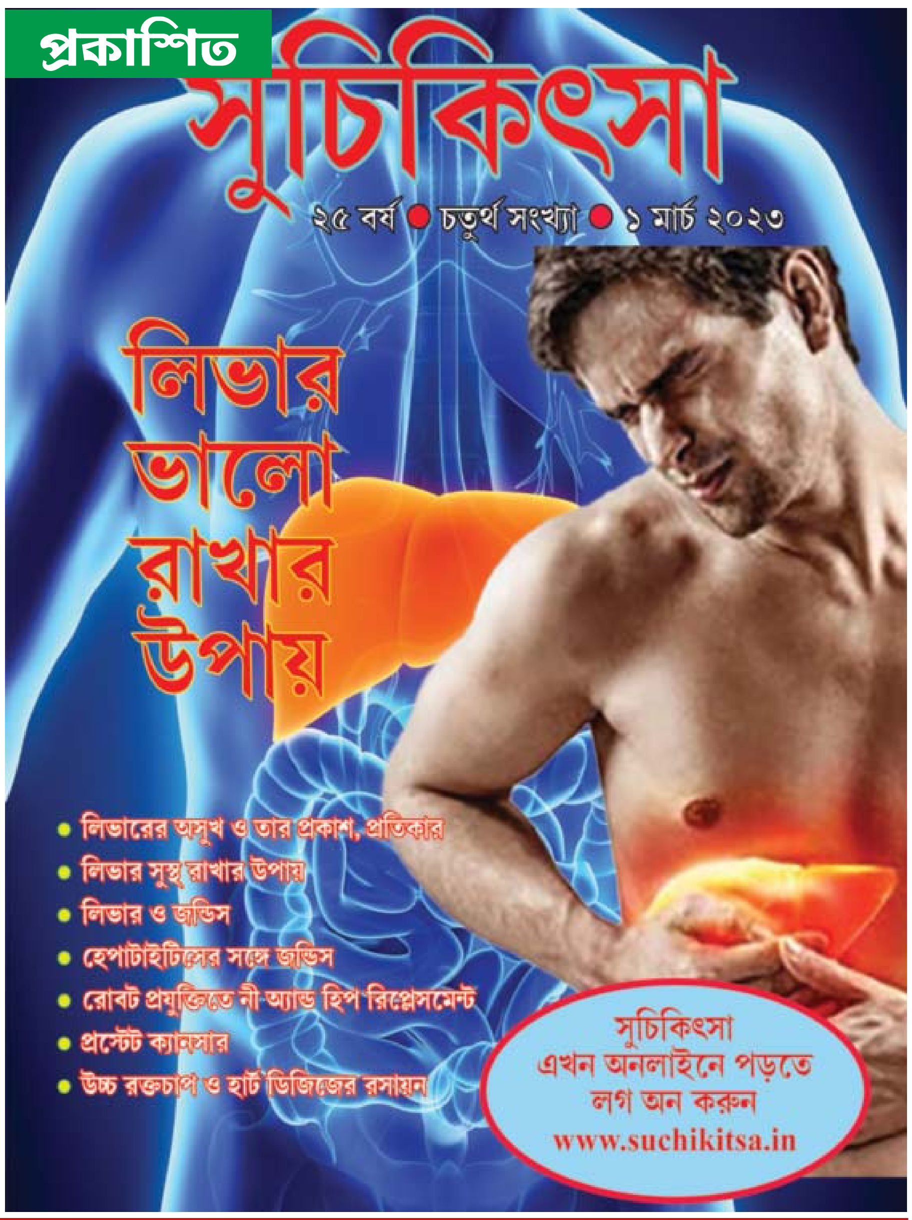

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com
newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501